চতুর্থ বর্ষ

৯ম ও ১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

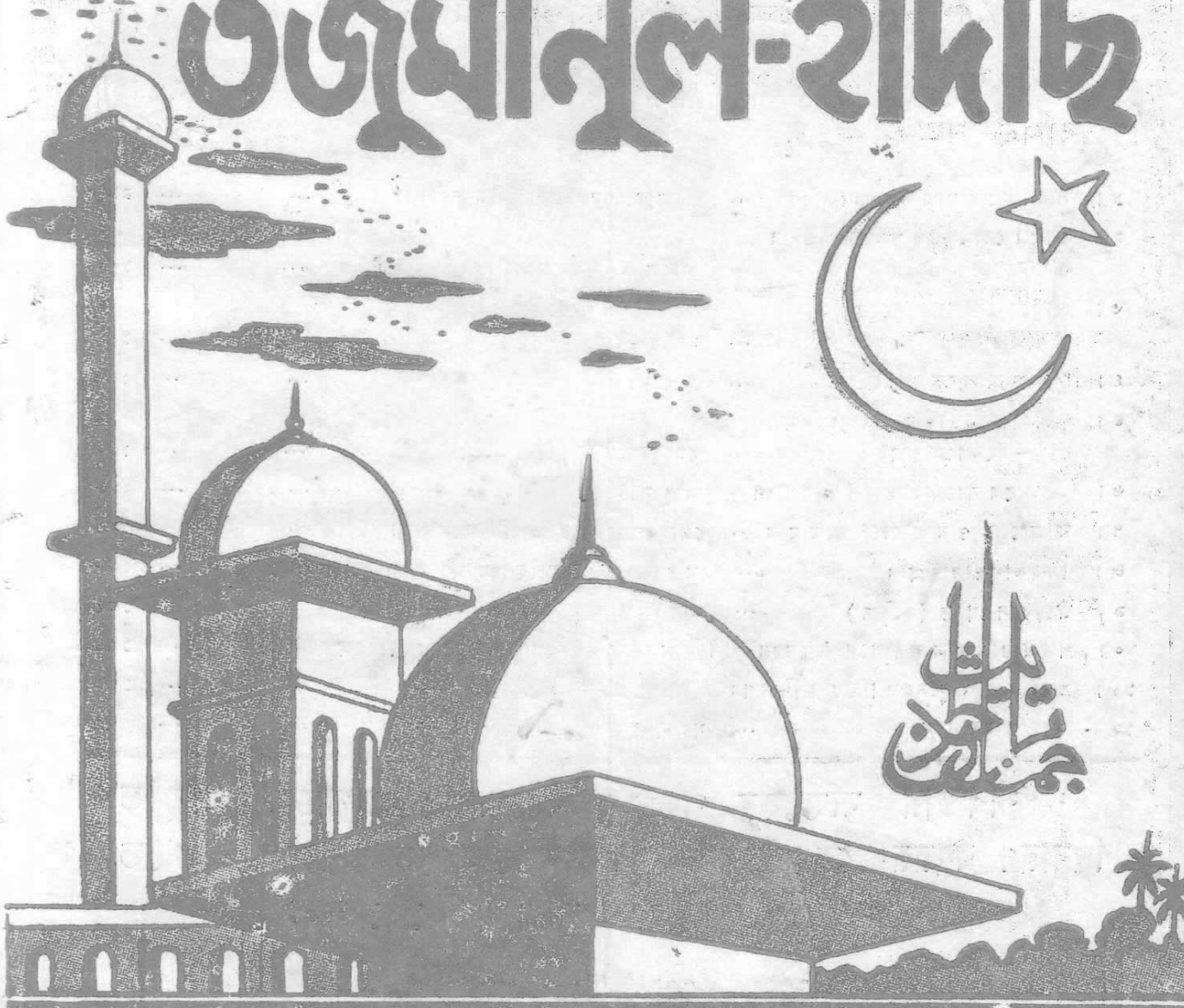

সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।৩

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

ছফরুল-মুযাফ্‌ফর—১৩৭৩ হিঃ

কার্ত্তিক—বাং ১৩৬০ সাল।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। সমস্যার সমাধান পদ্ধতি	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৩২৯
২। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর এম,এ	৩৪১
৩। পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের কমিটি-অধিবেশন		৩৪৪
৪। ভোরের গান	আতাউল হক	৩৫৬
৫। সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য		৩৫৮
৬। কায়েদে আযম ও পাকিস্তান	সৈয়দ রেজা কাদের	৩৬৩
৮। বিতর্ক ও বিচার	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	৩৬৮
৯। বিশ্ব পরিক্রমা		৩৭৪
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ		৩৮২

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ | ছফরুল-মুযাফ্‌ফর—১৩৭৩ হিঃ কার্ত্তিক—বাং ১৩৬০ সাল। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

ইমামে আ'যমের উক্তি

হাফিয ইবনে আবদুল বর ছনদ সহকারে বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইমাম ছাহেব বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে যাহা আমর প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমরা মস্তক ও চক্ষুদ্বয়ের— উপর ধারণ করিয়া কবুল করিয়াছি আর আল্লাহর রছুলের— (দঃ) সহচরগণের যে সকল কথা আমাদের নিকট পৌছিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমরা বাছাই করিয়া, যে উক্তি উত্তম বিবেচিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাই নাই। অর্থাৎ কোননাকোন ছাহাবীর উক্তি গ্রহণ করিয়াছি। ছাহাবাগণের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি নাই কিন্তু তাবেয়ীগণের সিদ্ধান্ত

ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعينين، وما جاءنا عن اصحابه رحمهم الله اخترنا منه ولم نخرج عن قولهم، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে তাঁহারাও মানুষ আর আমরাও মানুষ। অর্থাৎ কোন তাবেয়ীর নিজস্ব অভিমতকে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমতের উর্ধে স্থান দান করা আমরা আবশ্যক মনে করিনা —আলইন্‌তিকা, ১৪৪ পৃঃ।

ইমাম ছাহেবের অনুরূপ উক্তি হাফিয বয়হকী তদীয় মদ্‌খল গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিনুল মুবারকের বাচনিক ছহীহ্ ছনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং এই রেওয়ায়ত মওলানা শয়খ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁহার যফরুল আমানী নামক পুস্তকে আর আল্লামা ছৈয়েদ মোহাম্মদ বিনে ইছমায়ীল ইয়ামানী তদীয় ইরশাদ গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন— —ইরশাদুন্ নক্কাদ ২৬ পৃঃ।

হাফিয ইবনে হজর আছ্‌কালানী ইয়াহ্‌য়া বিনে যরীছের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি একদা হযরত ছুফ্‌য়ান ছওরীর মজলিছে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি ইমাম আবু হানীফার ভিতর কি দোষ দেখিতে পাইয়াছেন? ছুফ্‌য়ান বলিলেন কেন? তিনি কি? (প্রকাশ থাকে যে, ইমামে-আ'যমের সহযোগী বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা— তাঁহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন, হযরত ছুফ্‌য়ান ছওরী তাঁহাদের অন্যতম। সহযোগীতার এই উষ্মা হইতে পৃথিবীর কোন বিদ্বান কোনকালেই রেহাই পান নাই।) আগন্তুক ব্যক্তি বলিলেন, আমি ইমাম আবু হানীফাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে-কোন সমস্যা হউক না কেন উহার সমাধানকল্পে আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর গ্রন্থ কোরআনের আশ্রয় লইয়া থাকি, কোরআনে উহার সমাধান প্রাপ্ত না হইলে আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অনুসন্ধান করি, ছুন্নতেও উহার সমাধান না পাইলে ছাহাবাগণের মধ্য হইতে যে কোন জনের উক্তি আমার মনঃপুত বিবেচিত হয় আমি তাহা বাছিয়া লই কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের সকলের উক্তি পরিহার করিয়া অন্য দিকে গমন করিনা কিন্তু ব্যাপার যখন ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী, শঅ্‌বী, মোহাম্মদ বিনে ছিরীন অথবা আতা বিনে আবি রিবাহ পর্যন্ত গড়ায় তখন আমি তাঁহাদের মধ্য হইতে কাহারও অনুসরণ করিনা, কারণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের ইজ্‌তিহাদ মাত্র এবং তাঁহারা যেরূপ ইজ্‌তিহাদ করিয়াছেন আমিও সেইরূপ করিতে সক্ষম—তহ্‌যীবুত্ তহযীব (১০) ৪৫১ পৃঃ।

শয়খ আবদুলওয়াহ্‌হাব শঅ্‌রানী ইমামে-আ'যমের উক্তি উধৃত করিয়াছেন:—তোমরা যদি আমার কোন উক্তি প্রকাশ্য কোরআন ও ছুন্নাহর প্রতিকূল — দেখিতে পাও তাহা-হইলে তোমরা কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশ পালন করিও এবং আমার উক্তি প্রাচীরের উপর ফেলিয়া মারিও। —মীযানে কুবরা (১) ৫৭ পৃঃ।

اذا رأيتم كلامنا يخالف ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط -

ফতাওয়ায় শামীয়া নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইমাম ছাহেব বলিয়াছেন, কোন — সমস্যা সম্বন্ধে ছহীহ্ হাদীছে যে সমাধান পাওয়া যাইবে, তাহাকেই তোমরা আমার মযহব বলিয়া জানিবে। গ্রন্থকার ইব্‌নেআবেদীন বলিতেছেন যে, এই রেওয়ায়ত সঠিকভাবে প্রমাণিত — হইয়াছে। —রদ্‌দুলমুহতার (১) ৪৬২ পৃঃ ময়মনীয়া।

اذا صح الحديث فهو مذهبى -

আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধী তাঁহার তুহফাতুলআনাম নামক পুস্তকে এবং আল্লামা শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্‌দিছ স্বীয় ইক্‌দুলজীদ নামক পুস্তিকায় রওয়াতুলউলামা গ্রন্থের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, ইমাম ছাহেবকে

ان الامام ابو حنيفة

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার কোন সিদ্ধান্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশের বিপরীত হইলে আমরা কি করিব? ইমাম বলিলেন আল্লাহর রছুলের (দঃ) হাদীছের সমকক্ষতায় আমার উক্তি ফেলিয়া দিও। পুনশ্চ তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, আপনার —

سئل : اذا قلت قولا و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم يخالفه ؟ قال : اتركوا قولى لخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ! فقيل له : اذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولى لقول الصحابة رضى الله عنهم -

কোন অভিমত ছাহাবাগণের সিদ্ধান্তের বিপরীত হইলে কি করিতে হইবে? ইমাম বলিলেন — ছাহাবাগণের উক্তির প্রতিকূল আমার কথা প্রত্যাখ্যান করিও—ইরশাদ, ২৬ পৃঃ; ইকদুল জীদ, ৫৪পৃঃ।

ফতাওয়ায়-বাযযাযিয়ার সংকলয়িতা শয়খ — হাফেযুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে শিহাব (মৃঃ ৮২৭ হিঃ) মনাকিবুল ইমাম গ্রন্থে ইমাম হাছান বিনে যিয়াদের বাচনিক ইমামে আ'যমের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন কোরআন অথবা ছুন্নাহ্‌ অথবা উম্মতের ইজ্‌মার সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত প্রয়োগ করিয়া কথা বলার অধিকার নাই। রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরগণের অভিমত কোন বিষয়ে বিভিন্নমুখী — হইলে, তন্মধ্যে যে উক্তি কোরআন ও— ছুন্নাহর নিকটতর— আমরা তাহাই বাছাই করিয়া গ্রহণ করি এবং কোরআন, ছুন্নাহ ও ইজমার বহির্ভূত বিষয়সমূহে ইজ্‌তেহাদ প্রয়োগ করিয়া থাকি—মনাকিব (১), ১৪৫ পৃঃ।

ليس لاحد ان يقول برأيه مع نص من كتاب الله تعالى او سنة او اجماع امة - فاذا اختلفت الصحابة على اقوال، نختار منها ماهو اقرب للكتاب والسنة و نجتهد ماجاز ذلك -

শয়খ মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী তাঁহার ফতুহাতে-মক্কীয়াহ গ্রন্থে ছনদ সহকারে ইমাম ছাহেবের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, সাবধান! আল্লাহর দ্বীনে নিজের অভিমত প্রয়োগ করিয়া কোন কথা বলিওনা। সকল অবস্থাতেই ছুন্নতের অনুসরণ করিও, যে ব্যক্তি ছুন্নতের নির্ধারিত সীমা উল্লঙ্ঘন করিবে সে বিপথগামী হইবে—মীযানে কুবরা (১) ৫৯ পৃঃ।

ايـاكم والقول فى دين الله بالراى، وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل -

ইমাম ছাহেবের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিপক্ষগণের বড় অভিযোগ এই যে, তিনি হাদীছ গ্রাহ্য করিতেন-না। পরবর্তীকালে হানাফী মযহবের যে দশাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, হযরত ইমামে আ'যমের বিরুদ্ধে হাদীছ অগ্রাহ্য করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লামা ইবনেআবেদীন ইকদুল জওয়াহের গ্রন্থের উল্লেখে স্বীয় ফতাওয়ায় ইমাম ছাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, — বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত অভিমতের তুলনায় আমার কাছে দুর্বলহাদীছও অধিকতর প্রিয়। হাফিয ইবনুল কাইয়েম এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে ইমাম আবুহানীফার ছাত্রমণ্ডলী ও অনুসরণকারীগণ এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফার মযহবে কিয়াছ ও রায় অপেক্ষা দুর্বল হাদীছ অনুসরণের অধিকতর যোগ্য। তাঁহার মযহবের এই সূত্র অনুসারে হি হি

الحديث الضعيف احب الى من أراء الرجال

واصحاب ابى حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والراى -

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া হাস্য করার হাদীছ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উহাকে রায় ও কিয়াছের অগ্রগণ্য করা হইয়াছে। প্রবাস-কালীন খেজুরের রস দ্বারা ওযু করার হাদীছকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও রায় ও কিয়াছের অগ্রণী করা হইয়াছে। এইরূপ দশ দিরহমের কম চুরির জন্য হাত কাটা নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীছ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উহাকে রায় ও কিয়াছের অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। নারীর ঋতু-মতী থাকার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ মুদ্দত দশদিন হওয়া এবং জুম'ার জন্য সহর হওয়ার শর্তের হাদীছগুলি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও রায় ও কিয়াছের উর্ধে স্থান লাভ করিয়াছে। কূপের মছআলা সংক্রান্ত হাদীছগুলি মফ্‌রূ না হইলেও উহাদের জন্য কিয়াছ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ফলকথা, রায় ও কিয়াছের মুকাবেলায় যয়ীফ হাদীছ এবং ছাহাবাগণের উক্তি অগ্রগণ্য করাই ইমাম—আবূহানীফা এবং ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলের মযহব।

প্রকাশ থাকে যে, পরবর্তী যুগে বিদ্বানগণ যয়ীফ হাদীছ বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের পরিভাষায় তাহা যয়ীফ নহে। পূর্ববর্তী-গণ যে সকল হাদীছকে যয়ীফ বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছিলেন পরবর্তীগণের কাছে সেগুলি হাছান হাদীছরূপে কীর্তিত হইয়াছে। হাফিয ইবনুল কাই-য়েম বলেন যে, ফলকথা, কোরআন ও ছুন্নাহর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও অভিমতকে নিন্দা করার কার্যে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ সকলেই একমত হইয়াছেন এবং তাঁহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোর-আন ও ছুন্নাহর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও অভিমত ফত্‌ওয়া এবং বিচার কার্যে প্রয়োগ করা কোন ক্রমেই হালাল হইবেনা। অবশ্য যে সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল কোন নির্দেশ কোরআন ও ছুন্নতে বিদ্যমান নাই, বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাহা অনুসরণ করার অনু-মতি দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারি-বেনা এবং যে ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিবে, সে কোন ক্রমেই নিন্দনীয় হইবেনা—ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন (১) ৮৮ ও ৮৯ পৃঃ।

আমাদের যুগের হানাফী মযহবে যদি কেহ কিয়াছ ও ইছ্‌তিহ্‌ছানের বাড়াবাড়ি দেখিতে পান তাহা হইলে তজ্জন্য কি হযরত ইমাম আবূহানীফাকে (রহঃ) দায়ী করা চলিবে? খতীবে খোওয়ার্যম ইমাম—মুওয়াফ্‌ফিক মক্কী (মৃঃ ৫৬৮ হিঃ) ছনদ সহকারে ওয়াকী বিনুল জাব্বরাহের বাচনিক ইমামের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ইমাম আবূহানীফা বলিয়া-ছেন যে এরূপ অনেক কিয়াছ আছে যেগুলির তুলনায় মছ্‌জিদে প্রস্রাব করা ভাল। —মনাকিব (১) ৯১ পৃঃ।

سمعت ابا حنيفة يقول : البول فى المسجد احسن من بعض القياس -

উল্লিখিত উক্তি হাফিয ইবনেহযমও স্বীয়-ছনদ সহকারে তদীয় গ্রন্থে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবনেহযম ইমামের পুত্র জনাব হাম্মাদের প্রমুখাৎ ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার পিতাকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে-ব্যক্তি বিচারাসনে বসিয়া কিয়াছ বর্জন করেনা সে বিচারক ফকীহ্ হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই—আল্ ইহ্‌কাম (৮) ৩৬ পৃঃ।

من لم يدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه -

দ্বিতীয় শতকের অন্যতম মহাবিদ্বান ছুফ্‌য়ান বিনে উআয়েনা (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সম্বন্ধে খতীব—বাগ্‌দাদী লিখিয়াছেন, তাঁহাকে আহ্‌লেহাদীছ দার্শ-নিকগণের পর্যায়ভুক্ত করা হইত—তারীখে বাগ্‌দাদ (৯) ১৭৯ পৃঃ। এই ইবনে উআয়েনা স্বয়ং বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথম ইমাম আবূহানীফাই

كان يعد من حكماء اهل الحديث -

www.ahlehadeethbd.org

আমাকে আহ্লেহাদীছ মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—হাদায়েকুল হানাফীয়াহ ১৩৪ পৃঃ (নলকিশোর)।

হযরত ইমাম আবুহানীফা যে অন্যান্য মহাবিদ্বানের ন্যায় আদৌ কিয়াছ বা রায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেননা অথবা তাঁহার প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তসমূহের কোন কিছুই স্পষ্ট ছুন্নতের প্রতিকূল দাঁড়ায়নাই, এরূপ কথা আমরা বলিনা, কিন্তু ইজ্তিহাদের সাহায্যে শরীঅতের মছআলা প্রতিপাদিত ও সম্পাদিত করা ইমামে-আ'যমের বৈশিষ্ট্য নয়। পৃথিবীর সমুদয় বিদ্বান প্রয়োজন ক্ষেত্রে ইজ্তিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইছলামকে জীবন্ত জীবনদর্শন রূপে বহাল প্রতিপন্ন করিতে হইলে ইজ্তিহাদের এই সনাতন পথ মুক্ত রাখিতে হইবেই। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে, ইমামে আ'যম এবং অন্যান্য মহামতি আয়েম্মার অনেক উক্তি বিশুদ্ধ হাদীছের প্রতিকূল বিভিন্ন গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ইহার কারণ নিরূপিত করিতে হইলে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করিতে হইবে। এই সন্দর্ভের দীন রচয়িতা যদি বাঁচিয়া থাকে এবং আল্লাহর তওফিক যদি তাহার অনুকূল হয় তাহা হইলে সে এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধানে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইবে।

এই স্থানের আলোচ্য বিষয় শুধু ইহাই যে,—হযরত ইমাম আবুহানীফা প্রয়োজন মত রায় ও কিয়াছের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও কোন ক্ষেত্রেই তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তকে অপরের স্কন্ধে যবরদস্তি চাপাইবার চেষ্টা করেননাই। শহ্রস্তানী স্বীয় মিলল ও নহল গ্রন্থে ইমামের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন আমাদের এই বিদ্যা যাহা আমাদের অভিমত মাত্র, আমাদের ক্ষমতায় যতদূর কুলাইয়াছে তদনুযায়ী যাহা সর্বোত্তম আমরা তাহাই নিরূপিত করিয়াছি। যদি অন্য কোন বিদ্বান আমাদের সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যরূপী সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্ত এবং—আমাদের পক্ষে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় হইবে —(২) ৪৬ পৃঃ।

علمنا هذا رای' وهواحسن ما قدرنا علیه' فمن قدر علی غیر ذلک فله ما رای ولنا ما راینا –

কাযী আবু ইউছুফ (রহঃ) স্বীয় উছতায ইমাম আবু হানীফার উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সিদ্ধান্তের সূত্র অর্থাৎ আমরা কোন্ দলীল সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছি ইহা অবগত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফত্ওয়া প্রদান করা কাহারও পক্ষে বৈধ হইবে না— বুস্তানে আবুল্লয়েছ ছমরকন্দী ৮ পৃঃ। ইমামের এই উক্তি খাযানাতুর রেওয়ায়াত ও ফাতাওয়ায়-ছেরাজীয়া গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার— দলীল অবগত নহে তাহার পক্ষে আমার উক্তি সূত্রে ফত্ওয়া দেওয়া সঙ্গত নয়—শা'রানীর ইয়াওয়াকীৎ ও জওয়াহের (২) ২৪৩ পৃঃ; হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা ১৬২ পৃঃ; ইকদুলজীদ ৮০ পৃঃ; ঈকাযুলহিমাম ৭২ পৃঃ।

لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا –

لاینبغی لمن لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی –

শা'রানী ও শাহ্ ওলীউল্লাহ লিখিয়াছেন যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা যখন কোন ফত্ওয়া প্রদান করিতেন তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিতেন যে, ইহা নু'মান বিনে ছাবিতের সিদ্ধান্ত। আমাদের ক্ষমতা অনুসারে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উক্তি কিন্তু যদি কেহ ইহা অপেক্ষাও বলিষ্ঠতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম

هذا رای النعمان بن ثابت وهو احسن ما قدرنا علیه' فمن جاء باحسن منه فهو اولی بالصواب –

www.ahlehadeethbd.org

হয়, তাহাহইলে সেই সিদ্ধান্তই সঠিক—মীযানে কুবরা (১) ৬০ পৃঃ, ; হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা, ১৬২ পৃঃ।

আল্লামা ইবনে মুজায়েম, ইবনেআবেদীন ও শম্ছুল আয়েম্মাহ কর্‌দরী ইমাম ছাহেব প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি কোরআন ও হাদীছের ফত্ওয়া কোন্ দলীল অবলম্বন করিয়া দিয়াছি ইহা যেব্যক্তি অবগত নহে তাহার পক্ষে আমার ফতওয়া অনুসরণ করা হালাল নয়—বহরুর্ রায়েক (৬) ২৯৩ পৃঃ ; মিনহাতুল খালেক (২) ২৯৩ পৃঃ ; উম্‌দাতুর রিআয়া ৯ পৃঃ। ফাতাওয়ায় শামীয়া গ্রন্থে ইমাম ছাহেবের এই উক্তিও উধৃত হইয়াছে যে, যে বিষয়ের দলীল তোমাদের— কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে তোমরা তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিও—রদ্দুল-মুহ্‌তার (১) ৪৭ পৃঃ।

لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه –

ان توجه لكم دليل فقولوا به –

ইবনেআরাবী ও শঅ্‌রানী প্রভৃতি ইমাম ছাহেবের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, তিনি আদেশ করিয়াছেন, সাবধান! বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত অভিমত সম্পর্কে— তোমরা সতর্ক থাকিও! আমার উক্তির দলীল যে ব্যক্তি অবগত নয় তাহার পক্ষে আমার অভিমত সূত্রে ফত্ওয়া দেওয়া হারাম! যাহারা তক্‌দীরকে অস্বীকার করে তাহারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক এবং শিয়ারা দজ্জাল! ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন, কোন বিদ্বানের পক্ষে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা কদাচ বৈধ নয়, যে অভি-

اياكم وآراء الرجال - حرام على من لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى! القدرية مجوس هذه الامة والشيعة الدجال –

لا ينبغى لاحد ان يقول قولا حتى يعلم ان شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله –

মতের পিছনে — রছুলুল্লাহর (দঃ) শরিঅতের সম্মতি বিদ্যমান নাই— ফতুহাতে মক্কীয়াহ (৩) ৭০ পৃঃ ; মীযানে কুবরা— (১) ৬০ ও ৬১ পৃঃ।

ফাতাওয়ায় ছিরাজীয়া গ্রন্থে ইমাম ছাহেবের উক্তি উধৃত হইয়াছে যে, না বুঝিয়া সুজিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপেক্ষা বুঝিয়া সুজিয়া ভুল করিয়া ফেলা ভাল—(৪) ৪৮৩ পৃঃ।

لان يخطئ الرجل عن فهم خير من ان يصيبه من غير فهم!

সমস্যার সমাধান কল্পে হযরত ইমাম আবু-হানীফা যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন আমরা তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা ইমাম ছাহেবের উক্তিগুলি অনুধাবন করিতে সমর্থ, তাঁহারা অবশ্যই ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে, ইমাম ছাহেব স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে হাদীছপন্থী-গণেরই ইমাম ছিলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবা ও তাবেয়ী-ইমামগণ সমস্যার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন এবং যাহার বিস্তৃত বিবরণী আমরা এই নিবন্ধের গোড়ায় প্রদান করিয়াছি, ইমাম আবুহানীফা ছাহেবও সেই পথের— পথিক ছিলেন অর্থাৎ সমুদয় ব্যাপারে কোরআন এবং ছুন্নাহর নির্দেশকে অগ্রগণ্য করা এবং যে বিষয়ে কোরআন অথবা ছুন্নতে স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান নাই সে বিষয়ে উম্মতের ইজমা অথবা ইজতেহাদের আশ্রয় অবলম্বন করাই ইমাম ছাহেবের পরিগৃহীত সমাধান-পদ্ধতি ছিল। বরং হযরত ইমাম শাফেয়ীর বিপরীত ইমামে-আ'যম যয়ীফ ও মুর্ছল হাদীছ এবং ছাহাবা-গণের উক্তিও তাঁহার ব্যক্তিগত ইজতেহাদের অগ্রগণ্য করিতেন। কিন্তু ইমাম ছাহেবের জীবদ্দশায় মহামান্য ছাহাবাগণের তিরোভাব ঘটিয়াছিল এবং তদীয় শিষ্য তাবেয়ীগণ ইছলাম প্রচার ও জিহাদের তীব্র প্রের-

ণায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, আচরণ ও সম্মতিগুলি চয়ন, সঙ্কলন ও সুসম্পাদনের কাজ তখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ইমামে-আ'যমের সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে অবশিষ্ট অনুসরণীয় ইমাম-ত্রয়ের তুলনায় যদি ইজতেহাদের কিছু বাড়াবাড়ি ঘটিয়া থাকে তাহাহইলে উহা সঠিক ও স্বাভাবিকই হইয়াছে। বিশেষতঃ পদে পদে ইমাম ছাহেব যে ভাবে দলীল ও প্রমাণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কোরআন ও ছুন্নতের বিপরীত সিদ্ধান্ত সমূহ বর্জন করার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা লক্ষ করা সত্বেও ছুন্নতের সুসঙ্কলিত, সুসম্পাদিত ও সুনির্বাচিত গ্রন্থ সমূহের বিদ্যমানতাতেও যদি কেহ ছুন্নতের সুস্পষ্ট নির্দেশ সমূহকে অগ্রগণ্য করিয়া চলিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তার জন্য হযরত ইমামে-আ'যমকে দায়ী করা হইবে কেন? ইমাম ছাহেব সম্বন্ধে কতিপয় প্রথিতযশা মহাবিদ্বানের সাক্ষ্য উধৃত করিয়া এই অনুচ্ছেদের পরিসমাপ্তি করিব।

ইমামুল আয়েম্মাহ শাফেয়ী (রহঃ) বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমুদয় বিদ্বান ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার বংশধর—ইবনেখল্লাকান (২) ১৬৪ পৃঃ।

আহলেহাদীছগণের একচ্ছত্র ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলিয়াছেন, ইমাম আবুহানীফা বিদ্যাবত্তা, পরহেযগারী, পার্থিব নির্লিপ্ততা এবং পারলৌকিক কল্যাণের আগ্রহে যে আসন অধিকার করিয়াছেন, সে আসন অন্য কেহ অধিকার করিতে পারেন নাই। ইরাকের গভর্ণর ইবনেহুবয়রা বনি উমাইয়ার অন্যতম শেষ নরপতি মারওয়ান বিনে মোহাম্মদের যুগে ইমাম ছাহেবকে কুফার প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিল, দৈনিক দশটি করিয়া বেত্রাঘাত হযরত ইমামের পবিত্র পৃষ্ঠে করা হইত। এইভাবে একশত দশটি বেত্রাঘাত সহ্য করা সত্ত্বেও হযরত ইমামে আ'যম অনাচারী শাসনকর্তার অধীনে বিচারপতিত্বের পদ স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইমাম ছাহেবের এই অবস্থা যখন— আলোচনা করিতেন তখনই অশ্রুপাত করিতেন এবং ইমাম ছাহেবের জন্য দো'আ করিতেন। ইমাম ইবনে আবদুলবর মালেকী বলেন যে, সাবধান! তোমরা কেহ ইমাম আবুহানীফা সম্বন্ধে খারাব কথা উচ্চারণ করিওনা এবং যদি কেহ তাঁহার সম্বন্ধে কোন দোষের কথা বলে, খবরদার তাহা বিশ্বাস করিওনা! আল্লাহর শপথ, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরহেযগার ও ফকীহ অত্যন্ত দুর্লভ—রদ্দুল মুহ্‌তার (১) ৩৮, ৪৩ ও ৪৫ পৃঃ।

ইমাম ছাহেব ১৫০ হিজরীতে শবেবরাতের নিশীথে বাগদাদের কারাগারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, রহমতুল্লাহে আলায়হে ওয়া রাযিয়া আন্‌হো!

দারুলহিজরতের ইমাম মালিক বিনে আনছ (রহঃ)

فخر الائمة مالك !
نعم الامام مالك !
مولده نجم هدى
وفاته فاز مالك ! *

মালিক বিনে আনছ বিনে মালিক বিনে আবি আমির বিনে আমির বিনে আম্‌র বিন্নুল হারিছ বিনে গয়মান বিনে খুছয়ল বিনে আমর বিন্নুল হারিছ বিনে হাবুছ। ইমামের বংশের আদি পুরুষ হারিছ বিনে হাবুছ ইয়ামনের হেময়রী —— গোত্রের দলপতি ছিলেন। হেময়র বিনে সিবার অন্যতম শাখা আছবাহ গোত্রে জন্মলাভ করিয়াছি-

* ইমামকুল গৌরব মালিক! উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক মালিক! হিদায়তের নক্ষত্রে তাঁহার জন্মসন নিহিত আছে, "আর সাফল্যমণ্ডিত মালিক" তাঁহার ওফাতের তারীখ!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেন বলিয়া ইমাম মালিক আছবাহীরূপে আখ্যাত হইয়াছেন। আবদুল্লাহ বিনে মছঅব বলেন যে, মালিক বিনে আবি আমির ইয়ামনের শাসনকর্তাদের হস্তে নিপীড়িত হইয়া মদীনায় আগমন করেন এবং তৈমেম বিনে মুর্রা গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সহিত সখ্যতা ও চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ হন—ইন্‌তিকা ১২ পৃঃ। কিন্তু কেহ কেহ একথাও লিখিয়াছেন যে, মালিক বিনে আবি আমিরের পিতা আবু আমির বিনে আমির দ্বিতীয় হিজরীতে হিজরত করিয়া ইয়ামন হইতে মদীনায় পদার্পণ করেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হস্তে দীক্ষিত হন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধ ছাড়া হযরত আবু আমির রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত সমস্ত জিহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। —মুছফ্‌ফা, ৩পৃঃ। ইমামের পিতামহ মালিক বিনে আবি আমিরকেও আমাদের প্রদত্ত পূর্ববর্ণনা সূত্রে কেহ কেহ ছাহাবাগণের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উছমানগনীর সময়ে মালিক বিনে আবি আমির স্থায়ীভাবে মদীনায় বসবাস আরম্ভ করিয়া দেন। হযরত উছমানের শাহাদতের পর তাঁহার কাফন-দাফনের সঙ্কটপূর্ণ দায়িত্ব এই মালিক বিনে আবি আমিরও গ্রহণ করিয়াছিলেন — তাবারী।

ইমাম মালিকের পিতা আনছ বিনে মালিক তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

ইমাম মালিক সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি দুই তিন বৎসর যাবত মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ৯৩ হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ ইমাম মালিকের উছ্‌তাযগণের সংখ্যা নয়শতের অধিক নির্ণয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাবেয়ীগণের সংখ্যা ছিল তিনশত আর তাবে-তাবেয়ীগণ ছিলেন ছয়শত জন। আমরা নিম্নে ইমাম ছাহেবের বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের নাম উল্লেখ করিতেছি :— মোহাম্মদ বিনুল মুনকদির, নাফে' মওলা আবদুল্লাহ বিনে উমর, আবুয্‌যুবয়র, আবুহাযিম, ইবনেশিহাব যুহরী, আবদুল্লাহ বিনে দীনার, কাছেম বিনে— মোহাম্মদ বিনে আবিবকর, হিশাম বিনে উর্‌ওয়া, রবীআতুররায়, উর্‌ওয়া বিনুয্‌যুবয়র, উবায়দুল্লাহ বিনে উৎবা বিনে মছ্‌উদ, ছালিম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমর, আমের বিনে আবদুল্লাহ, জা'ফর ছাদিক, নাফে বিনে মালেক, খারেজা বিনে যয়েদ, ছঈদ বিনুল মুছাইয়েব, ছুলায়মান বিনে ইয়াছার প্রভৃতি।

ইয়াহ্‌য়া বিনে ছঈদ বলিয়াছেন, ইমাম মালেক হাদীছ শাস্ত্রের অধিসম্বাদিত ইমাম—বুখারীর — তারীখে ছগীর, ২০৩ পৃঃ। ইমামের সহযোগী আবদুর্‌রহমান বিনে মহদী বলেন, আজ পৃথিবীর বুকে ইমাম মালেক অপেক্ষা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের রক্ষক আর কেহ জীবিত নাই—আল ইন্‌তিকা, ৩ পৃঃ; শাহ ওলিউল্লাহর মুছাফ্‌ফা ৩পৃঃ। ইয়াহ্‌য়া বিনে ছঈদুল কাত্তানের সাক্ষ্য এই যে, ইমাম— মালেক হাদীছ শাস্ত্রের আমীরুল মুমেনীন—মুছ্‌ফ্‌ফা, ৫ পৃঃ। ওয়াহাব বলিয়াছেন, মালেক আহলেহাদীছগণের ইমাম—যহবীর তযকিরাতুল হুফ্‌ফায (১) ১৯৫ পৃঃ। ইমাম মুছ্‌লেম বলিয়াছেন, মালেক — আহলেহাদীছগণের ইমাম ছিলেন,— ছহীহ মুছলিম (১) ৫ পৃঃ। উছতায আবদুল কাহের বাগ্দাদী লিখিয়াছেন, ইমাম মালেক স্বীয় যুগে আহলেহাদীছগণের ইমাম ছিলেন—উছুলুদ্দীন (১) ২৬৩ পৃঃ। — ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মালেক উজ্জ্বল নক্ষত্র—আল ইন্‌তিকা, ১৯ পৃঃ। ছুফয়ান ছওরী বলেন, মালেক বিনে আনছের সমকক্ষতায় আমরা কি? —মুছাফ্‌ফা ৪ পৃঃ। ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান শিষ্য মোহাম্মদ বিনুল হাছান শয়বানী বলেন, আমি ইমাম মালেকের নিকট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ন্যূনাধিক তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বাচনিক ৭ শতের অধিক হাদীছ শ্রবণ করিয়াছিলাম—আল ইন্‌তিকা, ২৫ পৃঃ। বুখারী সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইমাম মালেক বিনে আনছ, কুনিয়ৎ — আবু আবদুল্লাহ অবিসম্বাদিত ইমাম ছিলেন— তয্‌কিরা। আশহব বিনে আবদুল আযীয বলেন, পুত্র পিতার সম্মুখে যেভাবে অবস্থান করে, আমি ইমাম আবুহানীফা কে সেই ভ বে ইমাম মালেকের সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। হাফেয যহবী ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে ইমাম আবুহানীফার সৌজন্য, বিনয় ও শিষ্টাচারই প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ তিনি ইমাম মালেক অপেক্ষা তের বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন।

ইমাম নছয়ী ইমাম মালেক সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, — আল্লাহর রছুলের (দঃ) বিদ্যার বিশ্বস্ত প্রহরী হইতেছেন হাজ্‌জাজের পুত্র শো'বা,— আনছের পুত্র মালেক এবং ছঈদুল কত্‌তানের পুত্র ইয়াহ্‌য়া। আমার বিবেচনায় তাবেয়ীগণের পর মালেক বিনে আনছ অপেক্ষা মহাপণ্ডিত এবং হাদীছশাস্ত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য আর কেহ নাই—ইয়াফেয়ী (১), ৩৭৫ পৃঃ।

امناء الله عز و جل على
علم رسوله عليه الصلاة و
السلام شعبة بن الحجاج
و مالك بن انس
ويحيى بن سعيد القطان -
وما احد عندى بعد
التابعين انبل من مالك
بن انس ولا احد آمن
على الحديث منه -

ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল বলেন, মালেক বিনে আনছ ছুফ্‌য়ান ছওরী অপেক্ষা অধিক অনুসরণ যোগ্য এবং— যুহ্‌রী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে ইব্‌নেউআয়্‌না অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর —ইন্‌তিকা, ৩০ পৃঃ।

مالك بن انس اتبع
من سفيان واحسن
حديثا عن الزهرى
من ابن عيينة -

হুজ্‌জাতুলইছ্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ ইমাম মালেকের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ বর্ণনার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইমাম মালেকের বিশ্ববরেণ্য হাদীছ গ্রন্থ "মুওয়াত্তার ভাষ্য "মুছাফ্‌ফার" ভূমিকায় লিখিতেছেন ঃ—ইমাম মালেক দীর্ঘাকৃতি, বৃহৎমস্তকধারী, মস্তকের তালুতে টাক-যুক্ত, অত্যন্ত শুভ্রকান্তি, রক্তিমাভ পরম রূপবাণ ছিলেন। মস্তক ও দাড়ির কেশ-শুভ্র ছিল। হাদীছশাস্ত্র প্রায় সমস্তটাই মদীনাশরীফের বিদ্বানগণের নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিদ্যা তাঁহাদের নিকট হইতে হাতে হাতে গ্রহণ করেন। গোড়ায় ফিক্‌হ ও ফত্‌ওয়া হয্‌রত উমর ফারূকের উপর নির্ভর করিত, তিনিই এই তছ্‌বীহের শীর্ষমণি ছিলেন, তাঁহার তিরোভাবের পর এই দায়িত্ব ফকীহ-ছাহাবাগণ যথা ইব্‌নেউমর, জননী আয়েশা, ইব্‌নেআব্বাছ, আবুহোরায়রা, আনছ ও জাবির (রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুম) প্রভৃতির উপর ন্যস্ত হয় এবং তাঁহারাই এই চক্রের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হন। তাঁহাদের তিরোধানের পর এই কার্যভার তা. য়ীগণের ফকীহ-সপ্তকের উপর পতিত হয়, যথা ছঈদ বিনুল মুছাইয়েব, উর্‌ওয়া বিনুয্‌যুবায়র, ছালেম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমর, কাছেম বিনে মোহাম্মদ বিনে আবিবক্‌র ছিদ্দীক এবং অতঃপর যুহ্‌রী, ইয়াহ্‌য়া বিনে ছঈদ আন্‌ছারী, যয়েদ বিনে-আছ্‌লম, রবীআতুর রায়, ইবুনুয্‌যনাদ ও নাফেঅ্‌ প্রভৃতি। ইঁহাদের মহাপ্রস্থানের পর ইঁহাদের সকলের বিদ্যার উত্তরাধিকারী হন ইমাম মালেক। তিনি ইঁহাদের সকলের হাদীছ ও ফত্‌ওয়া সুসংকলিত করেন। এতদিন পর্যন্ত যাহা উছ্‌তাযদের ছীনা হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছাত্রদের ছীনায় স্থানান্তরিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এক্ষণে কাগজের উদরে সমর্পিত হইল, ইছ্‌লাম-জগতের সমস্ত নগর নগরীর বিদ্যার্থীগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইলেন, হাদীছের রেওয়ায়তের দিক দিয়া হউক কিংবা ফত্‌ওয়ার দিক দিয়া, সকল দিক দিয়াই তিনি আপন যুগের বিদ্বানগণের মুকুটমণি হইলেন এবং এরূপ প্রসিদ্ধি ও শ্রদ্ধা লাভ করিলেন যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার তুল্য দূরে থাক, তাঁহার কাছাকাছিও লাভ করিতে পারেন নাই—৫ ও ৬ পৃঃ।

মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী পুনশ্চ লিখিতেছেন,—মোটের উপর এই চারিজন ইমামের বিদ্যা ইছলাম-জগতকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল। শেষোক্ত দুইজন অর্থাৎ শাফেয়ী ও আহ্‌মদ ইমাম মালেকেরই শিষ্য এবং তাঁহার বিদ্যার আহরণকারী ছিলেন। এই চারিজনের মধ্যে শুধু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক তাবেয়ীগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা এমন ব্যক্তি যে, নেতৃস্থানীয় হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণ যথা ইমাম আহ্‌মদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুছ্‌লিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাছায়ী, ইমাম ইব্‌নেমাজা ও ইমাম দারমী স্বস্ব হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার বাচনিক—একটী হাদীছও রেওয়ায়ত করেন নাই এবং ইমাম আবু হানীফা দ্বারা হাদীছ রেওয়ায়ত করার রীতি প্রবর্তিত হয় নাই। অথচ দ্বিতীয় জন অর্থাৎ ইমাম মালেক এরূপ ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে হাদীছ তত্ত্ববিশারদগণ একমত হইয়াছেন যে, কোন হাদীছ ইমাম মালেকের রেওয়ায়ত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উহা বিশুদ্ধতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে—৬ ও ৭ পৃঃ। শাহ ছাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর মযহবের গোড়া এবং তাঁহার ইজ্‌তিহাদের ভিত্তি হইতেছে ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা। অবশ্য বিভিন্ন স্থানে ইমাম—শাফেয়ী উহার ত্রুটিও উদ্‌ঘাটিও করিয়াছেন এবং ইমাম মালেক কর্তৃক অগ্রগণ্য রেওয়াত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। মব্‌ছুৎ প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার শিষ্য ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাছান ব্যবহার শাস্ত্রের যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার পুঁজিও ইমাম মালেকের এই মুওয়াত্তা। অন্যথায়—তাঁহার "আছারে" ইমাম আবু হানীফার প্রমুখাৎ তিনি যে সকল রেওয়ায়ত উপস্থিত করিয়াছেন, ফেক্‌হ শাস্ত্রের সমুদয় মছআলার পক্ষে সেগুলি আদৌ যথেষ্ট নয়। ইমাম মোহাম্মদ স্বীয় মুওয়াত্তার ইমাম মালেকের রেওয়ায়তগুলির উল্লেখ প্রসংগে অনেক স্থানে বলিয়াছেন, আমার উক্তিও ইহাই এবং ইমাম আবু হানীফাও এই কথাই বলিতেন,—৭ পৃঃ। ইমাম মালেক শুধু একজন রাবী নাফে বা আবদুল্লাহ বিনে দীনারের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লা বিনে উমরের প্রমুখাৎ এবং ওয়াহাব বিনে কয়ছানের মাধ্যমে হযরত জাবেরের প্রমুখাৎ এবং শুধু দুইজন রাবী যথা যুহরী ও কাছেম বিনে মোহাম্মদের মাধ্যমে হযরত আয়েশার প্রমুখাৎ বহু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন অথচ ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালেক অপেক্ষা তের বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ছাহাবীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতে তাঁহার ছনদে অন্ততঃ তিন জন রাবীর মাধ্যমে হাদীছ রেওয়াত করিতে হইয়াছে। যথা কিতাবুল আছারে হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমরের রেওয়ায়তের জন্য হাম্মাদ—মুছা বিনে মুছলিম—মুজাহেদের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে—ছফরের নমায অধ্যায় দেখ।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء—

সমস্যার সমাধান কল্পে ইমাম মালেক যে—পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন, তাহা অত্যন্ত সুবিদিত,

www.ahlehadeethbd.org

তথাপি তাঁহার কয়েকটী প্রসিদ্ধতম উক্তি নিম্নে সংকলিত হইল।

শয়খুলইছলাম ইব্‌নেতয়মিয়াহ ইমাম — মালেকের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আমি একজন মানুষ মাত্র, কোন বিষয়ে আমার অভিমত যেমন সঠিক হইতে পারে, তেমনি ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়াও সম্ভবপর; অতএব তোমরা আমার উক্তি কোরআন ও ছুন্নাহর দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিবে। —ফতাওয়া (২) ৩৮৪ পৃঃ। আল্লামা ফাল্লানী অবিচ্ছিন্ন ছনদ সহকারে হাফেয ইব্‌নেহজর, ইমাম হোমায়দী, হাফেয — ইব্‌নে-আবদুলবর, ইমাম ইব্‌নুলমনযর প্রভৃতি — বিদ্বানগণের মাধ্যমে ইমাম মালেকের ছাত্র মঅন বিনে ঈছার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি একজন মানুষ মাত্র! আমারও ভুল-চুক হয় আর সঠিক অভিমতও আমি দিয়া থাকি। অতএব তোমরা সর্বদা আমার অভিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। আমার যে অভিমত কোরআন ও ছুন্নাহর অনুকূল পাইবে, তাহা গ্রহণ করিবে আর যে অভিমত কোরআন ও ছুন্নাহর প্রতিকূল দেখিবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। — আহ্‌মদ বিনে মবওয়ান মালেকীও স্বীয় ছনদে ইমামের উল্লিখিত উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।—ঈকাযুল হিমম, ১০২ পৃঃ। ইমাম শওকানীও হাফেয ইব্‌নে-আবদুল বর্‌রের মধ্যস্থতায় ইমামের উপরিউক্ত বাণী স্বীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। —কওলুল মুফীদ ১৭ পৃঃ। ইব্‌নে মদয়ন স্বীয় মনছকে মঅন বিনে ঈছার প্রমুখাৎ ইমাম মালেকের এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন এবং আজ্‌হুরী ও জোশী তাঁহাদের মুখ্‌তছর-খলীলের ভাষ্যে ইমামের এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। —কওলুল মুফীদ, ২৪ পৃঃ। ঈছা বিনে দীনার ইমামের ছাত্র ইব্‌নুল কাছেমের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, ইমাম মালেক বলিয়াছেন, কোন মানুষ যত বড় সম্মানিত হউননা কেন, তাঁহার প্রত্যেকটী কথা অনুসরণযোগ্য হইতে পারেনা, কারণ যাহারা কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করার পর তন্মধ্য হইতে যাহা উত্তম, কেবল তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, আল্লাহ কোরআনে শুধু তাহাদেরই প্রশংসা করিয়াছেন।—জামেয়ো বয়ানিল-ইল্‌ম, ১৭৩ পৃঃ; ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন (২) ৩০০ পৃঃ। শঅ্‌রাণী, শাহওলীউল্লাহ, আল্লামা মুঈন ও ছৈয়েদ রশীদ রিযা প্রভৃতি স্ব স্ব গ্রন্থে ইমাম মালেক সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তিনি প্রায়শঃ মদীনা তৈয়েবার মছ্‌জিদে বসিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) পাক রওযার দিকে অংগুলি সংকেত করিয়া বলিতেন যে, এই কবর যাঁহার, তিনি ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাঁহার উক্তি বাছাই করিয়া গৃহীত ও পরিত্যক্ত হইবেনা। —ইয়াওয়াকীৎ ওয়া জওয়াহের (২) ২৪৩ পৃঃ; হুজ্‌জাতুল্লাহেল বালেগা, ১৬০ পৃঃ; ইক্‌দুলজীদ, ৮০ পৃঃ; দিরাছাতুললবীব, ৮৫ পৃঃ; মুহাবিরাৎ ১০৬ পৃঃ।

ইব্‌নে আবদুলবর ইব্‌নে ওয়াহাবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ইমাম মালেক বলিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

يا عبد الله، ما علمته فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، واياك ان تتقلد للناس قلادة سوء –

— হে আবদুল্লাহ, তুমি যাহা অবগত আছ, তাহাই বল এবং উহার প্রমাণ প্রদান কর আর যে কথার প্রমাণ অবগত নও, সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিওনা। সাবধান! কোন বিদ্বানের ব্যক্তিগত অভিমতের অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া ফত্ওয়া দিওনা—বয়ানুলইল্ম, ১৯১ পৃঃ।

হাফিয আবুনঈম ইছ্ফেহানী স্বীয় ছনদ সহকারে ইমাম মালেক বিনে আনছের প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা সিদ্ধান্ত বাগীশদের— (আহলেরায়) সম্বন্ধে সাবধান থাকিও, কারণ তাহারা ছুন্নতের শত্রু—ইবনেহয্মের আলইহ্কাম (৬) — ৫৬ পৃঃ।

اياكم واصحاب الرأى فانهم اعداء السنن!

উছমান বিনে ছালেহ বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালেককে একটি মছ্আলা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বলিলেন রছুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। লোকটি বলিল আপনার — অভিমতও কি ইহাই? ইমাম ছাহেব বলিলেন, আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যাহারা — রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশের ব্যতিক্রম করে তাহারা যেন সাবধান হয়, কারণ তাহারা হয় — বিপদে পতিত হইবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড — তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে—ইহ্কাম (৬), ৫৬ পৃঃ।

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم –

ছহ্নুন ও হারিছ বিনে মিছকিন ইমামের ছাত্র ইবনুলকাছিমের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইমাম ছাহেব কোন জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রায়শঃ কোরআনের এই আয়তটি পাঠ করিতেন, আমরা শুধু ধারণাই করিয়া থাকি, আমরা নিঃ-সন্দেহবাদী নহি—ইহ্কাম (৬) ৫৬ পৃঃ; ইল্ম (২) ৩৩ পৃঃ; ই'লাম (১) ৮৭ পৃঃ।

ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين –

হারিছ বিনে মিছ্কিন ইমামের ছাত্র ইবনে-ওয়াহাবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক আমাকে বলিলেন: রছুলুল্লাহ (দঃ) মুছলিম-জাতির পথ প্রদর্শক এবং বিশ্ববাসীর অধিনায়ক ছিলেন অথচ তিনি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে— ঊর্ধ জগতের ওয়াহী প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তর প্রদান করিতেন না—ইহ্কাম (৬) ৫৭ পৃঃ; ই'লাম (১) ৩১২ পৃঃ।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشئ فلا يجيب حتى ياتيه الوحى من السماء -

আহমদ বিনে ছিনান আবদুর রহমান বিনে—মহ্দীর প্রমুখাৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমরা একদা ইমাম মালিকের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া ইমাম ছাহেবকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহর পিতা, আমি ছয় মাসের পথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার দেশবাসীরা আপনার নিকট একটি মছ্আলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইমাম ছাহেব বলিলেন তাহাহইলে জিজ্ঞাসা কর, তখন লোকটি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল! ইমাম — ছাহেব বলিলেন — আমার এ বিষয় ভাল জানাশুনা নাই। ইবনে মহ্দী বলিতেছেন—

فقال مالك بن انس: لا احسنها! قال ابن مهدى: فبهت الرجل كانه قد جاء الى من يعلم كل

(অবশিষ্টাংশ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সগীর এম, এ।

আবদুল্লাহ খাঁর শেষ পরিণাম

আবদুল্লাহ্ খাঁর ধৃত হইবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এর পর তাঁহার নিজের আত্মীয় স্বজন ও পরিজনদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করার জন্য এনায়েতুল্লাহ খাঁ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রেরিত হইলেন। সৈয়দ গোলাম আলী খাঁকে দিল্লীতে আবদুল্লাহ খাঁর ডেপুটী হিসাবে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল। তিনি এই পরাজয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্র যাহা কিছু স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য পাইলেন তাহা লইয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। আবদুল্লাহ্ খাঁর ১৩। ১৪ বৎসর বয়স্ক পালিত পুত্র সৈয়দ নাজাবৎ আলী খাঁ কিন্তু ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন।

এদিকে সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খাঁকে হায়দর কুলী খানের তত্ত্বাবধানে দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখা হয়। তথায় তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহারই করা হইত। তাঁহাকে উত্তম খাদ্য ও উত্তম পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা হইত। কিন্তু যতদিনই তিনি জীবিত থাকিতে লাগিলেন ততই মোগলেরা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। হঠাৎ ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তে কি হইবে কে বলিতে পারে! এই আশঙ্কা সদাই তাহাদের মনে উদিত হইতে লাগিল, সেইজন্য তাহারা সব সময় মোহাম্মদ শাহের চিত্তে এর জন্য ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করিত। এক সময় নাকি যোধপুরের রাজা অজিৎ সিংহ সৈয়দ সাহেবের মুক্তি সাপক্ষে তাঁহার আনুগত্য জ্ঞাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সময়ে সময়ে আরও বিভিন্ন জনরব ছড়ান হইত। অবশেষে আবদুল্লাহ্ খাঁকে হায়দর কুলী খানের তত্ত্বাবধান হইতে সরাইয়া শাহী হারেমের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে রাখা হয়। অবশ্য সেখানেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহারই করা হইত। এই ভাবে ২ বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু মোগলেরা সমান ভাবেই চক্রান্ত পাকাইতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের প্ররোচনায় সম্রাট আবদুল্লাহ্ খাঁর প্রতি বিষ প্রয়োগে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া এইভাবে সৈয়দ আবদুল্লাহ খাঁ ১লা মোহর্‌রম, ১১৩৫ হিজরী (১১ই অক্টোবর, ১৭২২ খৃঃ) প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সময় চান্দ্র মাস অনুযায়ী তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। মৃত্যুকালীন তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী পুরাতন দিল্লীর পাম্বা দরওয়াজার বাহিরে একটি প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানে তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী কেশরমাহী নাম্নী বাইজীর কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। এইরূপে এই খ্যাত নামা ব্যক্তির জীবন নাট্যের অবসান ঘটে।

সৈয়দ ভ্রাতাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ২।৪ কথা

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়-আবদুল্লাহ খাঁ ও হোসেন আলি খাঁ যে প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিভা মূলতঃ শৌর্য্য-বীর্য্য ও সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিবিদ ছিলেন না। রাজ্য গঠনে বা রাষ্ট্র পরিচালনার মত—উপযুক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা তাঁহাদের ছিল না। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনেই তাঁহারা রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার জন্য তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

উচ্চাশা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ও অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাঁহারা King Maker এর পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন আদর্শবাদের দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত বা প্রভান্বিত হন নাই বলিয়া তাঁহাদের এই লব্ধ ক্ষমতা সত্যিকার কল্যাণজনক বা গঠনমূলক কোন কার্য্যে তাঁহারা ব্যয়িত করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। দেশভক্তি, দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রিয়তা, মানবতা প্রভৃতির বালাই তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা ছিলেন তৎকালীন এই দেশীয় অধঃপতিত ও বিকৃতমনা আমীর-ওমারাহ, রইস-রাজাদের জলন্ত প্রতিনিধি। তাই ঐ শ্রেণীর লোকদের দোষগুলিই তাঁহাদের মধ্যে বেশী করিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সত্য বটে সম্রাট ফররোখশীয়রের রাজত্বকালে প্রথমতঃ আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বিবিধ কঠোর ও ফন্দিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া—সিংহাসনচ্যুত বন্দী ফররোখশীয়রকে নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা কোন ক্রমেই সমর্থন করা যাইতে পারেনা। বন্দী অবস্থায় তাঁহার প্রতি যে অন্যায় আচরণ অনুষ্ঠিত হয় তাহাও বিশেষভাবে নিন্দার্হ।

তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র যে নীতির দিক দিয়া খুব দোষনীয় ছিল তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভোগ লালসায় তাঁহার চিত্ত ছিল ভরপুর। তিনি তাঁহার ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন দেশের সুন্দরী নারীকুল দ্বারা তাঁহার হারেমকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে যে, এই দোষে তৎকালে সমস্ত আমীর ওমারাই কমবেশী জড়িত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ইহা হইতে বিমুক্ত হইবেন এত বড় আশা করা সমীচিন নহে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই বিষয়ে আবদুল্লাহ খাঁ অন্যান্যকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। রফিউদ্দরজাতের রাজত্বকালে তিনি শাহী হেরেম হইতেও ২। ৩ জন অতিব সুন্দরী নারীকে লইয়া আসিয়া স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এমন কি তৎকালীন অন্যতম ঐতিহাসিক খুশহাল চাঁদ ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সম্রাট পত্নী এনায়েতবানুর প্রতিও তিনি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তৎকালীন আমীর ওমারাদের অন্যতম নৈতিক দোষ মদ্যপানভ্যাস হইতেও তিনি বিমুক্ত ছিলেন না। শুনা যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকারলাভের আশায় শাহী ফরমান লাভের জন্য চেষ্টা করিবার কালে উজীর আবদুল্লাহ খাঁকে শিরাজী মদ্য ও ইয়োরোপীয় ব্র্যাণ্ডি উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

তৎকালীন ও বর্ত্তমান রাজনীতির অন্যতম কলঙ্ক উৎকোচগ্রহণ হইতেও সৈয়দ ভ্রাতাগণ মুক্ত ছিলেন না। এ ব্যাপারে উজীর আবদুল্লাহ খাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন রাজা রতনচাঁদ বাণিয়া। তাঁহার অন্ধ পৃষ্ঠপোষকতালাভের জন্য রতনচাঁদ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গোরা রাজকোষের বহু অর্থ কুক্ষিগত ও আত্মসাৎ করিয়াছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন আলী খাঁ—প্রথমতঃ এই উপায়ে অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পর মুহকমসিংহ ক্ষত্রি ও অন্যান্যেরা ক্রমশঃ এই অন্যায় কার্য্যে তাঁহার সমর্থনলাভে সমর্থ হয়।

রাষ্ট্রের তৎকালীন সর্বাপেক্ষা বড় আপদ ও অনিষ্টের কারণ জাঠ দস্যুদলের সর্দ্দার চূড়ামণ জাঠের দমনের ব্যাপারে আবদুল্লাহ খাঁ যেরূপ দ্বিমুখী পলিসী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে।

সৈয়দ ভ্রাতারা যে রাজনৈতিক পণ্ডিত বা

www.ahlehadeethbd.org

রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মূলতঃ উজীরী কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে আবদুল্লা খাঁ রাজা রতনচাঁদ বাণিয়ার উপরই অধিক নির্ভরশীল ছিলেন। রাজা রতনচাঁদ প্রথমে দেওয়ানী বা রাজস্ব বিভাগেই কর্ম্ম করিতেন। কাজে-কাজেই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রথমতঃ ঐ বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি অন্যান্য বিভাগেও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। এই সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কাজির পদে নিযুক্ত করার জন্য রতনচাঁদ আবদুল্লাহ খাঁর সমীপে জনৈক ব্যক্তিকে হাজির করেন। আবদুল্লাহ খাঁ ইহাতে মৃদুহাস্য—সহকারে পার্শ্ববর্ত্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—"রতনচাঁদ আজকাল কাজীও মনোনয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তি তখন উত্তরে বলিয়াছিলেন—"পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু রতন চাঁদের আকাঙ্খিত বস্তু ছিল, তাহাত তিনি পাইয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে কেন পরজগতের লভ্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি দিবেন না?" অন্য একদিন ফখরউদ্দিন খান বিন শেখ আবদুল আজিজ আবদুল্লাহ খাঁর নিকট এইরূপ মন্তব্য করেন—"হিমুর মত রতনচাঁদও আজকাল আপনার কৃপায় মহা গণ্যমান্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"

সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়ের, বিশেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ খাঁর উপর হিন্দুয়ানী প্রভাবও বিশেষ প্রবল ছিল। তিনি প্রকাশ্যে বসন্ত উৎসব ও হোলীতে যোগদান করিতেন এবং হোলী উপলক্ষে আবির ও রঙমাখা জল লইয়া ক্রীড়া করিতেন। ফররোখশীয়রের বিধবা রাজপুত পত্নীকে রাজান্তঃপুর হইতে বহির্গত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিধর্ম্মী স্বজনগণের হস্তে প্রদান করিয়া তিনি মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার অহেতুক হিন্দু প্রীতির অন্যতম নিদর্শন।

মারাঠাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-বিগ্রহকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছাড়া আর কি নামেই বা অভিহিত করা যায়! পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটেরা উহাকে ঐ চক্ষেই নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতারা এই রাষ্ট্রদ্রোহিদিগকে "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" এর সনদ প্রদান করাইয়া উহাদিগকে প্রকারান্তরে দাক্ষিণাত্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। রাষ্ট্রদ্রোহীদের প্রতি এবম্প্রকার ব্যবহার নিশ্চয় রাষ্ট্রীয় কুটনীতির পরিচায়ক নয়।

সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ আদেশ করিয়াছিলেন যে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একজনকে "নেমকহারাম" ও অন্য জনকে "হারামনেমক" বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন নিজামুলমুল্ক। শুধু তাই নয়, তিনি এই আদেশ পালনও করেন নাই। সৈয়দ-ভ্রাতারা চিরকালই নিজামুলমুল্কের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও, আবদুল্লাহ্ খাঁর—পতনের পর আবদুল্লাহ্ খাঁর প্রাণরক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বলেন যে, রাজস্ব আদায় ব্যাপারে যে দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণ এবং অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তার জন্য মূলতঃ রতনচাঁদই দায়ী, আবদুল্লাহ্ খাঁ নন।

তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে এই সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও ন্যায়ের অনুরোধে একথা বলিতেই হইবে যে, তাঁহাদের চরিত্র গুণশূন্য ছিল না। তাঁহারা দরিদ্রদের প্রতি সদয় ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা স্বভাবগত অত্যাচারী বা জালেম ছিলেন না। সাধারণ নগরবাসীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে নাই। তাঁহারা বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাদর করিতেন বলিয়াও জানা যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারহাদের বাসভূমিতে একটা সরাইখানা, একটা সেতু ও—সাধারণের উপকারার্থে অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যাদি

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কমিটী-অধিবেশন

এবং

জম্‌ঈয়তের উদ্যোগে

পাবনায় আজিমুশ্‌শান ইছ্‌লামী জল্‌ছা

বিগত ১০ই ডিসেম্বর মোতাবেক ২৪শে অগ্রহায়ণ পাবনা আহ্‌লেহাদীছ জামে মছজিদে নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটী সভা এবং পরবর্তী দিবস উক্ত মছজিদ প্রাঙ্গণে বিশেষ ধূমধাম ও জাঁকজমকের সহিত এক আজিমুশ্‌শান ইছলামী জলছার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীছের সুযোগ্য প্রেসিডেণ্ট **আলী জনাব হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব**। সভাদ্বয়ের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

কমিটীর অধিবেশন যে সব সদস্য যোগদান করেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ—

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ঃ

১। জনাব হযরত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী, প্রেসিডেণ্ট, ২। জনাব—মওলানা মওলাবখস নদভী, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, ৩। মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি, সেক্রেটারী, ৪। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী, এসিস্‌ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও মুবাল্লেগে অমুমি, ৫। মওলানা মোহাম্মদ যিল্লুর রহমান আনছারী, মুবাল্লেগ, ৬। হাজী শেইখ আফযল হুছাইন মুহাজের, ৭। মওলানা রামাযান আলী ছাহেব, ৮। মওলানা আবুল কাছেম রহমানী, ৯। আহমদ আলী মিঞা ক্যাশিয়ার, ছাহেবান।

জেনারেল কমিটীর সভ্য ও অন্যান্য সদস্য ঃ

যিলা খুলনা ঃ ১০। মওলানা আহমদ আলী, ১১। মওলানা আবদুর রউফ। যিলা ঢাকা ঃ ১২। মওলবী রইছুদ্দীন। যিলা ময়মনসিংহ ঃ ১৩। মওলানা মোহাম্মদ মোস্তাকীম, ১৪। মওলানা মুন্‌তাছের আহমদ রহমানী, ১৫। মওলবী নিযামুদ্দীন আহমদ, ১৬। মুন্‌শী আবদুল আযীয। যিলা রঙ্গপুর ঃ ১৭। মওলানা আবদুর রাযযাক, ১৮।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উজারত কালে দিল্লীর উপকণ্ঠ পতপারগঞ্জে একটি নহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে এ অঞ্চল বিধ্বস্ত হওয়ার পর এই নহর খনিত হয়। তৎকালীন কবি সৈয়দ আবদুল জলিল বিলগ্রামী এই উপলক্ষে উজিরের প্রশংসা করিয়া এক কবিতা রচনা করেন।

তৎকালীন ভারতীয় মুসলমান সমাজের সর্বস্তরে বিলাসিতা ও নীতিহীনতার যে অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহা রোধ করাত দূরের কথা, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলার মত শিক্ষাদীক্ষা বা মানসিক বল সৈয়দ ভ্রাতাদের ছিল না। বরং বলা যাইতে পারে, তৎকালীন সমাজ জীবনের উচ্চ স্তরের দোষ গুণগুলি তাঁহাদের চরিত্রে সুস্পষ্টভাবেই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। * —সমাপ্ত

* William Irvine কর্তৃক প্রণীত ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত "Later Mughals" নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাজী আনিছুদ্দীন, ১৯। তোফায়লুদ্দীন আহমদ, ২০। হাজী মুফিজুদ্দীন, ২১। মোহাম্মদ আবদুল খালেক, ২২। ডাঃ আবদুল কুদ্দুছ, ২৩। মওলবী ছেরাজুল হক, ২৪। মওলবী আবদুল লতীফ, ২৫। মওলবী রহিম বখ্‌শ, ২৬। মোঃ নযলুর রহমান, যিলা দিনাজপুর ঃ ২৭। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছালেককুড়ী, যিলা বগুড়া ঃ ২৮। মওলানা মোহাঃ ছাআদ ওয়াক্কাছ রহমানী। যিলা রাজসাহী ঃ ২৯। পীর ছাহেব মওলবী আহমদ আলী, ৩০। মওলবী আতিকুল্লাহ, ৩১। মওলবী মনছুরুর রহমান, ৩২। মওলবী আবদুল কাইয়ুম বি, এ। পাবনা ঃ ৩৩। মওলানা আবদুর রশীদ, ৩৪। হাজী মকছেদ আলী, ৩৫। আলহজ শেইখ আবদুছ ছুবহান, ৩৬। মওলবী আবদুল করিম ছাহেবান।

সোকাল অর্গানাইজিং কমিটীর সদস্য ঃ

৩৬। হাজী শেইখ'ছুলায়মান, ৩৭। হামেদ আলী সর্দার, ৩৮। হাজী আবুবকর, ৩৯। হাজী আযমত আলী, ৪০। ইউছুফ মালিথা, ৪১। হাজী আবু সিদ্দীক, ৪২। ডাঃ মকবুল হুছাইন, ৪৩। তোরাব আলী সর্দার, ৪৪। আক্কেল আলী প্রামাণিক, ৪৫। জছিমুদ্দীন মুছল্লী, ৪৬। ইছমাইল শেইখ, ৪৭। ছামেদ আলী মুছল্লী, ৪৮। মহছিন আলী মিঞা, ৪৯। আয়াতুল্লাহ মুছল্লী, ৫০। হাজী মুজিবর রহমান, ৫১। হাজী কিয়ামুদ্দীন, ৫২। হাজী আছিরুদ্দীন, ৫৩। মুন্‌শী আবদুল মিন্নত মোল্লা, ৫৪। মুনশী ইছমাইল মালিথা, ৫৫। আবদুর রহমান মালিথা এবং অন্যান্য ছাহেবান।

রাজসাহীর প্রবীণতম আলেম জনাব মওলানা মোহাম্মদ আব্বাছ আলী, মওলানা আবদুল আযীম আযিমুদ্দীন আয্‌হারী, মওলানা কুতুবুদ্দীন, খুলনার মওলানা মতীউর রহমান এবং ময়মনসিংহ হইতে মওলবী শেইখ মোহাম্মদ মযকুর ছাহেবান অসুস্থতা অথবা বিশেষ অপরিহার্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ এবং সভার সাফল্য কামনা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন।

জনাব মওলানা মুন্‌তাছের আহমদ রহমানী ছাহেব কর্তৃক সুললিত কণ্ঠে কোরআন মজীদ পাঠের পর জম্‌ঈয়তের স্থায়ী সভাপতি আলী জনাব হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌-কোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে বেলা ৪ ঘটিকায় সভার কার্য যথারীতি শুরু হয়।

জনাব সভাপতি ছাহেব সভার উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনার পর জম্‌ঈয়তের সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মওলানা ছাআদ ওয়াক্কাছ ছাহেব কর্তৃক উহা সমর্থিত হওয়ার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"যেহেতু পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পূর্বে 'নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ' নামে অত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল এবং যেহেতু বিভিন্ন কারণে এই নামের কোন বাস্তবতা ও সার্থকতা বর্তমানে বিদ্যমান নাই, সুতরাং নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের নাম পরিবর্তিত করিয়া অতঃপর এই প্রতিষ্ঠানকে 'পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ' রূপে অভিহিত করা হউক।"

অতঃপর সভাপতির আসন হইতে নিম্নলিখিত শোক-প্রস্তাব উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সাধারণ সমিতির এই সভা সৌদী আরবের সম্রাট ছুলতান ইব্‌নে ছউদ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আল্লামা ছৈয়দ ছুলয়মান নদ্‌ভী ; ময়মনসিংহ টাংগাইলের প্রবীণ আলেমত্রয় যথা মওলানা আবদুছ্‌ছালাম

www.ahlehadeethbd.org

(দরানীপাড়া), মওলানা ছয়ফুল ইছলাম (কাঞ্চনপুর) মওলানা জছীমুদ্দীন আবদুল হাই (ভাদুরীর চর); রংপুর গাইবান্ধার প্রাচীন আলেম মওলানা — খিযরুদ্দীন; রাজশাহী বালুবাজারের অধিবাসী জম্ঈয়তের অন্যতম কর্মী মওলবী ইশারতুল্লাহ ছাহেব; জামালপুর শরিষাবাড়ীর উদীয়মান নবীন যুবক আলেম মওলবী মোহাম্মদ উছ্মানগণি ছাহেবানের ইন্তিকালে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহাদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য দোআয় মগ্ফিরাৎ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।"

জনাব সভাপতি ছাহেব তৎপর প্রদেশের আইন সভার আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণপূর্বক উহাতে পূর্বপাক জম্ঈয়তে আহ্লেহাদীছের নীতি এবং ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সদস্যগণের মতামত আহ্বান করেন। বিভিন্ন সদস্য এ সম্বন্ধে আপনাপন মত প্রকাশের পর সভাপতি ছাহেবের অভিমত জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। জনাব সভাপতি ছাহেব একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবাকারে তাঁহার স্বরচিত "নির্বাচনী নীতি ও উহার ব্যাখ্যা" সর্বসমক্ষে পাঠ করিয়া শোনান। সকলের প্রাণের কথাই উহাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়ায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জাতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলেই সমস্বরে আনন্দের সহিত উহার প্রতি সমর্থন জানান এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব ও উহার ব্যাখ্যা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব মওলানা রামাযান আলী ছাহেব কর্তৃক উত্থাপিত এবং মওলানা মোঃ মওলা বখ্স নদভী ছাহেব কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আসন্ন নির্বাচনে লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টে ইছলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সংযুক্ত রাখিবেন বলিয়া যে কথা শোনা যাইতেছে তাহাতে পূর্বপাক জম্ঈয়তে আহলে হাদীছের এই সভা গভীরতম দুঃখ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। এই সভার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলকে ভোট যুদ্ধে হারাইবার মতলবে ইছলামের প্রকাশ্য শত্রুর সহিত এই ছোমঝোতা এবং তাহাদের প্রচারণার ক্ষেত্রপ্রস্তুতি ও কার্যাবলীর সম্প্রসারণের সুযোগদান পাকিস্তান ও ইছলামের ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সর্বনাশকর।"

বাদ মগরেব সভার কার্য পুনরায় শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভেই রঙ্গপুর গাইবান্ধার ডাঃ আবদুল কুদ্দুছ ছাহেব জম্ঈয়তের সভাপতি জনাব হযরত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের এল্মী যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উল্লেখ করিয়া আইন সভায় তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোকের প্রবেশের সার্থকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বিষয়টি তাঁহাকে বিবেচনা করিয়া দেখার অনুরোধ জানান। বিভিন্ন তরফ হইতে এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়, কিন্তু জনাব মওলানা ছাহেব বিনীতভাবে আরয করেন যে, বর্তমান যুগের মিথ্যা-শঠতা, আত্মপ্রশংসা, পর-নিন্দা এবং এছরাফ ও ভ্রাতৃ বিরোধরূপ পঞ্চউপাদানে গঠিত ভোটযুদ্ধের বৈতরণীতে তাঁহার ন্যায় একজন সংসার-নিরাসক্ত ফকিরকে পদক্ষেপ করার উপদেশকে তিনি প্রশংসা করিতে পারেন না। সমাজের সর্বস্তরে এবং দেশের সর্বপ্রান্তে সর্বব্যাপী নীতিহীনতা এবং গাইর-ইছলামী পরিবেশে মুষ্টিমেয় আলেমের আইন সভায় প্রবেশের দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে, ব্যক্তিগতভাবে এ আশা তিনি পোষণ করেন না। অ্যাসেমব্লীর বাহিরে অবস্থান করিয়া পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করিয়া যাওয়াই তিনি আলেমদের জন্য অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করেন। তবে

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যোগ্য, ত্যাগী এবং যাঁহাদিগকে ইছলামের আদর্শ ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করান হইবে, জম্‌ঈয়তের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে তাঁহারা অবশ্যই জম্‌ঈয়তের সমর্থন লাভ করিবেন। নির্বাচন সম্বন্ধে জনাব সভাপতি ছাহেবের উপরোক্ত মত জানার পর তাঁহাকে এই বিষয়ে পুনঃ পীড়াপীড়ি করার কার্য হইতে সদস্যগণ বিরত হন।

অতঃপর সভাপতি ছাহেব জম্‌ঈয়ৎ, প্রেস ও তর্জুমানুল হাদীছের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং তাঁহার দীর্ঘ অসুস্থতা, অর্থ আদায়ের অব্যবস্থা এবং লেখক ও কর্মীর অভাবজনিত অসুবিধার কারণে উদ্ভূত জম্‌ঈয়ত এবং উহার মুখপত্র তর্জুমানের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে সদস্যবৃন্দকে পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল করেন এবং উহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে এবং বাস্তব উপদেশ প্রদান করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রাত্র ৯ ঘটিকা পর্যন্ত সদস্যগণের মধ্যে আলোচনা চলার পর সভার কার্য স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তী দিবস বাদ ফজর তাঁহারা একটি ঘরোয়া বৈঠকে সমবেত হন। উভয় দিনের আলোচনায় সমস্যার সঠিক সমাধানের কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে না পারিলেও যে কোন উপায়ে জম্‌ঈয়ত ও উহার মুখপত্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকেই জমঈয়ৎ ও তর্জুমানের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

ইছলামী জল্‌ছা

গত বৎসরের আয়োজিত তবলীগে ইছলামের মহাসম্মেলন মরহুম হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে এবং জম্‌ঈয়ৎ-সভাপতি মহোদয়ের প্রাণান্তকর পীড়া ও দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে পূর্ণ এক বৎসর স্থগিত রাখিতে হয়। এই স্থগিত সভাটিকে পূর্ণ আয়োজন ও জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠানের জন্য কর্মীবৃন্দের মনে পূর্ব হইতেই আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছিল। ইহার উপর আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন পক্ষের ভোটযুদ্ধের তোড়জোড় ও হট্টগোলের মাঝে কোরআন ও হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের মুছলিম নাগরিকবৃন্দের ইছলামী কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য সভায় জম্‌ঈয়তের আহলে হাদীছের নিজস্ব স্বাধীন অভিমত সাধারণ্যে জ্ঞাপন এবং প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এই উভয়বিধ দায়িত্ব পালন এবং কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিগত ১১ই ডিসেম্বর মোতাবেক ২৫শে অগ্রহায়ণ পাবনা আহলে হাদীছ জামে মছজিদ প্রাঙ্গণে এক আজিমুশ্‌শান জল্‌ছার অধিবেশন হয়। প্রায় পক্ষ কাল পূর্ব হইতে প্যাণ্ডেল ও সুদৃশ্য গেট নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পাবনার চতুর্দিকস্থ ১৫।২০ মাইলের মধ্যবর্তী সমস্ত হাট ও জনপদ সমূহে ঢোলসহরত এবং লাউডস্পীকারে সভার তারিখ ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়। সভার পূর্বদিন সমস্ত দিবস এবং সভার দিন অর্ধদিবস মোটরে মাইক ফিট করিয়া পাবনা সহর ও উপকণ্ঠের সর্বত্র আকর্ষণীয় উপায়ে প্রচার চালান হয়। পোষ্টার ও প্ল্যাকার্ড সহরের সর্বত্র প্রকাশ্য স্থান সমূহে লাগাইয়া দেওয়া হয়। ফলে বিরুদ্ধ প্রপাগাণ্ডা সত্ত্বেও সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিফরম ক্যাপ ও ব্যাজ পরিহিত প্রায় চারিশত স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন দিক হইতে নারায়ে তকবীর এবং কোরআন ও হাদীছের শ্লোগান সহ মিছিল করিয়া সভায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফের নিয়ন্ত্রাধীনে সভার সেবা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। বিপুল জনতা ছাড়া সহরের উল্লেখযোগ্য সরকারী এবং বেসরকারী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং পূর্ব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্ব পাকিস্তান

ব্যবস্থাপক সভার আসন্ন নির্বাচন

এবং

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

নির্বাচনী নীতি ও উহার ব্যাখ্যা

ব্যবস্থাপক সভার আসন্ন নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পূর্বপাক-জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কোন্ নীতি ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, তাহার আলোচনা ও মীমাংসা কল্পে আহূত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩ মুতাবিক ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ তারীখে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সাধারণ সমিতির সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয় এবং ১১ই ডিসেম্বর মুতাবিক ২৫শে অগ্রহায়ণ জমঈয়তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পাবনায় বিরাট ইছলামী জলছায় জমঈয়ৎ-প্রেসিডেন্ট জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক বিঘোষিত ও ব্যাখ্যাকৃত হয়।

নির্বাচনী নীতি

যেহেতু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র জীবনে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত ও প্রদর্শিত এবং তদীয় স্থলাভিষিক্ত মহামান্য খুলাফায়-রাশেদীনের অনুবর্তিত ইছলামী জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যে প্রাণপাত করার জন্যই পৃথিবীর বুকে মুছলিম জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং যেহেতু জাহেলী অর্থাৎ ইছলাম বিরোধী জীবনদর্শন, দৃষ্টিভংগী ও মতবাদের সহিত ইছলামের আপোষ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই এবং যেহেতু পাক-ভারত উপমহাদেশের মুছলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে ইছলামী আদর্শের সমাজব্যবস্থা প্রতিফলিত করার জন্যই "আযাদ-পাকিস্তান-রাষ্ট্র" গঠিত হইয়াছে এবং যেহেতু ইছলাম ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল, ভাষাভাষী, সমাজ ও শ্রেণী সমূহের মধ্যে সাম্য, সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার অন্যকোন উপায় নাই এবং যেহেতু পাক গণপরিষদে যেসকল সংবিধান মূলনীতির অন্তরভুক্ত হইয়াছে, যথা—পাক-রাষ্ট্র তাহার সমুদয় পলিসি ও কার্যকলাপে উদ্দেশ্য-প্রস্তাবে বর্ণিত নীতি সমূহের অনুসরণ করিয়া চলিবে, সরকারীভাবে মুছলমানদিগকে

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

দিনের কমিটী সভায় উপস্থিত বিভিন্ন যিলার মাননীয় আলেমবৃন্দ জলছায় যোগদান করেন।

বেলা ৪ ঘটিকায় মওলানা মুন্‌তাছের আহমদ রহমানী কর্তৃক যথারীতি কোরআন পাঠের পর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আলী জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী—ছাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য শুরু হয়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক ভাষণের পর খুলনার প্রবীণ আলেম মওলানা আহমদ আলী ছাহেব এবং শরিষাবাড়ী আরাম নগর মাদ্রাছার সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মওলানা রামাযান আলী ছাহেব কোরআন ও হাদীছের সাহায্যে জ্ঞানগর্ভ ওয়াজ নছিহত করেন। বাদ মগরেব জনাব সভাপতি ছাহেব গাম্ভীর্য পূর্ণ পরিবেশে জ্ঞানগর্ভ আরবী খোৎবা প্রদানের পর তাঁহার—স্বরচিত এবং পূর্ব দিনের পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের কমিটী সভায় অনুমোদিত নির্বাচনী নীতি শ্রোতৃবর্গকে পড়িয়া শোনান এবং উহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রায় ২ ঘণ্টা মহামূল্যবান ও অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণের পর হাফেযুল হাদীছ জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাহেব শের্কের মহাপাতক সম্বন্ধে সুললিত কণ্ঠে ওয়াজ নছিহত করেন। অতঃপর সভাপতি ছাহেব কর্তৃক মোনাজাত অন্তে রাত্র ৯ ঘটিকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জলছার কার্য সমাপ্ত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাদের সামাজিক জীবন কোরআন ও ছুন্নত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ প্রদান করিবে; মদ্যপান, জুয়া ও বেশ্যা-বৃত্তির নিরোধ করিবে, প্রত্যেক মুছলমান নাগরিকের জন্য কোরআনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক—করিবে; ইছলামী আদর্শের নীতি নৈতিকতার মান সৃষ্টি করা হইবে, পাকিস্তানের যেসকল নাগরিক বেরোযগারী, পীড়া, দারিদ্র বা অপরাপর কারণে উপার্জন করিতে সক্ষম নয়, পাক-রাষ্ট্র জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাহাদের অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবার ব্যবস্থা—করিবে, মুষ্টিমেয় লোকের নিকট সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার রীতির বিরোধ করিবে, কোন দল বা ব্যক্তিকে শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ করিয়া অন্যায় ভাবে লাভবান হইতে দিবেনা, ইত্যাকার প্রতিশ্রুতিগুলি পাকিস্তানকে পূর্ণ-ইছলামী আদর্শের রাষ্ট্রে পরিণত না করা পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত এবং যেহেতু অর্থনীতি ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার মিআদ, বিনাবিচারে আটক ও কোর্টমার্শাল সংক্রান্ত আইন এবং শাসন ও বিচার বিভাগের অভিন্নতা প্রভৃতি বিষয়ের মূলনীতিগুলি অনৈছলামিক অথবা সদ্বুদ্ধির পরিপন্থী এবং যেহেতু পাকিস্তানে সরকারী প্রশ্রয়প্রাপ্ত ক্রমবর্ধমান সিকিউলারিজম্ (ধর্মহীনতা), অথবা অ্যান্টি-শরীআত অ্যাটিচুড (হাবভাব ও রুচী), ইছলামী নীতি নৈতিকতার অবমাননা, বিজাতীয় ও বহির্দেশীয় প্রভাব প্রতিপত্তির সংবৃদ্ধি, সরকারী কর্মচারীদের গায়ের-ইছলামী আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি এবং ডিক্টেটোরিয়াল আচরণ ও ভংগীমা, উচ্চ কর্মচারীদের সাম্রাজ্যবাদী আড়ম্বর ও জাঁকজমক এবং জনগণ হইতে তাঁহাদের দূরত্ব এবং দুর্নীতির প্রলয়ংকরী ছয়লাব পাকিস্তানকে ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং যেহেতু সরকারের বর্তমান বৈদেশিক নীতির বিফলতা এবং তাঁহাদের অক্ষমতাজনিত কাশ্মীর সমস্যার অসমাধান, বাণিজ্য নীতি ও পাট সমস্যার ব্যর্থতা জনগণের মনে নৈরাশ্য ও নাগরিক কর্তব্যে ঔদাসীন্য বাড়াইয়া চলিয়াছে এবং যেহেতু পাকিস্তানে প্রাদেশিকতা ও জাতি-ভেদ প্রভৃতি করাল ব্যাধিগুলি পুনরায় নানা আকারে মাথা খাড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে—সুতরাং এই রাষ্ট্রে অনতিবিলম্বে ইছলামকে পূর্ণভাবে কার্যতঃ বলবৎ করিতে না পারিলে পাকিস্তানের বিধ্বস্তি অনিবার্য—

অতএব পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সাধারণ সমিতির অত্র অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশিত মতবাদ এবং সমাজব্যবস্থায় যাঁহারা আস্থাসম্পন্ন এবং এই আস্থাকে যাঁহারা তাঁহাদের অতীত ও—বর্তমান কার্যকলাপদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন এইরূপ সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য প্রার্থীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেওয়া মুছলমানগণের জাতীয় কর্তব্য।

উল্লিখিত ধরণের লোকদিগকে অ্যাসেমব্লীতে প্রেরণ করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কোন প্রার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেননা অথবা যেসকল দল ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন, তন্মধ্যে কোন পার্টি ও প্রতিষ্ঠানকেই পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ সমর্থন করিবেননা। কোরআন ও ছুন্নতের মানদণ্ডে প্রমাণিত ইছলামকে যাঁহারা ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাদান করিতে বদ্ধপরিকর হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন এবং যাঁহারা স্বীয় কার্যকলাপদ্বারা তাঁহাদের সং-কল্পের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন, যাঁহাদের—বিরুদ্ধে স্বার্থসর্বস্বতা, সুবিধাবাদ, উৎকোচ, উৎপীড়ন, ইছলামের সহিত বিদ্রূপ ও বিদ্রোহ এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অথবা উহার সংহতির বিধ্বস্তি কল্পে শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র অথবা অনৈছলামিকতার

www.ahlehadeethbd.org

পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি অভিযোগ নাই, অথচ যাঁহারা সুশিক্ষিত এবং পার্লামেন্টারী কার্যকলাপের সহিত সক্রিয় সহযোগ করার উপযুক্ত, কলাগাছ বা লাইট-পোস্ট নহেন, এরূপ ব্যক্তি যে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন, অথবা স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হউন না কেন, দল ও পার্টি নির্বিশেষে পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছ তাঁহাদেরই জয়কামনা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকেই ভোট প্রদান করার পরামর্শ দিতেছেন।

উল্লিখিত নীতির ব্যাখ্যা

আসন্ন নির্বাচন দ্বন্দ্বে মুছলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, জম্‌ঈয়তে উলামা, খিলাফতে-রব্বানী দল, কৃষক ও শ্রমিক পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টি সম্ভবতঃ প্রতিনিধি দাঁড় করাইবেন। এই সকল দলের মধ্যে আকীদা ও নীতির দিক দিয়া কম্যুনিস্ট পার্টির সহিত ইছলামের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোন ছমঝোতাই চলিতে পারেনা, সুতরাং আল্লাহর তওহীদ ও হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) রিছালতের প্রতি আস্থা-সম্পন্নদের পক্ষে নিরীশ্বরবাদী দলের সমর্থন সম্ভবপর নয়। যে সমাজব্যবস্থা ও আর্থিক কর্মসূচির গোড়ায় ওয়াহী ও তন্‌যীলের প্রতি বিশ্বাস বিদ্যমান নাই, সেই ব্যবস্থা ও নীতিকে ইছলামের প্রতি বিশ্বাস-হন্তারাই শুধু সমর্থন করিতে পারে। একান্ত অশিক্ষিত ও অপরাধী মুছলমানও রছুলুল্লাহর (দঃ) নেতৃত্বে কদাচ সন্দিগ্ধ নয়।

কম্যুনিস্টরা যেরূপ সমানাধিকারের ভাঁওতা দিয়া শ্রেণী সংগ্রামের আগুন প্রজ্জ্বলিত এবং ব্যাপক অশান্তি ও ফাছাদ বিস্তৃত করিতে অভ্যস্ত, অথচ সাম্য ও সমানাধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণমুক্তির ছায়াও কোন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই, ঠিক সেইরূপ মুছ্‌লিমলীগ ও আওয়ামীলীগ প্রভৃতি দলেও এরূপ লোকের অভাব নাই, যাহারা ইছলামকে শুধু স্বার্থসিদ্ধির বাহন-রূপেই হামেশা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। প্রকৃত ইছলাম, যাহা আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) মনোনীত ও বিশ্লেষিত করিয়াছেন, আকীদা ও আমলের দিক দিয়া তাহার সহিত ইহাদের দূরবর্তী—সম্পর্কও নাই। ইহারা মনে প্রাণে নাস্তিক এবং পাকিস্তানকে লা-দিনী রাষ্ট্রে পরিণত অথবা অ্যাংলো-আমেরিকান অথবা রুষীয় সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদের কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়া নিজেদের গদ্‌দী প্রতিষ্ঠিত ও বহাল রাখিতে সচেষ্ট।

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছলাম আজিও সর্বদলীয় উলামার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই, পক্ষান্তরে যাঁহারা পূর্বে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সকল দল ও—মতের উলামার সমবায়ে শক্তিমান হওয়া এবং নিজেদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এককেন্দ্রিগ সংহতি প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে পৃথক ভাবে প্রতিনিধি মনোনীত করার কোন সার্থকতা নাই এবং অপরাপর রাজনৈতিক দলের পুচ্ছগ্রাহিতায় স্বীয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের—বিলুপ্তি ব্যতীত অন্য কোন লাভের সম্ভাবনা নাই।

কৃষক শ্রমিক পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টির নামান্তর কিনা, কার্যক্ষেত্রেই তাহা জানিতে পারা যাইবে, কিন্তু এই পার্টির নাম শুনিয়া মনে হয়, ইহার সহিত পাকিস্তানের মৌলিক ইছলামী আদর্শের কোন সম্পর্ক নাই। ইছলামের দৃষ্টিভংগীতে কৃষক ও মজুর কিংবা পৃথক পৃথক পেশাদারী গোত্র বা দলের অবকাশ নাই, ইছলাম তাহার অন্তরভুক্ত সমুদয় শ্রেণী ও দলের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছে, শ্রেণী বা দলীয় স্বার্থের জন্য সংগ্রাম—অথবা জাতিভেদের অবকাশ ইছলামী আদর্শে স্থান-লাভ করিতে পারেনা।

www.ahlehadeethbd.org

ফলকথা, বর্তমান রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে কোন একটিকেও নির্দিষ্টভাবে ও পার্টি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ সমর্থন করিবেনা এবং এই জম্‌ঈয়ত নিজেও কোন দল সৃষ্টি করিবেনা।"

কম্যুনিস্ট পার্টি নীতিগত ভাবেই ইছলামী ক্যাম্পের প্রতিপক্ষ বাহিনী, সুতরাং তাঁহাদের বিষয় পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের আলোচনা-বহির্ভূত। এই পার্টি ব্যতীত অন্যান্য দলগুলির অবস্থা যেমনই হউকনা কেন, এই সকল দলের অন্তরভুক্ত সকলেই এবং প্রত্যেকেই ইছ্‌লাম বিরোধী বা জন কল্যাণের শত্রু অথবা স্বার্থসর্বস্ব নহেন। একটি নির্দিষ্ট দলের মনোনীত সমস্ত প্রার্থীই যে ইছলামী আদর্শে আস্থাবান এবং ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্রের এবং জনমণ্ডলীর স্বার্থ ও কল্যাণকে উর্ধে স্থান দান করার যোগ্যতা রাখেন, পূর্বপাক-জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ যেমন একথা বিশ্বাস করেন না, তেমনি ইহাও স্বীকার করেন না যে, পার্টি বা দল বিশেষের সমুদয় প্রার্থীই জাতির শত্রু এবং ইছলামের দুশমন! পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন পার্টিতে এরূপ লোক বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া আছেন, যাঁহারা সুযোগ ও ক্ষমতার অধিকারী হইলে ইছলামী জীবনাদর্শের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা কল্পে সচেষ্ট হইবেন এবং আইনসভায় যদি ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য না হয়, তাহাহইলে তাঁহারা ইছ্‌লামের এবং রাষ্ট্র ও জন-কল্যাণের—বিরোধী প্রভাব হইতে পাক পার্লামেন্টকে মুক্ত রাখিতে পারিবেন। এই ধরণের প্রার্থীগণ স্বতন্ত্র ভাবেই হউক অথবা যে কোন পার্টির মনোনয়ন লাভ করিয়া দাঁড়ান না কেন, তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা এবং তাঁহাদিগকে ভোট দিয়া আইন সভায় প্রেরণ করা প্রত্যেক ইছ্‌লাম-পছন্দ ব্যক্তির ধর্মীয়, জাতীয় ও নাগরিক কর্তব্য।

বিগত ছয় বৎসর কালের ভিতর পূর্বপাক রাষ্ট্রের নাগরিক বৃন্দের রূহানী, আখ্‌লাকী, তমদ্দুনী, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, ইহা চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াও দল বা ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ হইয়া যদি যোগ্য এবং উপযুক্ত লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ভোট না দেওয়া হয়, তাহাহইলে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত পাকিস্তান যে শ্মশান অথবা সোভিয়েট বৃথারা ও ইছ্‌ফিহানে পরিণত হইবেনা, একথা কোন লীডার, শাসনকর্তা ও পীর দস্তগীরের বলার ক্ষমতা নাই।

আমরা ইছলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টে নিরীশ্বরবাদী গণতন্ত্রের আদর্শে বিভিন্ন দল ও পার্টির বৈধতা অস্বীকার করি। এই রীতিকে আমরা পাকিস্তানের সংহতি ও স্থায়িত্বের পক্ষে হানিকর মনে করি। পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের স্বতন্ত্রভাবে পার্লামেন্টারী দল দাঁড় না করাইবার ইহাও অন্যতম কারণ। ইছলামী পার্লামেন্টের সমুদয় সদস্যের উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়া আবশ্যক। যে প্রস্তাব উত্তম, জনহিতকর ও সাধু, সকলেরই তাহা সমর্থন করা উচিত এবং গর্হিত, অবৈধ ও ক্ষতিকর প্রস্তাব যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত হউক না কেন, সমস্ত সদস্যেরই তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা কর্তব্য। বর্তমান দলের নেতারা ইছ্‌লামী রুচী ও দৃষ্টিভংগীর সহিত নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেননা বলিয়াই শুধু ক্ষমতা লাভের লোভে এই সকল বহুরূপী দলের অভ্যুদয় ঘটাইতেছেন। পূর্ব পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ মযহবী ফির্কাবন্দীর ন্যায় রাজনৈতিক স্বার্থের এই সকল ফির্কাবন্দী কে অস্বীকার করিতেছে। ইছ্‌লাম ও কুফ্‌রের ফির্কাবন্দী ছাড়া অন্য সমুদয় ফির্কাবন্দীর পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রশ্রয় লাভ করা ভয়াবহ

www.ahlehadeethbd.org

ও সর্বনাশকর!

পাকিস্তানের অমুছলিম নাগরিকবৃন্দ দুরভিসন্ধি মূলক অপপ্রচার অথবা অজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া এবং প্রধানতঃ স্বয়ং মুছলমানদের দোষেই মানব মুকুট হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) প্রচারিত জীবনাদর্শ সম্পর্কে অহেতুকী আশংকার বশীভূত হইয়াছেন। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অতীত ও বর্তমান মুছ্লিম রাষ্ট্র-সমূহে সংখালঘু দল যে অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা উপভোগ করার সুযোগ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, অতীত ও বর্তমান অনৈছ্লামিক রাষ্ট্র সমূহের ইতিহাসে সংখালঘুদের প্রতি তাহার দশ-মাংশও সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচারের নযীর বিদ্য-মান নাই। নিরীশ্বরবাদী গণতন্ত্রে সংখাগুরু দলই সার্বভৌম পরমেশ্বরত্বের আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সংখাগুরুর অনাচার (Tyranny of-- majority) ইউরোপ আমেরিকা ও রাশিয়ার কোন স্থানেই সংখালঘুদিগকে শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন করার সুযোগ দেয় নাই। সংখাগুরুর অনাচার ও অবিচার হইতে একমাত্র ইছ্লামী শাসনপদ্ধতিই সংখালঘুদিগকে রক্ষা করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইছ্লামী সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও— আদর্শবাদের সংরক্ষণ কল্পেই দ্বিজাতীয় (Two nation theory) দৃষ্টিভংগী লইয়াই যে পাকিস্তানের দাবী উত্থিত এবং উহা অর্জিত হইয়াছিল, পাক রাষ্ট্রের সংখালঘুদের সে কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে মেজরিটির যবরদস্তিকে গণ-তন্ত্ররূপে আখ্যাত করা হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তান গণতন্ত্রে উহার নাগরিকদিগকে কি মাইনরিটির যবর-দস্তি সহিবার জন্য বাধ্য করা হইবে?

পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্র সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু সম্প্রতি যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে ইছলাম সম্বন্ধে তাঁহার নিদারুণ অজ্ঞতা ও বিতৃষ্ণা সূচিত হইয়াছে। এই সকল উক্তি দ্বারা তিনি স্বীয় দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং পাক-ভারতের ইপ্সিত সৌহার্দকে কলুষিত করিয়াছেন। যে সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার ভাণ করা সত্বেও ভারতে মুছল-মানদের সহস্র বার্ষিক কৃষ্টি, তমদ্দুন ও সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছে, আজ পর্যন্ত যে রাষ্ট্র হিন্দু ও শিখদের দ্বারা অধিকৃত ও কলুষিত মছজিদ-গুলি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে মুছলমানদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলনা, নরপিশাচদের হস্ত হইতে মযলুম মুছলিম মহিলাদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলনা, পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংগ কাশ্মীর ও জুনাগড় প্রভৃতি অঞ্চলকে শুধু পশুবলে যবরদখল করিয়া— রাখিয়াছে, পাকিস্তানকে মরুভূমিতে পরিণত করার জন্য পূর্বপাঞ্জাব ও কাশ্মীরের নদীগুলির স্রোত পর্যন্ত ঘুরাইবার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে দ্বিধা-বোধ করিতেছেনা, সেই রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর মুখে ইছলামের নিন্দাবাদ অতিশয় হাস্যকর মনে হয় না কি?

ঘরের ও বাহিরের সমুদয় ইছলাম বিদ্বেষীর একথা জানিয়া রাখা ভাল যে, পাকিস্তানে ইছলামী রাজ্যশাসন বিধি প্রবর্তিত ও পরিচালিত হওয়া বিধির বিধানে পরিণত হইয়াছে। এই বিধানকে রূপায়িত করার জন্যই পাকিস্তানের ইছলাম দরদী-দিগকে আমরা দলাদলি পরিহার করার আহ্বান জানাইতেছি—

وما علينا الا البلاغ وصلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين — *

* মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক বিরচিত।

www.ahlehadeethbd.org

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি

(৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

ইমাম ছাহেবের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসাকারী যেন হতভম্ব হইয়া— পড়িল! সে মনে— করিয়াছিল যে, এমন ব্যক্তির কাছে সে আগমন করিয়াছে যাহার অবিদিত কোন কিছুই থাকিতে পারে না। লোকটি তখন ইমাম ছাহেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহাহইলে আমি আমার দেশ-বাসীগণের কাছে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে কোন্ কথা বলিব? ইমাম বলিলেন, বলিও মালিকের এই বিষয়ে ভাল জানাশুনা নাই—ইল্‌ম—ইবনে আবদুলবর (২) ৫৩ পৃঃ।

شئ ! فقال : اى شئ اقول لاهل بلدى اذا رجعت اليهم ؟ قال مالك : تقول لهم : قال مالك : لا احسن !

ইমাম ইবনেজরীর তদীয় তহযীবুল আছার গ্রন্থে ইছহাক বিনে ইবরাহীমের প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং শরীঅতের বিধান নিঃশেষিত এবং — পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে শুধু রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ সমূহই অনুসরণ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। — কাহারও ব্যক্তিগত অভিমতের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত নয়। কারণ যদি— তুমি একবার কোন মানুষের অভিমত—

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الامر واستكمل، فانما ينبغى ان تتبع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الراى — فانه متى اتبع الراى جاء رجل آخر اقوى فى الراى منك فاتبعه — فانت كلما جاء رجل عليك اتبعته ارى هذا

অনুসরণ করিয়া চলা আরম্ভ কর, তাহাহইলে তোমার সহিত পরবর্তী কোন ব্যক্তির যখন সাক্ষাৎকার ঘটিবে আর তাঁহার অভিমত তুমি পূর্বপরিগৃহীত অভিমত অপেক্ষা দৃঢ়তর মনে করিবে তখন তোমাকে তাঁহারই অনুসরণ— করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পর পর যত লোকে-রই অবির্ভাব ঘটিবে, তাঁহাদের অভিমতের বলিষ্ঠতা দেখিয়া তুমি যদি এইভাবে তাঁহাদের মতের অনু-সরণ করিতে থাক তাহাহইলে বিষয়টির কখনও শেষ মীমাংসা ঘটিবেনা—ইল্‌ম (২), ১৪৪ পৃঃ ; ই'লাম (১), ৯০ পৃঃ।

لا يتم !

ইমাম করাফী স্বীয় মালেকী উছলে-ফিক্‌হের গ্রন্থে লিখিয়াছেন—ইজ্‌তি-হাদ ওয়াজিব এবং তক্‌লীদ (বিনা প্রমাণে কোন ব্যক্তির অভিমত মান্যকরা) বাতিল হওয়াই হইতেছে ইমাম মালেকের মযহব—শরহে তন্‌কীহুল ফছুল, ১৯৫ পৃঃ।

مذهب الامام مالك (رض) وجوب الاجتهاد وابطال التقليد —

ব্যবহারিক শাস্ত্র সম্পর্কীয় সমস্যা সমূহের সমা-ধান কল্পে দারুল-হিজরতের ইমাম হযরত মালিক বিনে আনছ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন আমরা এতক্ষণ ধরিয়া তাহা আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর ইছলামী আকীদার যে সকল মূলনীতি লইয়া আহলে-হাদীছগণের সহিত আশাএরা, মুর্জিয়া, জহমিয়া,— কদরীয়া ও রাফেযাদের মোটামুটি মতভেদ ঘটিয়াছে সেইসকল বিষয়ে ইমাম মালিকের অভিমত আমরা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

ইমাম মালিকের (রহঃ) আকীদা

হাফেয ইবনে আবদুলবর স্বীয় গ্রন্থে ইমামের

www.ahlehadeethbd.org

অন্যতম ছাত্র ইবনে ওয়াহাবের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, মালিক বিনে আনছ ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলেন, তিনি বলিলেন উক্তি ও আমলের নাম ঈমান। ইবনেওয়াহাব বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঈমানের কি হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে? তিনি বলিলেন, কোরআনের বিভিন্ন আয়তে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঈমান বর্ধিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ষোলমাস ধরিয়া ছাহাবাগণ বয়তুল-মকদছের দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িতেন অতঃপর তাঁহারা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং আল্লাহ বলিয়াছিলেন— এবং আল্লাহ তোমাদের ঈমান কিছুতেই নষ্ট করিবেন না। এই আয়তে ঈমানের তাৎপর্য হইতেছে বয়তুল মকদছের দিকে পঠিত নমায। ইমাম মালিক বলেন, মুর্জিয়ারা দাবী করিয়া থাকে যে, নমায ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমি তাহাদের দাবীর জওয়াবে এই আয়তটি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

وما كان الله ليضيع ايمانكم –

আবদুর রযযাক বিনে হুমাম বলেন যে, আমি ইবনে জুরয়জ, ছুফয়ান ছওরী, মঅমর বিনে রাশেদ, ছুফয়ান বিনে উআয়না এবং মালিক বিনে আনছকে বলিতে শুনিয়াছি, তাঁহারা সকলেই বলিতেন, ঈমান উক্তি ও আচরণকে বলে, উহা বর্ধিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইমাম মালিক ইহাও বলিতেন যে, কোরআন আল্লাহর কালাম, যে ব্যক্তি কোরআনকে সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকে, তাহাকে তওবা না করা পর্যন্ত কারারুদ্ধ ও বেত্রাঘাত করা উচিত।

ইমাম ছাহেব ইহাও বলিতেন যে, আল্লাহ উর্ধ-জগতে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার জ্ঞান সর্বত্র বিদ্যমান।

ইমাম মালিক জিজ্ঞাসিত হইলেন আহ্‌লে— ছুন্নতগণের নাম কি? তিনি বলিলেন আহলেছুন্নতগণের এমন কোন পদবী নাই যাহার দ্বারা তাঁহারা পরিচিত হইতে পারেন; তাঁহারা জহমী, কদরী বা রাফেযী নহেন।

ইমাম ছাহেব বলেন যে, যে ভূখণ্ডে আল্লাহর সত্য সনাতন বিধির অনুসরণ করা হয়না এবং— পূর্ববর্তীগণের (ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ) নিন্দাবাদ করা হয় তথায় বসবাসকরা উচিত নয়।

ইমাম ছাহেব জিজ্ঞাসিত হইলেন, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহকে কি দেখিতে পাওয়া যাইবে? তিনি বলিলেন হাঁ! আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন— সে দিবস কতক চেহারা সরস হইবে, তাঁহাদের প্রভুর দিকে অবলোকনকারী এবং আর এক দল সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন, কিছুতেই নয়, তাহারা সে দিবস তাহাদের প্রভুর সন্দর্শন হইতে ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ওলীদ বিনে মুছলিম বলেন যে, আমি আওযায়ী, ছুফয়ান ছওরী ও মালিক বিনে আনছকে আল্লাহর সন্দর্শন সম্পর্কিত হাদীছগুলির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা সকলেই সমবেতভাবে আমাকে জওয়াব দেন যে, যেরূপভাবে হাদীছগুলি বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ কর। —৩৭ পৃঃ।

وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة –

كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون !

আবদুল্লাহ বিনে নাফেঅ বলেন যে, ইমাম মালিক বলিয়াছেন, আল্লাহ আকাশে এবং তাঁহার জ্ঞান সর্বত্র। ইমাম ছাহেব ইহাও বলিয়াছেন, আল্লাহর আরশে— বিরাজমান থাকা স্বীকৃত কিন্তু কিভাবে বিরাজিত, তাহা অপরিজ্ঞাত এবং একথার উপর ঈমান স্থাপন করা

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب والسوال عنه بدعة –

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদ্‌আত, তয্‌কিরাতুল-হুফ্ফায (১), ১৯৫ পৃঃ।

ইমাম মালিক প্রায়শঃ যে কবিতাটি পাঠ—করিতেন, তাহার অবতারণা করিয়া ইমামের আকীদা সম্পর্কিত প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি :—

خير امور الدين ما كان سنة
وشر الامور المحدثات البدائع !

অর্থাৎ যাহা ছুন্নত তাহাই হইতেছে দ্বীনের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ এবং যেগুলি নবাবিষ্কৃত অভিনব, সেইগুলি হইতেছে সর্বাপেক্ষা বিগর্হিত কর্ম—ইন্‌তিকা, ৩৭ পৃঃ।

ইমাম ছাহেবের অগ্নিপরীক্ষা

সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবী বিদ্বানগণের ন্যায় ইমাম মালিককেও দুনিয়াপরস্ত শাসনকর্তাগণের —কোপানলে পতিত হইয়া ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করিতে হইয়াছিল এবং সত্যজীবী ও সত্য পরায়ণগণের ন্যায় রছুলুল্লাহর (দঃ) এই সুযোগ্য ওয়ারিছ সেই অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কি কারণে তিনি তদানীন্তন আব্বাছী শাসকগোষ্ঠির কোপানলে পতিত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইবনুলইমাদ ও ইবনুল জওযী প্রভৃতি ১৪৭ হিজরীর ঘটনা প্রসংগে বলিয়াছেন যে, যবরদস্তীর তালাক অসিদ্ধ বলিয়া অথবা যবরদস্তীর শপথ পণ্ড বলিয়া যে সকল হাদীছ রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, সেই হাদীছগুলি তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠির পশুবৃত্তির অন্তরায় হওয়ায় তাঁহারা ইমাম মালিককে এই সকল হাদীছ রেওয়ায়ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইমাম ছাহেব তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃকপাত না করিয়া প্রকাশ্যভাবে সেই সকল হাদীছ রেওয়ায়ত করিতেন। ফলে খলীফা আবুজা'ফর মনছুরের আদেশে ইমাম মালিক ধৃত হইয়া বাগ্দাদে নীত হন। কেহ কেহ বলেন, মুত্‌আ বা ঠিকা বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে ইমাম ছাহেব বলেন উহা হারাম। আব্বাছী শাসকরা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাহইলে আবদুল্লাহ্ বিনে আব্বাছের উক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলিতে চান? ইমাম ছাহেব জওয়াব দেন যে, এই মছ্‌আলায় অন্য বিদ্বানগণের উক্তি ইব্‌নেআব্বাছের তুলনায় কোরআনের সহিত অধিকতর সুসমঞ্জস। ইমাম ছাহেব মুত্‌আর হারাম হওয়ার ফত্‌ওয়া সনির্বন্ধ ভাবে বারবার যোরের সহিত উচ্চারণ করিতে থাকেন। তখন তাঁহাকে একটি উত্তেজিত পেটখারাব ষাঁড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বাগ্দাদ সহর প্রদক্ষিণ করান হয়। ষাঁড়ের মল ও ময়লা ইমাম ছাহেব তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডল হইতে মুছিতেন আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন,

يا اهل بغداد من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني انا مالك بن انس ! فعل بي ما ترون لاقول بجواز نكاح المتعة ولا اقول به —

হে বাগদাদের অধিবাসীবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে চিন, তাহারাতো চিনিয়াছই, কিন্তু যাহারা আমাকে চিননা, তাহারা আমার পরিচয় গ্রহণ কর, আমি আনছের পুত্র মালিক! আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তোমরা দেখিতেছ, আমি যাহাতে ঠিকা বিবাহ জায়েয হইবার ফত্‌ওয়া দেই তজ্জন্য আমার সংগে এই ব্যবহার করা হইতেছে কিন্তু আমি কিছুতেই এই কার্যকে জায়েয বলিবনা—শয্‌রাতুয্‌যহব (১), ২৯০; মনাকীবে আহমদ (ইবনেজওযী), ৩৪৩ পৃঃ। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা—বলিয়াছেন যে, হযরত ইমাম মালিক আব্বাছী খলীফাদের আনুগত্য স্বীকার করার শপথকে বাতিল মনে করিতেন এবং এই কথা তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করিতেন। মদীনার তদানীন্তন শাসনকর্তা জাফ'র বিনে ছুলয়মান ইহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ইমাম ছাহেবকে ধৃত করেন। তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাঁহার প্রসারিত হস্তে সত্তরটি কোড়ার আঘাত করা হয়, ইহার ফলে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

একটি হস্তের কব্জি সম্পূর্ণ রূপে খসিয়া যায়। ইব্‌রাহীম বিনে হাম্মাদ বলেন যে, আমি ইমাম ছাহেবের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলাম, তিনি যখন জা'ফরের দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন তিনি তাঁহার একটি হস্ত অপরহস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন—আলইন্‌তিকা ৪৩ পৃঃ।

ভোরের গান

—আতাউল হক্

হে প্রিয় রছুল, তোমার উম্মত
আমরা এ-দেশে করিছি বাস ;
তোমারে ছাড়িয়া আমরা হে প্রিয়,
গলায় পরেছি মরণ-ফাঁস !
নিজ ভুল বু'ঝে আঁখি-নীরে ভি'জে
ফিরিয়া চলেছি তোমারি দিক্ ;
প্রভাত-গগণে ফোটে তাই আলো,
গুল্‌বাগে তাই গাহিছে পিক্ !
শুন ওগো প্রিয়, শিকল ভাঙিয়া
আজাদ হয়েছে মুছলমান ;
বুকের শোণিতে রাঙিয়া ধরণী
এনেছে তাহারা পাকিস্‌তান !
চলিছে আজিকে তাহারা যতনে
সাজা'তে কুসুমে সাহারা-বুক ;
তৃষিত তাহারা বাজা'বে গো বাঁশী
দু'হাতে লুটিয়া সুরভিটুক !

www.ahlehadeethbd.org

এই সোনা-দেশে আমনে-আউষে
তব কামনার ফলিবে শীষ ;
এ-দেশের বায়ু আনিবে হে প্রিয়,
তোমার প্রাণের শুভ আশীষ !
যে-স্বরগ তুমি রচিতে বলিয়া
বিদায় নিয়েছ অমর দূত,
অযোগ্য লোকেরা কেউ তা' পারেনি,—
ছিঁড়িয়া ফেলেছে সোনার সূত !
আমরা গড়িব সে-স্বর্গ এখানে—
সাহারায় মোরা ফুটা'ব ফুল ;
দেখিও, হে প্রিয়, স্বরগ হইতে,
জগতে তাহার হ'বে না তুল্' !
বাজা, ওরে কবি, বাজা তোর বীণা,
বিলিয়ে দে ফুল আসব-নীর ;
ঘুমিয়ে-যাওয়া হিম রক্তধারা
জাগুক আজিকে তুলুক শির !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য

মুখোসের ভেতর

(অনুবাদ)

[আলেকজাণ্ডার ওরলোফ একুশ বছর পর্যন্ত রুশের বলশেভিক সরকারের খুব বড় আমলা ছিলেন। রুশের বিভীষিকা পূর্ণ গুপ্ত পুলিশ বিভাগের অর্থনৈতিক ডাইরেক্টর, বিচার বিভাগের প্রসিকিউটর আর গুপ্ত পুলিশের যে ডিভিসনটি ককেসিয়ার চারিধারে নিয়োজিত ছিল তিনি তার ব্রিগেডিয়ারও ছিলেন। ১৯৩৭ সালে যখন স্পেনে ঘরোয়া লড়াই শুরু হয় তখন স্ট্যালিন তাঁকে নিজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরূপে স্পেনে প্রেরণ করেছিলেন! ওরলোফ ১৯৩৮ সালে স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করেন আর গা ঢাকা দেন। আজও তিনি গা ঢাকা অবস্থায় রয়েছেন। স্ট্যালিনের ভূ-স্বর্গ রাজ্যে যেসব নামকরা ব্যক্তিত্বের কথা শোনা যায় ওরলোফ তাঁদের সকলকেই ব্যক্তিগত ভাবে জানেন। তাঁর এই লেখাটা মে মাসের ৩ ও ১৮ তারীখের আর জুন মাসের পয়লা তারীখের 'লাইফ' নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে। আমাদের দেশের যাঁরা মস্কোর দিকে মুখ করে নমায পড়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন, তাঁদের পক্ষে ওরলোফের প্রদত্ত বর্ণনাটি মোল্লাদের প্রচারিত বাজে কথার ঊর্ধে স্থান পাবে নিশ্চয়ই! তাছাড়া লীগ পন্থীরাই হন অথবা লীগ বিরোধী ফ্রন্টের ভক্ত দলই হন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চাকা আজ কোন্ মুখে ঘুরছে ওরলোফের কথায় তাঁরা মালুম করে নেবেন আশা করি]

(১)

স্ট্যালিন যখন ক্ষমতালাভ করলেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি ভাবলেন নিজেকে সুদৃঢ় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার কথা। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর কোন শুভাকাঙ্খীর যেমন পরওয়া করলেননা তেমনি তাঁর কোন শত্রুরও তিনি ধার ধারলেন না। যার সম্বন্ধেই তিনি বিন্দুমাত্র আশঙ্কা অনুভব করলেন তাকেই বে-দেরেগ তিনি খতম করে ফেল্‌লেন। এই জন্য স্ট্যালিন বুদ্ধিমান আর চালাক লোকদের আদৌ পছন্দ করতেননা।

১৯৩৪ সালের একটা ঘটনা— কেন্দ্রীয় রাজনীতি পরিষদের (Politi Bureau) জনৈক সভ্য কিরোফ আর দেশরক্ষা বিভাগের একজন বড়কর্তা সুবিখ্যাত — কম্যুনিস্ট ওয়ারশ্লোফের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়, কারণ খাদ্যের যে ভাণ্ডার লেনিনগ্রাডের ফৌজি ছাউনির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিরোফ তার সমস্তটাই ফ্যাক্টরী মজদুরদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। ওয়ারশ্লোফ মন্তব্য করেন যে, এই আচরণ দেখিয়ে কিরোফ সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করতে চেয়েছিলেন অথচ প্রকৃত পক্ষে কিরোফ ছিলেন বড়ই নিঃস্বার্থ আর খাঁটি লোক! তাঁর এই গুণের জন্যই তিনি মজদুরদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ওয়ারশ্লোফের কটাক্ষ বরদাশ্‌ত করতে না পেরে কিরোফ একটু রাগান্বিত ভাবে জওয়াব দেন যে, কেন্দ্রীয় রাজনীতি পরিষদ যদি মজদুরদের খাটাতে চান তা'হলে তাদের খোরাকের বন্দোবস্তও অবশ্যই করতে হবে। কিরোফ একথাও বললেন যে, আমার বিবেচনায় এখন রেশনের নিয়ম শেষ করে ফেলা কর্তব্য। কিরোফের এই মন্তব্য অনতিবিলম্বে স্ট্যালিনের গোচরীভূত করা হল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই কম্যুনিস্ট পার্টির এক অধিবেশনে রুশের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা সমবেত হলেন। কেন্দ্রীয় রাজনীতি পরিষদের— সদস্যের জন্য দু'মিনিট আর স্ট্যালিনের জন্য দশমিনিট ধরে তালি বাজাবার নিয়ম পরিষদে প্রচলিত আছে। কিন্তু কিরোফ যখন সভাঘরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর জন্য দু'মিনিটেরও অধিক সময় তালি বাজ্‌তে থাকল। কিরোফের প্রতি জনগণের এই প্রীতি স্ট্যালিনের— চোখে কাঁটা হয়ে বিঁধল। তিনি প্রথমে ওঁকে লেনিনগ্রাড থেকে বদলী করে মস্কোয় নিয়ে এলেন। তারপর কিরোফকে হত্যা করার জন্য যে রোমাঞ্চকর পদ্ধতি অবলম্বিত হল তা যেমন চমৎকার তেমনি—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভয়াবহ। কম্যুনিস্টদের আর একটি দলও ছিল, যাদের নাম ছিল মনশেভিক পার্টি, এরা বলশেভিকদের—প্রোগ্রামকে বিশ্বাস করতো না। এই দলের দু'জন ভূতপূর্ব নেতা যিনোফিফ ও কামিনীফকে এই হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করার অপূর্ব উপায় স্ট্যালিন অবলম্বন করলেন। যিনোফিফ লেনিনের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ তাঁর হাত দিয়ে সমাধা হয়েছিল। কামি-নীফ ট্রটস্কির ভগ্নিপতি আর লেলিনেরও প্রিয় সহচর ছিলেন। দুজনকেই ট্রটস্কির সঙ্গে গুপ্ত যোগা-যোগের মিথ্যা অভিযোগে বলশেভিক পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের প্রভাব ছিল ভয়ঙ্কর আর এই জন্যই স্ট্যালিন এই নেতাদুজনকেও নিঃশেষিত করার মতলব আঁট-ছিলেন।

এই কাজের জন্য গুপ্ত পুলিশের কর্তা—ইয়াগোডার ওপর নির্ভর করা হল। বলশেভিক পার্টি থেকে বিতাড়িত নিকোলাই নামক নবযুবককে এই কাজের জন্য পুলিশের বড়কর্তা বেছে বের করলেন। যে তদন্ত কমিশন ওকে পার্টি থেকে বিতাড়িত—করেছিল—নিকোলাই সেই কমিশনের কাছ থেকে প্রতিশোধ আদায় করবে বলে তার এক বন্ধুকে—একদিন গোপনে বলে ফেলেছিল। পুলিশের বড়কর্তা তার এক এজেন্টকে নিকোলাইয়ের পেছনে লেলিয়ে-দিল। এই এজেন্টটি ওর কাছে যাতায়াত করত, ওর বহিষ্কারের জন্য সহানুভূতি দেখাত আর কেন্দ্রীয় রাজনীতিপরিষদকে খুব গালাগাল দিত। নিকো-লাইয়ের ভিতর অনুকূল বাতাসের ফলে যখন—প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তখন তার হাতে একটি পিস্তল দেওয়া হল আর সেক্রেটারীয়েটের একটি কামরা এই বলে দেখিয়ে দেওয়া হল যে তার বহিষ্কারের প্রধান কারণ ছিল যে লোকটি, এই কামরাটি তারই। প্রকৃতপ্রস্তাবে দফতরটি ছিল কিরোফের। তিনি একটি মিটিং—থেকে ফিরে নিজের কামরায় প্রবেশ করছিলেন ঠিক সেই সময় নিকোলাই তাঁর বুকে গুলি মেরে দিল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে, তার শত্রুর পরিবর্তে সে তার প্রিয় নেতাকেই হত্যা করে—ফেলেছে, তখন সে একেবারেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

স্ট্যালিন যখন কিরোফের হত্যা সংবাদ পেলেন, তখন কিরোফের মৃতদেহকে চুম্বন দেওয়ার জন্য—স্বয়ং শুভাগমন করলেন। তারপর অপরাধীকে সম্মুখে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এমন একজন ভাল মানুষকে তুমি হত্যা করলে কেন? নিকোলাই উত্তর করল সে কিরোফকে নয় পার্টিকেই হত্যা করেছে।

স্ট্যালিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পিস্তল পেলে কোথায়? নির্বোধটি এ প্রশ্নের জওয়াবে—বেফাঁস বলে ফেলল, আমাকে নয়, যেপোরোকে জিজ্ঞাসা করুন। যেপোরো গুপ্ত পুলিশের সেই গুপ্ত দালালটার নাম, সেই নিকোলাইকে হত্যার—জন্য প্ররোচিত করেছিল। এই জওয়াব শুনে রাগের চোটে স্ট্যালিনের মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি—মোকদ্দমার ফাইলগুলো তুলে ইয়াগোডার মুখে ফেলে মারলেন, কারণ তারই দোষে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেছিল।

এরপর নিকোলাইয়ের মামলা রুদ্ধ-দ্বারের ভেতর চলল আর সেইখানেই তার মৃত্যুদণ্ডের সুব্যবস্থা হয়ে গেল।

(২)

স্ট্যালিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন যিনোফীফ ও কামিনিফকেও যেনতেন প্রকারেণ কিরোফের হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। তাই তদন্তের বেলায় ওঁরাও ধৃত হলেন। গুপ্ত পুলিশ তদন্তের আওতায় ওঁদের মুখ দিয়ে বের করাবার—

www.ahlehadeethbd.org

চেষ্টা করেছিল যে, কিরোফকে হত্যা করার রাজনৈতিক ও চারিত্রিক দায়িত্ব ওঁদের ওপরেই অর্শে। কিন্তু তাঁরা এ অভিযোগ স্বীকার করেননা। যখন তদন্তের প্রচলিত সমস্ত অস্ত্রগুলি ব্যবহার করেও তাঁদের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বের করা গেল না তখন তাড়াতাড়ি একটি বিল এই মর্মে পাশ করে ফেলা হল যে, বার বছরের অনধিক বয়সের ছেলেরাও যদি চুরি করে, তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত— দেওয়া চলবে। এই আইনের কথা শুনে রাজনৈতিক কয়েদীরা সকলেই প্রমাদ গুণলেন, তাঁরা বুঝলেন যে, এরপর তাঁদের সন্তানদেরও আর রক্ষা নেই! এই ভয়াবহ পরিস্থিতির দরুণ বহু নিরপরাধ ও নির্দোষ রাজবন্দী আকস্মিক ভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে যে সব— অভিযোগ গুপ্ত পুলিশ সাজিয়েছিল, সবই স্বীকার করে নিলেন।

গ্রন্থকার বলেন যে, বহির্জগতের পক্ষে আকস্মিক স্বীকারোক্তিগুলো নিশ্চয় খুব অদ্ভুত ঠেকবে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হয় সম্মোহিত নিদ্রার (Hypnosis) প্রভাবে পড়ে স্বীকারোক্তি করেছেন অথবা শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নাকরা অপরাধগুলো মেনে নিয়েছেন— কিম্বা এমন ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা একাজ করেছেন, যে ওষুধের ফলে তাঁদের ইচ্ছা শক্তি একেবারেই লোপ পেয়ে বসেছিল। *

যিনোফীফ ও কামিনিফ সবকিছু করার পরও যখন তাঁরা কিছুতেই স্বীকারোক্তি করলেন না তখন কয়েকজন রাজবন্দীর শরীরের ওপর অমানুষিক — অত্যাচার চালিয়ে তাদের সরকারী সাক্ষীতে পরিণত করা হল। তারা আদালতে দাঁড়িয়ে বলল যে, যিনোফীফ ও কামিনিফের ইঙ্গিতেই তারা বহুবার ট্রটস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। হলজম্যান নামক সাক্ষীটি বলল কোন সরকারী কাজে যখন সে — ১৯৩২ সালে বার্লিন গিয়েছিল তখন তার সঙ্গে ট্রটস্কির পুত্র সাক্ষাৎ করেছিলেন, আর তিনি তাহাকে কোপেন হেগেনে গিয়ে ট্রটস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। সাক্ষীটি বলল, আমরা— সিদ্ধান্ত করেছিলাম দু, তিন দিন পরেই আমরা কোপেনহেগেনে বৃস্টল নামক হোটেলে মিলিত হব। আমি কোপেনহেগেনে পৌছার সাথে সাথেই — সোজাসুজি বৃস্টল হোটেলে যাই আর ট্রটস্কির ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই সকাল বেলা দশটায় ট্রটস্কির সংগে সাক্ষাৎ করি।

ট্রটস্কির সংগে যোগাযোগ রাখার অপরাধে হলজম্যান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। কিন্তু তার হত্যার কয়েকদিন পরেই হল্যাণ্ডের একটি সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ঘোষণা করল যে, কোপেনহেগেনে বৃস্টল নামে কোন হোটেলই নেই। কাজেই বৃস্টল হোটেলে হলজম্যান আর ট্রটস্কির ছেলের মিলিত হবার উপাখ্যান কল্পনা মাত্র। ঐ নামে একটি হোটেল ছিল বটে, কিন্তু সেটা ১৯১৭ সালেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। এই সংবাদ পড়ে স্ট্যালিন একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে যান, আর চিৎকার করে বলেন যে, তোমরা হোটেলের জায়গায় হলজম্যানের কাছ থেকে রেলওয়ে স্টেশনের কথা আদায় করলে না কেন? স্টেশন তো গোড়াগুড়ি থেকেই বিদ্যমান ছিল! এর পর এই লজ্জাকর ভ্রান্তির জন্য স্ট্যালিন তদন্তের আদেশ দিলেন। তদন্তকমিটী

* সম্প্রতি উইলিয়ম ওট্স নামক জনৈক সংবাদদাতা চিকোশ্লাভেকিয়ায় তাঁর দু'বছরের কয়েদী জীবনের কাহিনী লিখেছেন। এই কাহিনী পড়লে জানা যায় যে, স্বীকারোক্তি গ্রহণ করার রীতি — সমুদয় কম্যুনিস্ট রাজ্যেই অভিন্ন। এই সংবাদদাতাকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমুতে না দিয়ে তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, কয়েদীরা অনেক সময় অত্যন্ত জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক অপরাধও নিজ মুখে স্বীকার করে থাকেন, আর তার কারণ হচ্ছে তিলে তিলে মৃত্যু থেকে বাঁচার এ ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকেনা। কম্যুনিস্ট পুলিশের তদন্তের প্রধান উদ্দেশ্য হয় কেমন করে অভিযুক্তদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বের করে নেবে। কয়েদীরা যদি পুলিশের মনোবাঞ্ছা পূরণ না করেন, তাহলে তাঁদের জেনে নিতে হবে যে, তাঁরা খতম হয়ে গেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

রিপোর্ট দিল যে, নরওয়ের একটি সহর ওসলো আর হল্যাণ্ডের একটি সহর কোপেনহেগেন এই দুই সহরের হোটেলগুলোর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু যে কর্মচারী এই তালিকাগুলো পাঠিয়েছিলেন, তিনি ভুল করে ওসলোর হোটেলের তালিকাগুলোর লেবেলে কোপেন হেগেনের নাম লিখে ফেলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বৃস্টল হোটেলটি ওসলো শহরেই ছিল, কাজেই মৃত্যু দণ্ডটা ভুল হয়নি।

এর পর জেল ও সাইবেরিয়া থেকে আরও তিন শতাধিক রাজবন্দী যোগাড় করা হল। আর গুপ্ত-পুলিশের ৪০ জন কর্মচারীকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র—বিভাগও গঠিত হল। এদের কাজ হল, রাজবন্দীদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে তাদের কাছ থেকে যিনোফীফ ও কামিনিফের বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করা। এই মহান কর্তব্য সম্পাদনের জন্ম এই বিভাগটিকে—সব রকম উপায় অবলম্বন করার ব্যাপক অনুমতি প্রদান করা হল। তবুও বহু কষ্টে পুলিশ এই দলের মধ্য থেকে মাত্র তিনটি সাক্ষী যোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিল।

যে আদালত তদন্ত করছিলেন তাঁরা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেতা দুজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিন্তু তাঁরা বলশেভিক সরকারের—বিশাল মেশিনারীর কাছে একদম নাচার ছিলেন। তদন্ত আদালতের একজন জজ ওরলোফের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেছেন যখন আমি কামিনিফ-কে হাজির করার হুকুম দিলাম তখন আমার মাথায় কতকগুলো প্রশ্নের নির্দিষ্ট নক্শা মওজুদ ছিল। কিন্তু গার্ডদের ভারী বুটের ধমক শোনার সাথে সাথেই আমি একেবারেই ঘাবরিয়ে গেলাম। হঠাৎ দুয়োর মুক্ত হল আর কামিনিফ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়া-লেন। তাঁকে দেখে খুব বুড়ো মনে হচ্ছিল। আমি স্বীকার করছি, আমার ভিতর তখন অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। আমার খুব স্মরণ আছে, আমি শৈশব-কালে এক জনসভায় কামিনিফ ও লেনিনের বক্তৃতা শুনেছিলাম। কামিনিফ যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তখন শ্রোতৃবৃন্দ উৎসাহের পুলকে অনেকক্ষণ ধরে তালি বাজিয়েছিল। সত্যই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, সেই কামিনিফ আজ আমার সম্মুখে কয়েদী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন।

গুপ্ত পুলিশের বড় কর্তা ইয়্যাগোডা যখন—যিনোফীফ ও কামিনিফের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারলনা তখন তাকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় একজন নূতন বড় কর্তা নিযুক্ত হল। তার নাম ছিল চবুটক। এই লোকটা স্ট্যালিনের নিজ হাতের তৈরী আর অত্যন্ত পাষণ্ড ও নির্দয় ছিল। সে কামিনিফের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করল যেন তিনি চোর চোট্টারও অধম! তাঁকে প্রকাশ্য-ভাবে গালি গালাজ করা হল কিন্তু তবুও তাঁকে অবনমিত করতে পারাগেলনা।

এক ঘরোয়া কন্ফারেন্সে গুপ্ত পুলিশের একজন বড় কর্মচারী স্টালিনকে বললেন, কামিনিফের—ওপর সব অস্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে। স্ট্যালিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মনে কর, সে অপরাধ স্বীকার করবেনা? কর্মচারিটি উত্তরে বললেন, কোন অস্ত্রই ওর ওপর খাটবেনা। হঠাৎ স্ট্যালিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রে যতগুলি ফ্যাক্টরী, কলকারখানা আর সৈন্যবাহিনী রয়েছে সেগুলোর ওজন কত? কর্মচারিটি স্ট্যালিনকে ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগলেন। কিন্তু স্ট্যালিন পুরোপুরি গাম্ভীর্যের সাথে তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, চুপ করে থাকলে চলবেনা! তখন কর্মচারিটি উত্তর দিলেন এ সমস্তের ওজন কে বলবে? লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন টনের ওপরেও হবে নিশ্চয়! স্ট্যালিন বললেন তাহ'লে কেমন করে

www.ahlehadeethbd.org

একজন মানুষ লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন টন ওজন সইবে?

কন্‌ফারেন্সের শেষে গুপ্ত পুলিশের সেই বড় কর্মচারীকে স্ট্যালিন পুনরায় ডাকলেন আর বললেন, কামিনিফকে বলবে যদি সে নিজে আদালতের— সম্মুখে স্বীকারোক্তি না করে তাহলে তার ছেলের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে!

ওধারে যিনোফীফকে নির্জন কারাকক্ষে পুরে তাঁর ওপর অবিরাম অত্যাচার চালান হচ্ছিল। তিনি ছিলেন হাঁপানীর রোগী। কাজেই তাঁকে এমন একটি কক্ষে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল যেটাকে— বিদ্যুতের কৌশলে উত্তপ্ত মরুভূমির মত গরম করে ফেলা যেত। যখনই তাঁকে স্ট্যালিন-সরকার কষ্ট দেবার অভিপ্রায় করতেন তখনই কামরার উত্তাপ বাড়িয়ে দেওয়া হত। এরফলে যিনোফীফের হাঁপানী বেড়ে গেলে আর তাঁর হৃৎপিণ্ডে স্থায়ীভাবে বেদনা শুরু হল। তিনি যখন জেল ডাক্তারের কাছে ওষুধ প্রার্থনা করলেন তখন তাঁকে এমন ওষুধ দেওয়া হল যাতে করে তাঁর হাঁপানী প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। কিন্তু এত করেও যখন তাঁকে অবনমিত করতে পারা গেলনা তখন অবশেষে একদিন গুপ্ত পুলিশের প্রধানতম কর্মচারী তাঁর কাছে স্ট্যালিনের এই সন্দেশ বহন করে আনলেন যে, তিনি যদি স্ট্যালিনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ স্বীকার করে নেন, তাহলে তাঁকে তাঁর সন্তানসন্ততিসহ ক্ষমা দেওয়া হবে। নতুবা ...নতুবা.....

সন্তানদের নাম শুনে যিনোফীফ শিহরিত হলেন আর শেষ পর্যন্ত মেনেও নিলেন। কিন্তু তিনি— একটি শর্ত উপস্থিত করলেন যে, স্ট্যালিন স্বয়ং যদি তাঁকে রক্ষা ও মুক্তিদান করার জন্য জামীন হন, তাহলে তিনি সব রকম অভিযোগই স্বীকার করে নিতে রাজী আছেন। এরপর ওঁকে আর কামিনিফকে স্ট্যালিনের সম্মুখে পেশ করা হল। একজন প্রত্যক্ষ-দর্শী বলেছেন, স্ট্যালিন ওঁদের প্রার্থনা এরূপ নির্মম ও রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, লেনিনের এই দু'জন সহকর্মী শিশুর ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না কাটি আরম্ভ করে দিলেন।

(৩)

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, এ পর্যন্ত আপনারা শুধু— মামলা তৈরীর বৃত্তান্তই পাঠ করলেন। এখন একবার আদালতের দৃশ্যটাও দেখুন। বিচারালয়ের কক্ষটি একটি ক্ষুদ্র হল-কামরা, মাত্র সাড়ে তিনশো মানুষ এই কামরায় বসতে পারেন। শ্রোতারা সবই গুপ্ত— পুলিশের কর্মচারী। কিন্তু সাধারণ পোষাক পরেই ওঁরা বসে আছেন। আদালতের প্রধান সভাপতি এক জন মস্ত বড় পুলিশ কর্মচারী আর প্রসিকিউটর, এঁর নাম ইন্দ্রিভিসিনিস্কি। ইনি সেই ভিসিনিস্কি সাহেব, যিনি ইদানীং ইউ. এন. ওতে রুশের পক্ষ থেকে স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে বিরাজমান রয়েছেন।

আদালতে ষোলজন আসামী উপস্থিত করা হল। এদের মধ্যে যিনোফীফ ও কামিনিফ ছাড়া পাঁচজন গুপ্ত সরকারী সাক্ষীও মওজুদ ছিল। তাদের শেখান হয়েছিল যে, যখনই প্রসিকিউটর তাদের ইঙ্গিত করবেন তখনই তারা দাঁড়িয়ে শুধু নিজের অপরাধই স্বীকার করবেনা বরং অধিকন্তু ভাবে যারা ওদের স্ট্যালিনকে হত্যা করার জন্য উস্কানী দিয়েছিল তাদের নামও সংগে সংগে বলে যাবে। কার্যক্ষেত্রেও ঠিক এই রকমই ঘটল। সরকারী সাক্ষীরা পটাপট নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার সাথে সাথে কামিনিফ ও যিনোফীফের নামও উস্কানীদাতা রূপে বলে যেতে লাগল। ভিসিনিস্কি খুশী হয়ে সাক্ষীদের খুব প্রশংসা করলেন। তারপর মূল অপরাধী দুজনের দিকে— তাকিয়ে ঘৃণার সংগে বলে উঠলেন, পাগলা কুকুর! তোদের গুলি করে মারাই উচিত! এর পর তাঁদের জন্য মৃত্যু দণ্ডের আদেশ যথাযথ ভাবে শুনিয়ে দেওয়া

www.ahlehadeethbd.org

হল।

সোভিয়েট আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি ৭২ ঘণ্টার ভেতর দয়া ভিক্ষার দরখাস্ত করতে পারে, কিন্তু রুশের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী লেনিনের বাহুরূপী এই দুজন নেতাকে শুধু চব্বিশ ঘণ্টার অবসর দেওয়া হয়েছিল, আর তার পরেই তাঁদের সত্যই কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছিল।

আগামী বারে সমাপ্য।

—০:():০—

কায়েদে আযম ও পাকিস্তান

ঃ সৈয়দ রেজা কাদের

লক্ষ লক্ষ স্বদেশ প্রেমিককে ব্যথার দরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়া পলাশীর প্রান্তরে আমাদের যে আযাদী-সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহা দীর্ঘ দুইশত বর্ষ পর নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সন্দেস লইয়া ১৯৪৭ সনের এক শুভ্র প্রভাতে পুবালী আকাশের দিগন্ত-নীলে আত্মপ্রকাশ করিল। এ দেশের আযাদী—পাগল প্রত্যেকটি মানুষ একান্ত ভাবে এই সফেদ উষার কামনা করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে আশাআকঙ্খায় দিন গণিতেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নিষ্ঠুর শাসনে সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল মুসলমানগণ—তাঁহারা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা হারাইয়া অশিক্ষার কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে বিলাপ করিতে লাগিল— অন্ধ কুসংস্কারের ব্যাপক প্রসারের ফলে তাঁহাদের উদার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হইয়া আসিল। ফলে পূর্বের শাহী গৌরবের অধিকারী মুসলমানদের শুভ্র কপালে কৃষ্ণ কালিমার দাগ—অংকিত হইল। অবশেষে রহমানুর রহীমের মঙ্গল ইচ্ছায় ব্যথা-মথিত মুসলিম হৃদয়ে মুক্তির বীণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুরের লহরী তুলিয়া অনাগত নয়ালী দিনের আশ্বাস বাণী ঘোষণা করিল,—মুসলমানগণ তাহাদের পরমবাঞ্ছিত এক অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন-জাল বুনিয়া বুনিয়া দিন গণিতে শুরু করিল। সর্বশেষে এক শুভক্ষণে ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া যিনি এই বীণার তারে তারে অভিনব সুর-ঝঙ্কার তুলিয়া সারা জাহানের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন তিনিই কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্।

সংগ্রামী মুসলমানগণ কায়েদে আযমের অপূর্ব প্রভাব ও ব্যক্তিত্বময় নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হইয়া শত বাধাবিঘ্নের দুর্গমগিরি উলঙ্ঘন করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে হাসেল করিল বহু আকাঙ্খিত পাকিস্তান। দুই শত বৎসরের গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। এত দিনে স্বাপ্নিক কবি ইকবালের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইল। 'এল আযাদীর ভোর'—বিনিদ্র রজনীর কৃষ্ণ বক্ষ চিরিয়া আলোক ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সুবহে সাদেকের—সফেদ রোশনির সপ্রকাশে ক্লিন্ন তিমির আচল গুটাইয়া বিদায় লইল। অপূর্ব এক শিহরণ লাগিয়া আকাশ বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতের

www.ahlehadeethbd.org

আশ্বাসপূর্ণ নয়া জিন্দেগীর শব্দান্বিত তরঙ্গদোলায়— সমস্ত মুসলিম জাগিয়া উঠিল। আজ তাঁহাদের প্রসারিত বক্ষে তৌহিদের সেই অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া নয়া নয়া উম্মিদকে করিতেছে উজ্জ্বল। মুসলমানগণ নয়া প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া নতুন পথে অভিসার আরম্ভ করিয়াছে। কওমী নেতা মরহুম কায়েদে আযমই তো তাঁহাদের জাতীয় চেহরা ফিরাইয়া আনিয়া এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সংঘটিত করিলেন। বস্তুতঃ এই পরিবর্তন ও পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আযমের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষিত থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া, মানুষ জাতির এই জনকের নাম শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিবে।

এখন আমি আলোচনার সাহায্যে কায়েদে আযমের কৃতিত্বের বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিব। একটি নবীন রাষ্ট্রের জন্ম ব্যাপারে বাস্তবতার সহিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অচিন্ত্যনীয় সমন্বয় ঘটাইয়া কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাই বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা-সংকুল ও ইজম্-প্রপীড়িত যুগে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, একমাত্র ইসলামই সারা দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য, যাহারা ইসলামকে ইংরেজি Religion শব্দের অর্থ হিসাবে ধরিতে চাহেন কিংবা ধর্মকে বস্তুজগত হইতে পৃথক করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধরূপে কল্পনা করেন তাহাদের পক্ষে ইসলাম শব্দের বৈপ্লবিক অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে না।

* * *

কায়েদে আযমের সমগ্র জীবন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইবে যে, সংকল্পের দুর্জয়তা, কর্ম সাধনায় একাগ্রতা এবং সর্বোপরি স্বধর্মে অটল বিশ্বাসই তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে সাফল্যের বিজয়মাল্য। ইছলামের শাশ্বত আদর্শে সুদৃঢ় আস্থা রাখিয়া সুচিন্তিত পরিকল্পনাসহকারে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলে— পথের সমস্ত কণ্টকই যে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে জিন্নাহ্র জীবন তাহারই প্রামাণ্য সাক্ষ্য।

* * *

এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এক জাতিত্বের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা অখণ্ড স্বাধীন ভারতের দাবী জানাইয়া দেশময় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মুছলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কি করিবেন সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করিলেন না। এদিকে কায়েদে আযমও হিন্দু-মুসলিম মিলনের পথে বহু কোশেস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কতিপয় হিন্দু নেতার অনুদার ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য ব্যর্থকাম হইলেন। তখন গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলেন যে, বৃটিশ ও হিন্দুর উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্তজালে ইসলামী তাহ্জীব ও তামাদ্দুন বিপন্ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-কবলিত ভারতে মুসলিম জাতির একান্ত নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারেনা। এই উপলব্ধিই জিন্নাকে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া তুলিল। তিনি কংগ্রেসের বহুল প্রচারিত 'জাতীয়তাবাদ' হইতে মুক্ত হইয়া ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার চির সুন্দর আদর্শের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "We want to live in this country an honourable life as freemen and we stand for free Islam and free India,"

যুক্তিবাদী জিন্নাহ্ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি 'পাকিস্তান' দাবী করিলেন এবং এই দাবীর সমর্থনে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যাহা বলিলেন তাহা এই— "ভারতের মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, সামা-

www.ahlehadeethbd.org

জিক রীতিনীতি হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমানের ভবিষ্যৎ জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সমস্যা বিচার করিতে হইবে আর তাহা করিতে হইবে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে।" তাঁহার এই গুরুগম্ভীর এবং অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন ভারতের সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের হৃদয় গভীর সন্ত্রাসে প্রকম্পিত হইলেও তাঁহারা প্রকাশ্যে ইহা স্বীকার করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা মনে মনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, 'অখণ্ড ভারতের' জিগীর (!) জিন্নার বলিষ্ঠ যুক্তির নিকট আর কিছুতেই টিকিতে পারিবেনা।

বস্তুতঃ কায়েদে আযমের 'মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি' এই কথা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেও অবিসম্বাদিত সত্য। প্রকৃতির অজস্র সম্পদে পূর্ণ এই বিশাল পাক-ভারত ভূখণ্ড। প্রাচীনকাল হইতেই বহু জাতি এই উপমহাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং কালক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া হিন্দুজাতিত্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ যখন বিজয় নহবৎ বাজাইয়া এই ভারত-ভূখণ্ডে ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়াছিল তখন পাক-ভারতবাসী হিন্দুগণ বিশেষভাবে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তাহাদের দেশে এক অজেয় শক্তির আবির্ভাব ঘটিল। কার্যক্ষেত্রেও তাহাই বাস্তব আকার ধারণ করিল। একবার প্রবল প্রতাপান্বিত মোঘল সম্রাট আকবর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইসলামী আদর্শ বিসর্জন দিয়া 'দীন ইলাহী'র প্রচারণার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। এরূপ আরও বহু প্রচেষ্টা অনুরূপ ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং আজ — পর্যন্তও ইসলাম বহু ঝড়ঝাপ্টার মধ্য দিয়া তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে।

এই দেশের হিন্দুগণ বহু পূর্ব হইতেই ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিল এবং অতি সঙ্গোপনে ভারতের বুক হইতে মুসলিম অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করিবার অথবা তাহাদের স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করিবার জঘন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ইহা 'পাকিস্তান আন্দোলনের' পূর্বে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তখন এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। স্যার সৈয়দ মুছলমানদিগকে হিন্দু জাতীয়বাদী আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কায়েদে আযম অভিজ্ঞতার রূঢ় আঘাতে মুছলমানদের নিজস্ব ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার সংরক্ষণ এবং স্বকীয় পদ্ধতিতে স্ব স্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং পৃথক আবাসভূমির দাবী বজ্র নিনাদে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে হিন্দু নেতাদের অনেকেই মিথ্যা আত্মম্ভরিতার প্রবল তাড়নায় জিন্নাকে 'সাম্প্রদায়িক' এবং আরও কত কি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু কায়েদে আযম তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ যুক্তির সাহায্যে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়া উহার প্রতিটি অভিযোগ খণ্ডন করিলেন।

তিনি অব্যাহত গতিতেই 'পাকিস্তান' অভিযান চালাইয়া গেলেন। যাত্রাপথের দুইপাশে বিপদের বিভীষিকা। সংকট মুহূর্তে কোন কোন মুসলিম নেতা নিতান্ত অহমিকার বশবর্তী হইয়া জিন্নার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। কিন্তু জিন্না আপন কর্মপথে অবিচল রহিলেন। সেইদিন ছিল মুছলমানদের— জীবন-মরণ সমস্যা। তিনি সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে সভা-সমিতির মারফত বিপুল জনসমক্ষে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিলেন। নর ও নারী, বৃদ্ধ ও শিশু, যুবক ও ছাত্রদল সকলেই তাঁহার উদাত্ত— আহ্বানে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সমস্ত মুছলমানের অন্তরচক্ষু উন্মীলিত হইল। গাঢ় কুজ্ঝটিকার অপর পার হইতে স্বর্ণোজ্জ্বল —

www.ahlehadeethbd.org

ভবিষ্যৎ তাহাদিগকে হাতছানি দিল। পাকিস্তান লাভের সুখোন্মাদনায় প্রতিটি মুসলিমের দেহে টগ্‌বগিয়া রক্ত হাসিয়া উঠিল। মিছিলের পর মিছিলে তাঁহাদের কণ্ঠ-নিনাদিত "আল্লাহু আকবর" "আমরা চাই পাকিস্তান" ধ্বনি আকাশ ভুবন কাঁপাইয়া তুলিল। সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালার মহা অনুগ্রহে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান কায়েম হইল। সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া বিজয়ীবীর কায়েদে আযম বিজয়পতাকা উত্থিত করিলেন।— লাখ মুসলিমের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজ উত্থিত হইল :—

"কায়েদে আযম জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!"

"মোবারক হো আযাদীর সুপ্রভাত।"

* * * *

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই কায়েদে আযমের জীবনের চরমকথা নয়—পাকিস্তান মুছলমানদের লক্ষ্য ছিল না, উহা ছিল লক্ষ্যে পৌঁছার উপলক্ষ মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা, ইছলামের রাষ্ট্রবিধান ও সমাজ ব্যবস্থাকে রূপায়িত করিয়া উহাকে দুনিয়ার সামনে একটি আদর্শ রাষ্ট্র রূপে উপস্থাপিত করা।

পাকিস্তান কায়েম হইবার পর ছাত্র যুবকদের লক্ষ করিয়া কায়েদে আযম বলিলেন,—"আমার যাহা করিবার আমি তাহা করিয়াছি, এবারে গড়িয়া তুলিবার ভার তোমাদের।" আমাদিগকে আজ অক্লান্ত সাধনা ও কর্ম-কল্লোলিত অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়া এই মহাবাণীকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। ইসলামী আদর্শের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই নবীন রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কায়েদে আযম আরও ঘোষণা করিয়াছেন—"তের শত বৎসর পূর্বে আল্লাহর নবী যে আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া রাষ্ট্র রচনা করিয়াছিলেন, সেই আদর্শই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে।" মানব-মুকুট রছুলুল্লাহ (দঃ) বিচ্ছিন্ন এবং চেতনালুপ্ত মানব গোষ্ঠিকে ইসলামের যে সুহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সমগ্র ধরিত্রীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তৌহিদের বীজ, ঈমানের তেজ ও ইনসাফের শিক্ষা, এই মূলমন্ত্র ও আদর্শ শিক্ষাই মানুষের মধ্য হইতে হিংসা, বিভেদ ও কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে সত্য পথে বিচরণ করিবার জন্য দিয়াছিল উদ্দাম প্রেরণা, উহারই সাহায্যে জীবনের বাঁকে বাঁকে তাঁহারা উড়াইয়াছিল শান্তির নিশান। বস্তুতঃ ইছলামের বীজ মন্ত্র তৌহিদের বিপ্লবী শিক্ষা মুসলমানদের মেরুদণ্ডকে ইস্পাতদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আমাদের জাতীয় কবি ইকবালের কণ্ঠে তাই বিঘোষিত হইয়াছে—

"আমার বুকে তৌহিদের শক্তি জমা হইয়া আছে,
আমার নাম, আমার চিহ্ন দুনিয়ার বুক থেকে
মুছে ফেলা সহজ নয়।"

* * * *

পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত আত্মচেতনার উপর উহার সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। পাকিস্তানকে বিশ্বের বুকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে কায়েদে আযমের নিম্নোক্ত বাণী সম্বল করিতে হইবে।

—"Keep up Your morale' Do not be afraid of death, Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely to save the honour of Pakistan and Islam."

কিন্তু বর্তমান আবহাওয়া সন্তোষজনক নহে। মুসলমান যুবকগণ আপাতসুন্দর বিদেশী মতবাদের মোহে পড়িয়া আপনাদের সুমহান কৃষ্টিকে বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করিতে চলিয়াছেন। ঐ মতবাদের ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যের মোহে তাহারা পতঙ্গের ন্যায় উহার চতুষ্পার্শে ভিড় জমাইতেছেন। ইসলামী নীতির স্বরূপ না জানিয়া '১৪ শত বৎসরের পুরাতন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিনিস আর চলেনা' এই রূপ কথা স্বদর্পে বলিয়া বেড়ানকেই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছেন। আমি সমস্ত মুসলিমের পক্ষ হইতে তাহাদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছি যে, পাকিস্তান কমিউনিজমের প্রচারক্ষেত্র নয়। এখানে কমিউনিস্টিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের দুঃস্বপ্ন তাহারা যেন না দেখেন। গভর্ণমেণ্টের অগণতান্ত্রিক মূলনীতি—বিরোধী জনসভায় পূর্বপাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবীর আওয়াজ তুলিতে যাইয়া কমিউনিজমের পক্ষে যেন ওকালতি না করেন। অচিরাৎ জাগ্রত ইছলামের প্রচণ্ড আঘাতে তাহাদের সমস্ত দুঃস্বপ্নের অলীক ভিত্তি চুরমার হইয়া যাইবে। আমি অবিলম্বে তাহাদিগকে সাবধান হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। কোরআনের নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রত্যেক পাকিস্তানী মুছলমানের স্মরণ রাখা উচিত।

বস্তুতঃ—"মোহম্মদ রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত আদর্শবাদ, নির্দেশাবলি ও কর্মসূচির সহিত বিতর্ক ও কলহে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাঁহার সমকক্ষতায় অপর কোন মতবাদ, অভিমত বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা মুসলমানের কার্য নয়—(আন্‌নেছা, ১১৫)। * —"জাতীয় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও নবজীবন লাভ করার এক মাত্র উপায় মোহম্মদ রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত মতবাদ ও কর্মসূচিকে বরণ করিয়া লওয়া।" (আল্‌ আনফাল, ২৪) * এই বিশ্বাসের দুর্জয় শক্তিতেই কায়েদে আযম অপরাজেয় হইয়াছিলেন। এযুগে ইসলামী আদর্শের রূপায়ণের জন্যই তিনি নিজেকে ওয়াকফ করিয়াদিয়াছিলেন। তাঁহার সেই একনিষ্ঠ কর্মসাধনার আদর্শকে আজ গ্রহণ করিতে হইবে—'ইসলামের বিশ্বজনিন রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, ইহাই হওয়া উচিত আমাদের সকলের প্রদীপ্ত শপথ।

শতাব্দীর জীর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের বর্তমান যাত্রা সুরু। আমাদের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের নিকট বাধার বিন্ধ্যাচলও মস্তক অবনমিত করিবে। আসুন! আজ আমরা পাকিস্তানের বুক হইতে সমস্ত অব্যবস্থা ও অনাচারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ইহাকে একটি সুখময় শান্তিস্নিগ্ধ আবাস ভূমিরূপে গড়িয়া তুলি। ইছলামের শাশ্বত আদর্শকে সমুন্নত করিয়া কুফ্‌রির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ও চিরন্তন জেহাদ ঘোষণা করি। আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়া ইসলামের বিজয় দুন্দভি বাজিয়া উঠুক.....আজ অনড়-দেদীপ্য-তেজে জ্বলিতেছে কুফ্‌রের শিখা। অসীমায় পরিব্যাপ্ত পতাকার গানে জীবনের বিস্তৃত সুর শুনা যাইতেছে—হাজারও কণ্ঠে কামানার কঠিন প্রত্যয়। সূর্য্যময় দিনের প্লাবনে আজ প্রাণের দিগন্ত সয়লাব।

বহুপূর্ব্বেই হেরার তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—'নিশান উড়ায়ে ডাকে ঐ মঞ্জিল'—হে হাসীনে উষার নয়া-কাফেলা, আজ তুমি ছুটিয়া চল নির্ভীকচিত্তে, দুর্ব্বার গতিবেগে, দফ-দামামার অভ্রভেদী নিনাদ আজ যাত্রার প্রাক্কালে তোমার বিজয় সূচনা করিতেছে। আমাদের অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত কওমী নিশানের পৎ পৎ রবে সমগ্র পৃথিবী মুখরিত হইয়া উঠুক...। (আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামিন)

"ইছলামের শিক্ষাঃ আমরা মুছলমান। আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার সহিত একমত যে, আপনারা আর যাই হোন না কেন, সকলেই মুছলমান। আপনারা এখন একটা জাতিতে পরিণত হয়েছেন—আপনারা এখন একটা বিরাট রাষ্ট্র লাভ করেছেন। এ সবই আপনাদের। ইহা কোন পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান বা বাঙ্গালীর নয়—ইহা আপনাদের সকলের।"

"আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করি যে, আমার এ বাণী যার কানে পৌছিবে তাকেই আমাদের এ কষ্টলব্ধ পাকিস্তানকে, ইছলামের মহান আদর্শের বাহক ও ধারকরূপে গড়েতোলা আর বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে—এমন কি, যথাসর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" —কায়েদে আযম।

* মওলানা মোহাম্মদ আবদুলাহেলকাফী আলকোরায়শী প্রণীত কলেমায় তৈয়েবা—৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠা

www.ahlehadeethbd.org

المباحثة والمناظرة
বিতর্ক ও বিচার

দুখের অবিনশ্বরত্ব

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

তর্জুমানুল হাদীছে প্রকাশিত ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্ছীরের ষড়বিংশ খণ্ডে "দুখের জীবন সীমাহীন কিনা?" প্রসংগটী স্তরে স্তরে আলোচনা করিয়াছিলাম, কারণ বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল দুখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে প্রায় একমত, কিন্তু তাঁহাদেরই একটী বিশিষ্ট দল গোড়াগুড়ি হইতেই উহার অবিনশ্বরতা অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। * এই দলটীর উপস্থাপিত প্রমাণ-পদ্ধতি ও দলীল তফ্ছীরের দীন রচয়িতার কাছে অধিকতর বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। আলীজনাব ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাহেব এম, এ,-ডি, লিট অধীনের বক্তব্যের সমস্ত অংশ পাঠ করার অবসর পাইয়াছিলেন কিনা, জানিনা, কিন্তু তর্জুমানুলহাদীছ, ৪র্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "দুখের শাস্তি" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র নিবন্ধে তিনি প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, দুখের শাস্তি কাফির ও মুশ্রিকদের জন্য অনন্তস্থায়ী হইবে। ইছ্লামী আকায়েদ (মতবাদ) ও মছায়েল (ব্যবহারিক সমস্যা) সমূহের বিচার ও আলোচনা ইদানীং অবিমিশ্র মুল্লাইজ্মের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পক্ষান্তরে কোরআন ও আরাবী সাহিত্যের বিন্দুবিসর্গ অবগত না হইয়াই শাস্ত্রীয় বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞতার দাবী বিদ্যাবত্তার বিশিষ্ট লক্ষণে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ডক্টর শহীদুল্লাহ ছাহেবের ন্যায় বহুবিদ্যা, বহুভাষা ও বহুশাস্ত্রের — সাগরতীর্থ মহাবিদ্বানের এ-বিষয় দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে দেখিয়া সত্যই আমি আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি যে, দুখের অনলকুণ্ড চির-প্রজ্জলিত থাকুক, অথবা শেষ পর্যন্ত রহ্মতে-ইলাহীর মহাপ্লাবনে উহা নির্বাপিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাক, আমাদের সাহিত্যিক বা শাস্ত্রজ্ঞ — সমাজের সে বিষয়ে মাথাব্যথা নাই সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া ডক্টর ছাহেবের মত আমার— অগ্রজপ্রতিম উছ্তাযে-যামানার সহিত বিচার ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবার গৌরব আমি নিজেই অর্জন করিতে অগ্রসর হইতেছি—

و الله ولى السداد و هوالهادى الى سبيل الرشاد ـ

যাহারা দুখকে জুজুর ভয় প্রদর্শন মনে করে, আস্তিক মুছলমানগণের কোন দলই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যুক্তিসর্বস্ব মুতাযিলারাও দুখের বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছেন, বরং তাঁহারা আহ্লেছুন্নতদের এককাঠি উর্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, কবীরা গোনাহ্র পাতকী যাহারা, তাহারা মুমিন মুছলমান হইলেও অনন্ত দুখের অধিবাসী হইবে, খারেজীরাও এই অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের উক্তির সারাংশ এই যে, দুখে যাহারা একবার প্রবেশ করিবে, তাহারা আর কোন দিন কোনক্রমেই উদ্ধার পাইবে না। ইঁহাদের বিপরীত মুছলমানগণের বৃহত্তম দলের অভিমত এই যে, অবাধ্য ও গোনাহ্গার মুছলমানরাও দুখে—

* তফ্ছীর-রচয়িতার পারিবারিক বিপদাপদ, দীর্ঘকালব্যাপী শয্যাশায়ী পীড়া এবং কতিপয় দুর্লভ গ্রন্থের অভাব তফ্ছীরের সংকলন কার্য বৎসরকাল যাবৎ স্থগিত রাখিয়াছে। ইন্শাআল্লাহ ইহার পুনরাবৃত্তি অচিরাৎ আরম্ভ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

প্রবেশ করিবে বটে, কিন্তু আল্লাহর রহমতে এবং রছুল, নবী ও সাধুসজ্জনগণের শাফাআতে দুযখ হইতে উদ্ধার-লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং নাস্তিক দল ছাড়া মুছলমান বিদ্বানগণের কোন্ সম্প্রদায় দুযখের শাস্তিকে অলীক ও জুজুর ভয় প্রদর্শন বলিয়া ধারণা করে, আমরা তাহা অবগত নই। দুযখ সম্বন্ধে বিদ্বানগণ আট দলে বিভক্ত হইয়াছেন, ইঁহাদের অভিমত আমি যথা-স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। এই স্থানের গোযারিশ এই যে, ডক্টর ছাহেবের কথিত এবং বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল কর্তৃক উল্লিখিত অভিমত অর্থাৎ কাফির ও মুশ-রিকগণ দুযখে অনন্ত স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে — থাকিবে কিনা ইহা আমার আলোচনার আদৌ মূল-বিষয়বস্তু নয়। আমার মূল প্রতিপাদ্য যাহা, দুঃখের বিষয় ডক্টর ছাহেব সে দিকে দৃকপাত করেননাই। অথচ যাহা তিনি প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন,— তাহাই বা সন্দেহাতীত ভাবে তিনি সাব্যস্ত করিতে পারিলেন কৈ?

কাফের ও মুশরিকদের অনন্ত স্থায়ী নরকবাসের প্রমাণ স্বরূপ ডক্টর ছাহেব কোরআনে ব্যবহৃত দুইটী শব্দ উপস্থাপিত করিয়াছেন. একটী হইল "খলুদ"— (خلود) আর দ্বিতীয়টী হইতেছে "আবাদান" (ابدا)!

যে কোন কারণেই হউক ডক্টর ছাহেব "খলুদ" শব্দের উপর খুব বেশী যোর দেননাই। তিনি বলি-য়াছেন, "কুরআন মজীদে এমন শব্দ কি আছে, যাহা দ্বারা (দুযখের শাস্তির) অনন্তকাল স্থায়িত্ব বুঝাইতে পারে? অবশ্য 'আবদান' সেই শব্দ বটে।" অতঃপর তিনি কোরআনের আটাশটী আয়ত সমুপস্থিত— করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, 'আবাদান' শব্দ কোরআনে শুধু অনন্তকাল অর্থেই প্রযোজ্য— হইয়াছে।

"খলুদ" ও "আবাদের" প্রয়োগ সম্বন্ধে ডক্টর ছাহেব বিভিন্ন আয়তের অনুসন্ধান কল্পে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদাহ', কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, এই আয়তগুলি অভিনিবেশ সহ-কারে পর্যবেক্ষণ করার পর আমি তাঁহার প্রতি-পাদিত বিষয়ে অধিকন্তর সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমার সন্দেহবৃদ্ধির প্রধান দুইটি কারণ আমি বিদ্বানগণের বিবেচনার জন্য আরয করিতেছি :—

(ক) ডক্টর ছাহেবও একটু লক্ষ করিলে স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার উপস্থাপিত আয়ত-সমূহের মধ্যে অনেকগুলি আয়তে 'আবদান' শব্দ বেহশ্‌ত ও দুযখ ছাড়া ইহলৌকিক জীবন সম্পর্কিত এবং পার্থিব ব্যাপার সমূহের জন্যও প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই বলিয়া কি পৃথিবী এবং পার্থিব জীবনের অনন্ত স্থায়িত্ব প্রমাণিত হইয়া যাইবে? আমার বিবেচনায় এই ধরণের আয়তসমূহে উল্লিখিত "তাবীদ" বা অনন্ত স্থায়িত্ব পৃথিবীর বিদ্যমানতা ও পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তিকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

(খ) 'খলুদ' শব্দের প্রয়োগ ছুরত আন্‌নিছার একটি আয়তে যে ভাবে করা হইয়াছে, যদি উহার অর্থ অনন্ত স্থায়িত্ব বলিয়াই ধরিতে হয় এবং 'খালেদ' হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ দুযখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে নাপারে তাহাহইলে আহ্‌লেছুন্নতদের মযহবকে — বাতিল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই আয়তে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রছুলের অবাধ্য হইবে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমারেখা উল্লংঘন করিবে, তাহাকে আল্লাহ অগ্নিতে প্রবেশ করাইবেন, সে তথায় স্থায়ী হইবে—১৪ আয়ত।

ومن يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ـ

এই আয়তটী ইছ্‌লামী ফারায়েয বা দায়ভাগের আদেশ সম্পর্কিত। কোরআনের এই বণ্টন-পদ্ধতি-কে উহার অব্যবহিত পূর্ব আয়তে (وصية من الله) আল্লাহর "ওছীয়ত" এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা-

www.ahlehadeethbd.org

রেখা (حدود الله) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যেব্যক্তি কোরআনের উল্লিখিত বণ্টন-বিধানের অন্যথাচরণ করিবে, তাহার জন্য "খালেদান" দুযখ বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই "খলুদ ফিন্নারে"র তাৎপর্য যদি অনন্ত নরকবাসই গ্রহণ করিতে হয়, তাহাহইলে অনন্ত নরক-বাস শুধু কাফের ও মুশ্‌রিকদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা চলিবেনা, ফারায়েযের হুকুমের মধ্যে যাহারা নড়চড় করিবে, কাফের মুশ্‌রিকদের সাথে তাহাদিগকেও অনন্ত নরকের অধিবাসী বলিতে হইবে। সুতরাং কাফের ও অপরাধী-মুমিনের তারতম্য খারেজীদের ন্যায় — তুলিয়াদিতে হইবে এবং প্রত্যেক আহ্‌লে-কবীরা কেই কাফের বলিতে হইবে! অথচ আহ্‌লে-ছুন্নতগণের সর্বসম্মত আকীদা অনুসারে কোন মুছলমানকেই কোন পাতকের জন্য — لاتكفر مسلما بذنب من কাফের বলা চলিবেনা, الذنوب وان كانت সে পাতক কবীরারই كبيرة — অন্তর্ভুক্ত হউকনাকেন,— ইমামে আযমের ফিক্‌হে আকবর, মোল্লা আলী কারীর টীকা সহ, ৮৬ পৃঃ।

যদি কেহ বলেন, উল্লিখিত আয়তে "আবাদান" শব্দ নাই, সুতরাং পাতকী মুছলমানের জন্য এই আয়ত দ্বারা অনন্ত নরকবাস সাব্যস্ত হয়না, তাহাহইলে আমি আরয করিব যে, সে অবস্থায় "খলুদ" শব্দ দ্বারা কাফের মুশ্‌রিকদেরই বা অনন্ত নরকবাস কেমন করিয়া প্রমাণিত হইবে?

আর প্রকৃতপ্রস্তাবে দুযখে "আবাদান" বাস করার কথা কোরআনে শুধু কাফের মুশ্‌রিকদের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নাই। এই 'আবাদান দুযখ বাস' আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) প্রত্যেক অবাধ্যের জন্যই অবধারিত রহিয়াছে। ছুরত-আলজিন্নে কথিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ومن يعص الله ورسوله আল্লাহ ও তদীয় — فان له نار جهنم خالدين রছুলের অবাধ্য হইবে, فيها ابدا — নিশ্চয় তাহার জন্য দুযখের আগুন অবধারিত, তাহারা উহাতে "আবাদান" স্থায়ী হইবে,— ২৩ আয়ত।

উপরিউক্ত আয়তে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) নাফর্মানদের জন্য দুযখবাসকে 'তখলীদ' ও 'তাবীদ' সহকারে আখ্যাত করা হইয়াছে। "আবাদান" শব্দের তাৎপর্য অনন্তকালের স্থায়িত্ব ছাড়া যদি আর অন্য কিছুই না হয়, তাহাহইলে শুধু কাফের মুশরিকদের জন্য অনন্ত নরকবাস নির্দিষ্ট করার হেতুবাদ কি? মু'মিন ও মুছলিমদের মধ্যে কি আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) অবাধ্য কেহই নাই? আর এই অবাধ্য মুছলমানদিগকে কাফেরদের পর্যায়ভুক্ত করা এবং তাহাদের জন্য কাফের মুশ্‌রিকদের মতই অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা দেওয়া কি সংগত হইবে? অধিকন্তু এই ব্যবস্থা দিতে হইলে "আহ্‌লে-ছুন্নত ওয়াল্ জামাআতে"র বিদ্বানগণের সর্ববাদীসম্মত পথ পরিত্যাগ করিতে হইবেনা কি?

এ যাবৎ যাহা গোযারিশ করা হইল, তাহার সংক্ষিপ্তসার এইযে, দুযখবাসের জন্য 'খলুদ' ও — 'তাবীদ' যেরূপ কাফের ও মুশ্‌রিকদের জন্য কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে, তেমনি এই দুইটী শব্দ মুমিন বা মুওয়াহ্‌হিদ গোনাহগারের দুযখবাস সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে। আহ্‌লেছুন্নতগণের বৃহত্তম দল বলেন যে, পাপী ঈমানদারদের জন্য ছুরত-হুদে ব্যতিক্রম রহিয়াছে, কারণ আল্লাহ বলিয়াছেন, আর

যাহারা দুর্ভাগা দুযখে	فاما الذين شقوا ففى
তাহাদের জন্য হইবে	النار لهم فيها زفير و
করুণ ক্রন্দন ও উচ্চ	شهيق، خالدين فيها
বিলাপধ্বনি! তথায়	ما دامت السموات و
তাহারা চির-অবস্থান	الارض الا ماشاء ربك
করিবে, যতকাল—	ان ربك فعال لما يريد،

আকাশ সমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান রহিয়াছে। হে

www.ahlehadeethbd.org

রছুল (দঃ)" অবশ্য আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করিবেন, তদ্ব্যতীত। নিশ্চয় আপনার প্রভু যাহা অভিপ্রায় করেন তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন,—১০৭ আয়ত। ছুরত-আলজিন্নেও এই ব্যতিক্রম আদিষ্ট হইয়াছে—আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) যাহারা অবাধ্য হইবে, নিশ্চয় দুযখের আগুন তাহাদের জন্য অবধারিত, তাহাতে উহারা — حتى اذا راوا ما يوعدون 'আবাদান' স্থায়ী — فسيعلمون من হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত اضعف ناصرا واقل তাহারা দেখিয়া — عددا - লইবেনা যে, যে সকল বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা যথার্থ, তাহারা অবগত হইবে কাহার সাহায্যকারী সর্বাপেক্ষা দুর্বল এবং মুষ্টিমেয়, ২৪ আয়ত। এই ব্যতিক্রমগুলিকে শুধু মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করার কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ নাই। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ যদি একটী হাদীছও বিশুদ্ধ ও সঠিক ভাবে বর্ণিত হইত যে, উপরিউক্ত ব্যতিক্রম শুধু মুমিন গোনাহগারদের জন্য নির্দিষ্ট, কাফের ও মুশ্‌রিকদের উক্ত ব্যতিক্রমে কোন অংশ নাই, তাহাহইলে উক্ত ব্যাখ্যা আমরা নিশ্চিতরূপে আমাদের মস্তক ও চক্ষু-দ্বয়ের উপর ধারণ করিতাম।

পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ছুরত-আলআন্‌আমে কাফেরদের দলপতিগণের জন্য অনন্ত দুযখবাসের মধ্যে স্পষ্ট ব্যতিক্রম রাখা হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে النار مثوٰكم خالدين বলিবেন, দুযখ তোমা- فيها الا ما شاء الله ان দের আবাসস্থল, — ربك حكيم عليم - উহাতে হইবে নিরবধিবাস! নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহা ব্যতীত, নিশ্চয় হে রছুল (দঃ) আপনার প্রভু প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাবিদ্বান, ১২৯ আয়ত।

অবশ্য বেহেশ্‌তীদের জন্যও আল্লাহর অভিপ্রায়ের ব্যতিক্রম রহিয়াছে, কিন্তু সে ব্যতিক্রম কি, তাহাও সংগে সংগে স্পষ্টীভূ করা হইয়াছে, অর্থাৎ— নির-বচ্ছিন্ন সীমাহীন দান! عطاء غير مجذوذ - কিন্তু দুযখীদের বেলায় এই ব্যতিক্রম সুস্পষ্ট করা হয় নাই! কেন? আমি মনে করি শুধু এই জন্যই যে, আল্লাহ যুগপৎভাবে রহমত ও গযবের (করুণা ও ক্রোধ) অধিকারী হইলেও তাঁহার রহমত তাঁহার ক্রোধকে পরাজিত করিয়াছে। ছহীহ হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহতাআলা বলিবেন, ফেরেশতাগণ শাফাআৎ করিয়াছেন, شفعت الملائكة وشفع নবীগণও শাফাআৎ— النبيون وشفع المؤمنون শেষ করিয়াছেন আর ولم يبق الا ارحم মুমিনরাও শাফাআ الراحمين فيقبض করিয়া সারিয়াছেন,— قبضة من النار فيخرج এক্ষণে "আর্‌হামুর- منها قوما لم يعملوا রাহেমীন" (সকল خيرا قط - দয়ার অধিপতি) ছাড়া আর কেহ বাকী নাই। এই কথা বলিয়া আল্লাহ দুযখের অনলকুণ্ড হইতে এক মুষ্টি এরূপ দুযখীকে—উত্তোলিত করিবেন যাহারা পার্থিব জীবনে কোন দিন কোন সৎকার্যই করে নাই—মুছলিম।

ডক্টর ছাহেব বলিয়াছেন, যে সকল মুমিন মুছ-লিম তাহাদের সমগ্র জীবনে কোন সৎকার্য করে নাই, শুধু তাহারাই আল্লাহর মুষ্টিতে স্থান লাভ করিবে! আল্লাহর মুষ্টিতে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক প্রভৃতির স্থান সংকুলিত হইবেনা। কাফের মুশরিককে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ এই হাদীছ হইতে উদ্ধার করা নাকি উহার কদর্থ! কিন্তু কেন কদর্থ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। এই والارض جميعا বিপুলা ধরণী কিয়া- قبضته يوم القيامة মতের দিন যাঁহার والسموات مطويات মুষ্টির ভিতর রহিবে بيمينه - এবং ঊর্ধ জগতসমূহ যাঁহার দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া

www.ahlehadeethbd.org

থাকিবে,—(আয্‌যুমর, ৬৭ আয়ত) কাফের ও মুশ্‌রিকদের স্থান সেই মুষ্টিতে সংকুলিত হইবেনা, ইহাই কি হাদীছের প্রকৃত ও সঠিক অর্থ? এতদ্ব্যতীত ঈমান অথবা তওহীদ কি কোন সৎকার্যই নয়?

فتدبر ايها الشيخ ولا تعجل على فانه دقيق لطيف!

'খলুদের আভিধানিক তাৎপর্য মূল তফ্‌ছীরে বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ফলকথা, নিরবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ অবস্থানের অর্থ অপেক্ষা 'খলুদের' তাৎপর্য অধিক ব্যাপক। আর যে 'আবাদ' লইয়া ডক্টর ছাহেব এত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন—আভিধানিকগণ উহার অর্থও শুধু 'অনন্ত স্থায়ী' করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, এই অর্থের ব্যতিক্রমও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইমাম রাগিব ইছ্‌ফিহানী 'আবাদ' (ابد) শব্দের তাৎপর্যে লিখিয়াছেন —আবাদ সময়ের এমন সুদীর্ঘ মুদ্দৎকে বলে, যাহা স্বয়ং সময়ের ন্যায়—বিভাজ্য নয়। 'আবাদে'র বহুবচন আরবী সাহিত্যে آباد মওজুদ রহিয়াছে অথচ 'চিরন্তনে'র দ্বিবচন বহুবচন পরিকল্পিত হইতে পারেনা, কারণ এক চিরন্তনের পর দ্বিতীয় বা পরবর্তী চিরন্তনের—কোন অর্থ হয় না। আবার যোর বা তাকীদের জন্যও উহা আবাদো, আবাদিন ও আবীদিন রূপেও ব্যবহৃত হয়, অথচ চিরন্তন বা অনন্ত স্থায়িত্বের অর্থ অনুসারে উহার তাকীদ হইতে পারে না। কোন বস্তুর 'তাআব্বদ' (تابد) এর তাৎপর্য হইল, যাহা দীর্ঘ কাল যাবৎ স্থায়ী থাকে —মুফ্‌রদাৎ, ৫ পৃঃ।

الابد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذى لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان - وكان حقه ان لا يثنى ولا يجمع - اذ لا يتصور حصول ابد آخر يضم اليه فيثنى به لكن قيل آباد - وقيل ابد ابد وابيد اى دائم وذلك على التاكيد ويعبر بتابد الشئ عما يبقى مدة طويلة -

এক্ষণে আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি সূত্রে দুযখ সম্বন্ধে বিদ্বানগণের আট প্রকার অভিমত নিম্নে সংকলিত করিব।

প্রথম, কতক গোনাহগার মুমিন মুছলমান দুযখে প্রবেশ করিবে, কিন্তু আল্লাহর রহমত এবং আম্বিয়া, আওলিয়া ও অন্যান্য মুমিন মুছ্‌লিমদের শাফাআতে দুযখ হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে আর কাফেররা কদাচ দুযখ হইতে উদ্ধার লাভ করিবেনা। এই—অভিমত আহ্‌লেহাদীছ ও ছুন্নতগণের মধ্যে সমধিক-প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয়, যাহারা দুযখে প্রবেশ করিবে, কাফের ও মুমিন নির্বিশেষে তাহারা কোন দিন কস্মিনকালেও দুযখ হইতে উদ্ধার লাভ করিবেনা। ইহা খারেজী ও মুতাযিলাদের অভিমত।

তৃতীয়, দুযখীরা দীর্ঘকাল দুযখ বাসের পর আগ্নেয়-স্বভাব লাভ করিবে, তখন তাহারা দুযখী—জীবনেই এক প্রকার সুখ বোধ করিতে থাকিবে। শয়খে-আকবর মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী এই অভিমত পোষণ করিতেন বলিয়া অনেকেই লিখিয়াছেন কিন্তু শয়খ-আবদুলওয়াহ্‌হাব শঅ্‌রাণী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। মোটের উপর এই অভিমত স্পষ্ট—কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছে প্রদত্ত বিবরণের প্রতিকূল।

চতুর্থ, দুযখে এক দল প্রবেশ করিবে এবং নির্দিষ্ট মিআদ পূরণ করিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিবে এবং অন্যদল দুযখে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবে। ফলকথা, দুযখ চির বিরাজিত থাকিবে, কেবল দুযখীদের রদবদল হইবে। ইহা ইয়াহুদ ও তাহাদের অনুসরণকারী এক দল মুছলিম পণ্ডিতের অভিমত। এই অভিমতও কোরআন, ছুন্নাহ এবং উম্মতের ইজ্‌মার প্রতিকূল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পঞ্চম, দুযখ চিরবিরাজমান রহিবে কিন্তু — এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় দুযখী দুযখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং কেহই তথায় বিদ্য-মান রহিবেনা। এই অভিমতও বাতিল, কারণ কোরআন ও ছুন্নত এই অভিমতের প্রতিকূল।

ষষ্ঠ, দুযখ ও বেহেশ্‌ত সমস্তই বিধ্বস্ত হইবে, কারণ যাহা সৃষ্ট, তাহাই নবোদ্ভূত আর যাহা — উদ্ভূত তাহার ধ্বংস অনিবার্য। জহমীয়ারা এই অভিমত পোষণ করেন কিন্তু ইহাও বাতিল এবং এই উক্তির বাতিল হওয়া কোরআন ও ছুন্নত— দ্বারা প্রমাণিত।

সপ্তম, দীর্ঘকাল পর দুযখীরা অনুভূতি ও — জীবনীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচেতন পদার্থে পরিণত হইবে এবং দুযখের শাস্তিদ্বারা তখন তাহারা আর যন্ত্রণা অনুভব করিবেনা। মু'তাযিলাদের অন্যতম ইমাম আবুলহুযয়ল আল্লাফ এই অভিমত পোষণ— করিতেন। ইহাও বাতিল।

অষ্টম, দুযখের স্রষ্টা ও প্রভু স্বয়ং উহাকে বিধ্বস্ত করিবেন। আল্লাহ যতদিনের জন্য উহা স্থায়ী — রাখার অভিপ্রায় করিয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকার পর উহা বিনাশপ্রাপ্ত এবং উহার শাস্তি প্রশমিত হইবে।

আমি স্বয়ং এই শেষোক্ত অভিমত পোষণকরি, কারণ **কোরআন ও ছুন্নতে দুযখের অনন্তস্থায়িত্বের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আমার নযরে পতিত হয় নাই।**— দুযখীদের শাস্তি সম্বন্ধে 'খলুদ' ও 'আবাদিয়্যতে'র যেসকল নির্দেশ রহিয়াছে, আমি সেগুলিকে দুযখের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনেকরি। আমার এই অভিমতের অন্যান্য প্রমাণগুলি আমি মূল তফ্‌ছীরে উল্লেখ করিয়াছি। এই অভিমত আমার নিজস্ব বা একক নয়। মওলানা মোহাম্মদ আলী লাহোরী ছাহেবের অভিমত ইতিপূর্বে আমার লক্ষ করার সুযোগ হয় নাই এবং তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত আমাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত করিতেও সমর্থ নয়। অবশ্য এ বিষয়ে খুলাফায়ে-রাশেদীনের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বিশিষ্ট বিদ্বানগণের অভিমত পাঠ করার আমি সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি এবং দুযখের বিধ্বস্তি সম্পর্কে বিশুদ্ধ মর্ফু' হাদীছ এবং ছাহাবাগণের আছার আমার মূল প্রবন্ধে আমি সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে আমার কোন যিদ নাই এবং আমার ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হওয়াকে আমি কদাচ অসম্ভব মনে করিনা, অধিকন্তু সকল বিষয়েই ভ্রান্তি স্বীকার করিতে ও তজ্জন্য তওবা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছি কিন্তু সংখ্যার বড়াই অথবা সংস্কারের মোহ আমার ইজ্‌তিহাদ হইতে — আমাকে ভ্রষ্ট করিতে সক্ষম নয়। অলমতিবিস্তরেণ, ওয়াছ্‌ছালাম।

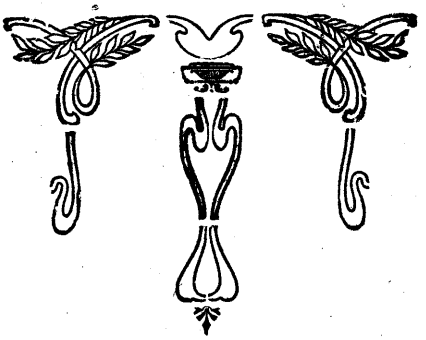

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব পরিক্রমা

ডাঃ মোসাদ্দেকের সাজা

ইরাণের অগ্নিপুরুষ ডাঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের "রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের" জন্য ইরাণের সামরিক আদালতে তাঁহার বিচারের নামে যে প্রহসন চলিতেছিল সম্প্রতি উহার যবনিকাপাত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সামরিক আদালতের সরকারী কৌঁসুলি ভাগ্যবিড়ম্বিত ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেককে ইরাণের প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্রের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দানের সুপারিশ করেন। আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ইরাণের শাহ মোসাদ্দেককে তাঁহার অতীত দেশসেবামূলক কার্যের জন্য ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া আদালতকে জানাইয়া দেন। শাহের বাণী মোসাদ্দেকের সম্মুখে পঠিত হইলে তিনি আদালতে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন— "আমি কখনও দয়া ভিক্ষা করি নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও দয়ার জন্য লালায়িত হইব না। আমি কোন অন্যায় করি নাই, আইন অনুসারে আপনারা আমাকে দণ্ড দান করুন।"

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ সামরিক আদালত তাঁহাকে ৩ বৎসরের নির্জন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া তাঁহার রাষ্ট্রসেবার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন!

ইরাণের আইন-পরিষদ বাতিল

ইরাণের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলবী বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ইরাণী আইনসভার উভয় পরিষদ —সিনেট ও মজলিস ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ডাঃ মোসাদ্দেকের পদচ্যুতির পর শাহের নির্দেশক্রমে জেনারেল জাহেদী যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন উহার পশ্চাতে বর্তমান আইন-পরিষদের শাসনতান্ত্রিক সমর্থন না থাকায় নূতন নির্বাচনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আগামী নির্বাচনের ফলাফলের উপর জাহেদী সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। ইরাণী জনগণের এক বৃহৎ অংশ যে মোসাদ্দেকেরই সমর্থক উহার প্রমাণ সংবাদ সরবরাহের কঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আগামী নির্বাচনে জনগণ তাহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করিতে পারিবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

তিউনিসিয়ার ফরাসী নৃশংসতা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট সম্প্রতি করাচীস্থ তিউনিসীয় দফতর তিউনিসিয়ার মুছলমানদের উপর ফরাসী শাসকগোষ্ঠির যে অত্যাচারের বিবরণ পাক-প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে স্থবির ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস মরণ কামড়ই আমরা লক্ষ করিতেছি। সাম্রাজ্যবাদীদের বর্তমান নিষ্ঠুর আচরণ পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় রাস্তায় অবলীলাক্রমে নরহত্যাসাধন এবং কারণে অকারণে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠিয়াছে। উহার মজলুম জনসাধারণ সৈন্যবাহিনীর গুলি হইতে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় লইতেছে কিন্তু তবুও নিস্তার নাই। সুসজ্জিত ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনী সেখানেও ধাওয়া করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বেসামরিক ফরাসী সন্ত্রাসবাদীর দল সহরের বহু নাগরিক এবং কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া, বহুলোককে কারাগারে প্রেরণ অথবা নির্বাসন দিয়া এবং নানাভাবে — অপরদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। এইসব হত্যাকাণ্ড এবং নৃশংসলীলা সুপরিকল্পিত উপায়েই চালান হইতেছে। বিশ্বের প্রায়

www.ahlehadeethbd.org

সমস্ত সভ্যজাতি এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিন্দা—করিলেও ফরাসী সরকার উহার থোড়াই মূল্য প্রদান করিতেছেন। জাতিসঙ্ঘেও এ সম্পর্কে অসার আলোচনা ভিন্ন ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। বাধ্য হইয়া তিউনিসিয়ার সংগ্রামী শক্তিকে ফরাসী অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য নূতন পথ নির্বাচন করিতে হইতেছে। তাঁহারা এতদিন পর প্রতিশোধমূলক কার্যপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হইবে। এই আসন্ন সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়বহুল হইবে কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কোন পথ উন্মুক্ত নাই। তাই চূড়ান্ত বিজয়ে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া নির্ভীকচিত্তে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন বলিয়া—তিউনিসিয়ার ফরাসীশাসন প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। একাজে বিভিন্ন মুছলিম রাষ্ট্রের এবং বিশেষ করিয়া বৃহত্তম মুছলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সক্রিয় সহানুভূতি এবং সমর্থন—একান্তভাবে প্রয়োজন। এই বাঞ্ছিত সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে এবং আন্দোলনের অবস্থা ওয়াকেফহাল রাখার পরিকল্পনায় করাচীতে একটি তিউনিসীয়—অফিস খোলা হইয়াছে।

জেরুজালেমে মুছলিম সম্মেলন

১৯শে ডিসেম্বর বিশ্ববার্তা রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি জেরুজালেমে এক মুছলিম সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের বিভিন্ন—প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগদান করেন। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের সারমর্ম এই : জেরুজালেম মুছলমানদের পবিত্র ভূমি, প্রত্যেক মুছলমানেরই উহা রক্ষা করা কর্তব্য। যে সকল শক্তি ইস্রাইলের সাহায্য করিতেছে তাহারা আরবদের শত্রু। জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিককরণের প্রচেষ্টা ষড়যন্ত্রমূলক এবং মুছলিম জাহান উহার প্রতিরোধ করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আরব মোহাজেরদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী পুনরুদ্ধারের জন্য মুছলিম জাহানকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ফেলিস্তিনের উন্নতির জন্য একটি তহবিল গঠন করিতে হইবে। এইসব সিদ্ধান্ত কিভাবে কতদূর কার্যকরী হইবে তাহাই দেখিবার বিষয়।

নিউইয়র্কের ১৮ই ডিসেম্বরের এক সংবাদে—প্রকাশ ফেলিস্তিনের মোহাজেরদের সাহায্যের জন্য জাতিসঙ্ঘের সাহায্য তহবিলে পাকিস্তান ১ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

বৃটেনের সুয়েজনীতি

সকলেই অবগত আছেন বৃটীশ পার্লামেন্টে—বর্তমানে দুইটি দল—রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল। এখন প্রথমোক্ত দলটি ক্ষমতায় সমাসীন। এই দলটি সুয়েজ সম্পর্কে যে রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করিতেছেন শ্রমিকদল উহার বিরোধিতাই করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে স্বয়ং রক্ষণশীল দলের ৪০ জন অসন্তুষ্ট সদস্য সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব—আনয়ন করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন—বিরোধীদল তাঁহাদিগকে সমর্থন করিবেন। কিন্তু কাজের বেলায় উহারা রক্ষণশীল দলের অনুসৃত নীতির প্রতিই সমর্থন জানাইয়া নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। আসল কথা, বৃটেন শীঘ্র সুয়েজঘাটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন, রক্ষণশীল বা শ্রমিক কোন দলই আন্তরিকভাবে তাহা চাহেন না।

সুদানের সাম্প্রতিক নির্বাচন।

সম্প্রতি সুদানের আইন-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই নিবাচনের ফলাফল সুদান ও মিসরবাসীগণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুদান মিসরের সহিত যুক্ত হইয়া নীল উপত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবে, না মিসরের সহিত সম্পর্কহীন পূর্ণ আজাদী লাভ করিবে, প্রকাশ এই নির্বাচনে তাহারই ফয়ছালা হইবে। সমগ্র মিসরবাসী এবং সুদানের অধিকাংশ অধিবাসী দীর্ঘ দিন হইতে উভয় দেশের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বাভাবিক মিলন কামনা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু বৃটেন উহার চিরচরিত কূটনৈতিক চালের সাহায্যে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধের বীজ জিয়াইয়া রাখিয়াছে এবং বাঞ্ছিত ঐক্য ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের পথে কৃত্রিম বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ কাল-ব্যাপী ইঙ্গমিসর বিরোধের ইহাও অন্যতম কারণ। সুখের বিষয়, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে সুদানের মিলনা-কাঙ্খী জাতীয়তাবাদী ইউনিয়নিষ্ট দল বিপুল ভোটা-ধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী উম্মাপার্টির পরাজয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয়েরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। এ সম্পর্কে দৈনিক আলআখবার পত্রিকার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"এই নির্বাচনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর এমন আঘাত হানা হইয়াছে যাহার ফলে তাঁহাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ৫০ বৎসর কাল যাবৎ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত একটা জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।"

দিল্লীতে কাশ্মীর বিশেষজ্ঞ কমিটীর বৈঠক

সম্প্রতি দিল্লীতে কাশ্মীরের নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের কাশ্মীর সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ কমিটী এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত আলোচনা চালান। ২৯শে ডিসেম্বর আলোচনার শেষে এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, কমিটির ক্ষমতা-ভুক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা সন্তোষজনকভাবে—অগ্রসর হইয়াছে। উভয় কমিটী এখন স্ব স্ব প্রধান মন্ত্রীর নিকট মতৈক্যে গৃহীত বিষয়সমূহ পেশ করিবেন। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার কোন্ কোন্ বিষয়ে কমিটী একমত হইয়াছেন জনগণকে তাহা এখনও জানার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। প্রধান মন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর তাঁহাদের দ্বারাই নাকি উহা বিঘোষিত হইবে। পুনরায় বিশেষজ্ঞ কমিটীর বৈঠক করাচীতে অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আলোচনার সমাপ্তি ঘটে নাই। অবশ্য কোন অচলাবস্থারও সৃষ্টি হয় নাই।

কাশ্মীরে কম্যুনিস্ট ঘাটি

ভারত দখলিকৃত কাশ্মীরের সোসিয়ালিস্ট দলের বিশিষ্ট সদস্য জনাব আহমদ দীন নয়া দিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, বখশী গোলাম মোহাম্মদের পরিচালিত কাশ্মীরের বর্তমান "জাতীয় সম্মেলন" এখন পুরাপুরিভাবে কম্যুনিস্টদের কুক্ষিগত! মন্ত্রিসভায় তাঁহারাই সংখ্যাধিক, শাসন ব্যবস্থাতেও তাঁহাদের অনুপ্রবেশ ভয়াবহ আকারে ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। স্মরণ রাখা কর্তব্য চীন ও সোভিয়েট সীমান্ত কাশ্মীর সীমান্ত হইতে খুব বেশী দূরে নহে।

হিন্দু মহাসভার নূতন পদক্ষেপ

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা শীঘ্রই ভারতে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করিবে এবং ইছলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রচারকার্য প্রতিরোধের জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবে।

ভারতে আত্মহত্যার হিড়িক

লোকিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ কি পরিমাণে উহার নাগরিক বৃন্দের আর্থিক সমৃদ্ধি ও মানসিক শান্তির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে বোম্বাই প্রদেশের সদ্য প্রকাশিত এক সংবাদ হইতে উহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করা যাইতে পারে। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের ভিতর বোম্বাই প্রদেশই আর্থিক সঙ্গতি এবং শিল্প সমৃদ্ধির দিক দিয়া সর্বাধিক উন্নত। এহেন প্রগতিশীল প্রদেশের অধিবাসীদের মনে নানা কারণে জীবনের প্রতি কিরূপ বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত হইয়াছে তাহা নিম্ন বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। বোম্বাই এর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন, বিগত ৫ বৎসরে

(অবশিষ্টাংশ ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمدالله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم
سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم *

তিন ইদ্দতে তিন তালাক

মোহাম্মদ খায়রুযযমান সরকার
রতনপুর, কোচাসহর—রংপুর।

বিভিন্ন ইদ্দতে (নারী ঋতুমতী হওয়ার পর পাক হইলে এক একটী ইদ্দত পূর্ণ হয়) যদি নারীকে তাহার পুরুষ তিনবার তালাক দিয়া থাকে, তাহা-হইলে সে স্ত্রীকে তাহার সেই পুরুষ কিছুতেই—ফিরাইয়া লইতে পারিবেনা। বিভিন্ন ঋতুমুক্ত পর্যায়ে তিন তালাক দেওয়ার পর উক্ত নারী তাহার তালাক-দাতা পুরুষের জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিয়াও সেই তালাকদত্তা নারীকে গ্রহণ করা হালাল হইবে না। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন :

قال الله تعالى سبحانه : الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ولايحل لكم ان تاخذوا مما آتيتمو هن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدودالله، فان خفتم الا يقيما حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - تلك حدودالله فلا تعتدوها ! و من يتعد حدود الله فاولائك هم الظالمون - فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ! فان طلقها، فلا جناح عليهما ان يتراجعا -

অর্থাৎ পুরুষ সর্বসাকুল্যে বিভিন্ন ইদ্দতে তাহার স্ত্রীকে দুইবার তালাক দিয়া তাহার তিনবার ঋতুমতী—হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে পুনগ্রহণ করিতে পারে। দুইবার পুনর্গ্রহণের পর হয় স্ত্রীর সহিত সদ্ভাবে দাম্পত্য-জীবন পালন করিতে হইবে, নতুবা তৃতীয় ইদ্দতে তৃতীয়বার তালাক — দিয়া অথবা পুনরায় তালাক না দিয়া ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর চির দিনের মত ভদ্রভাবে উক্ত নারীর সহিত সম্পর্ক ছেদন করিতে হইবে। আল্লাহ আদেশ করিতেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে বিবাহোপলক্ষে বা বিবাহিত জীবনে মহর, যৌতুক, অলংকার, পোষাক পরিচ্ছদ ও আছবাবপত্র ইত্যাদি যাহা প্রদান করিয়াছ, সেগুলির কোন — কিছুই গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল হইবেনা। অবশ্য স্ত্রী ও পুরুষ যদি উভয়েই এমন আশংকা করে যে; তাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারিবেনা— এরূপ অবস্থা ছাড়া! অর্থাৎ তোমরা স্ত্রী ও পুরুষ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভিতর থাকিয়া সংসার জীবন চালাইয়া যাইতে পারিবেনা বলিয়া যদি শংকিত হও, তাহা হইলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইবার বিনিময়ে স্ত্রী তাহার পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ আংশিক বা সমস্তই পুরুষকে প্রত্যর্পণ করিলে এই ভাবে সম্পর্কচ্ছেদ—খুলা এবং অর্থের প্রত্যর্পণ ও গ্রহণ স্ত্রী ও পুরুষ কাহারো জন্যই নিন্দনীয় হইবেনা। ইহা আল্লাহর বিধান— নির্ধারিত সীমা! তোমরা কদাচ ইহা লংঘন করিওনা। এবং যে পুরুষ বা স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমা উল্লংঘন করিয়া যাইবে,—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারাই প্রকৃত পক্ষে অত্যাচারী। **অতএব—যদি পুরুষ তাহার স্ত্রীকে তৃতীয় ইদ্দাতে তৃতীয়বারও তালাক দেয় তাহা হইলে সেই পুরুষের জন্য সেই স্ত্রী অতঃপর আর হালাল হইবেনা,** যত দিন না অন্য কোন পুরুষের সহিত সেই নারী বিবাহিতা হয়। অবশ্য এই দ্বিতীয়বারের বিবাহিত পুরুষ সেই নারীকে উপভোগ করার পর যদি স্বেচ্ছায় তাহাকে তালাক দেয়, তবেই ইদ্দৎ পূর্ণ হওয়ার পর পূর্বকার পুরুষ ও এই স্ত্রীর মধ্যে পুনর্বিবাহ সিদ্ধ—হইবে—আলবাকারা ২২৯ ও ২৩০ আয়ত, বিশুদ্ধ প্রয়োজনীয় টীকাসহ।

هٰذا حكم الله في الكتاب والله اعلم بالصواب –

নিকাহ ও তালাক

আযীমুদ্দীন মণ্ডল ও ডাঃ তছলীমুদ্দীন আহমদ ও দিগর ছাহেবান ফলবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ – রংপুর।

আপনাদের লিখিত বিবরণ অনুসারে আছমা বিবির পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ সুসিদ্ধ হইয়াছে। পিতার পক্ষে নাবালেগা কন্যাকে বিবাহিতা করার অধিকার অনস্বীকার্য। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক তাঁহার অপরিণত বয়স্কা কন্যা মুছলিমজননী আয়েশাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত পরিণীতা করিয়াছিলেন।

(৩৭৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তাঁহার প্রদেশে মোট ৮১৩২ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। তন্মধ্যে পারিবারিক কলহে ২৪০৪ জন, রোগ যন্ত্রণায় ৩৬০৫ জন, দারিদ্রের তাড়ণায় ১৪৮ জন, ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ১১ জন এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য হতাশ ব্যাঞ্জক কারণে এই অবাঞ্ছিত উপায়ে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এই হিসাব মতে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই দৈনিক প্রায় ৫ জন করিয়া লোক আত্মহত্যা করিতেছে।

বেরিয়া ও তাঁহার সহকারীবৃন্দের মৃত্যুদণ্ড

শান্তির স্বর্গরাজ্য কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় স্ট্যালিনের প্রাক্তন বিশ্বস্ত সহকর্মী, গুপ্ত পুলিশ ও জেলখানা সমূহের সর্বময়কর্তা এবং স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর—৩ প্রধানের অন্যতম মিঃ বেরিয়া ও তাঁহার ৬ জন সহকর্মীকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গত জুন মাস হইতে বিচার সাপেক্ষে সোভিয়েট কয়েদখানায় বন্দী রাখা হয়। সম্প্রতি তাঁহাদের বিচার প্রহসন শেষ হইয়াছে। কম্যুনিস্ট রাশিয়ার ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সন্দেহভাজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিলোপ সাধনের চিরাচরিত প্রথানুসারে হতভাগ্য বেরিয়া ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক সকলকে একত্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া নিষ্ঠুরভাবে গুলির আঘাতে হত্যা করা হইয়াছে!

তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁহারা শত্রুপক্ষের যোগসাজসে বর্তমান শাসনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বেরিয়ার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ইহাও ছিল যে, তিনি একসময়ে আজারবাইজানের গণতান্ত্রিক মোসাবাত পার্টি নামক এক প্রভাবসম্পন্ন মুছলিম প্রতিষ্ঠানের সহিত সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে—ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার জন্য কল্পিত কারণ সৃষ্টির এই কম্যুনিস্টিক টেকনিক নূতন কিছু না হইলেও এই সব ব্যাপারের পরও আমাদের—স্ব-দেশীয় নবদীক্ষিত কম্যুনিজম-পূজারীর দল রুশিয়া গণতান্ত্রিকতার ঢাক পিটাইতে এবং বাক স্বাধীনতার গগণবিদারী রব তুলিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিবেন কি?

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন — باب انكاح الرجل ولده الصغار -

"পুরুষের স্বীয় অপরিণত বয়স্ক সন্তানদের বিবাহিত করার অধ্যায়।" কোরআনে যেসকল নারীর ঋতুমতী হওয়ার আর সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ বৃদ্ধা নারী এবং যেসকল নারী ঋতুমতী হয়নাই অর্থাৎ অপরিণত বয়স্কা উভয় শ্রেণীর নারীদের তালাকের ইদ্দৎ তিনমাস নির্ধারিত হইয়াছে—দেখ ছুরত-আত্তালাক, ৪ আয়ত। বালেগা অক্ষতা বা ক্ষতযোনী নারীর বিনানুমতিতে পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবাহ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্থগিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া যে সকল হাদীছ পরিদৃষ্ট হয়, সেগুলির সাহায্যে পিতার পক্ষে অপরিণতা নারীকে বিবাহিতা করার অধিকার বাতিল হয়না। এই দুইটী ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পিতার জন্য নাবালেগা কন্যাকে বিবাহিতা করার অধিকার বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম হাছান বছ্‌রী, ইমাম মালেক ইমাম আবুহানীফা, ইমাম দাউদ যাহেরী ও ইমাম বুখারী প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে আছমার স্বামী তাহাকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তাহার পিতার পক্ষে তাহাকে অন্যত্র বিবাহিতা করা অসিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ উহা আদৌ বিবাহ পর্যায়ভুক্ত হয় নাই। কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ যে, বিবাহিতা নারী মুছলমানদের জন্য والمحصنات من النساء - হারাম! সুতরাং আছ্‌মার পিতা জামাতা বা বৈবাহিকের প্রতি ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে—হারামকার্য করিয়াছে, তজ্জন্য সে দণ্ডনীয় হইবে এবং উক্ত হারাম বিবাহকে বাতিল জানিতে হইবে। এক্ষণে যদি আছ্‌মার স্বামীর নিকট হইতে খুলা গৃহীত হইয়া থাকে আর যে পুরুষের সহিত — আছমাকে অবৈধ বিবাহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, আছমা যদি তাহার সংগেই বিবাহিতা হইতে চায়, তাহা হইলে খুলার ইদ্দত অন্তে উভয়ের প্রতি ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করার পর বিবাহ পড়াইতে হইবে। ইহা পুনর্বিবাহ নয়, ইহাই প্রকৃত বিবাহ হইবে, কারণ অবৈধ বিবাহ, বিবাহ পর্যায়ভুক্ত নয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

মুছিন্নার তাৎপর্য,

মোহাম্মদ শিহাবুদ্দীন,— বেনাদহ, মল্লিকপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

ইমাম আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম, আবুদাউদ, নাছায়ী ও ইব্‌নেমাজা প্রভৃতি হযরত জাবেরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন,—তোমরা— (ঈদে-কুরবান উপলক্ষে) "মুছিন্না" ছাড়া অন্য কিছু যবহ্ করিওনা। لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن -

যদি "মুছিন্না" প্রাপ্ত হওয়া তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয় তাহা হইলে ভেড়া বা দুম্বার "জযঅ" যবহ্ করিও —ছহীহ মুছলিম, নববী সহ (২) ১৫৫ পৃঃ।

ইমাম মালেক নাফে'র বাচনিক রেওয়ায়ত—করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর উষ্ট্র ও গরুছাগলের মধ্যে যেগুলি 'মুছিন্না' হয় নাই এবং যেসকল পশুর দেহে কোন দোষ রহিয়াছে, সেরূপ উহিয়া কুরবানী করা সম্বন্ধে সাবধান থাকিতেন—মুওয়াত্তা মালেক, (১) ১৮১ পৃঃ। এই আছরটী ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানও ইমাম মালেকের প্রমুখাৎ উল্লিখিত ছনদসহকারে স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে "সাবধান থাকিতেন"—বাক্যের পরিবর্তে "নিষেধ করিতেন" উল্লিখিত আছে —মুওয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ (১) ২৬২ পৃঃ।

আরাবী ভাষার বৃহত্তম ও বিশ্বস্ততম অভিধান 'লিছানুল আরবে' উক্ত اسن اذا ثبت سنه الذى

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে. আছান্ন শব্দের يصير مسنا من الدواب — অর্থ—যখন পশুর — দন্তোদ্‌গম হইল. যাহার দরুণ উহা 'মুছিন্না'য় পরিণত হইল। হয্‌রত মুআয বলিয়াছেন, আমাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন ইয়ামানে প্রেরণ করিলেন তখন (যাকাতের দরুণ) প্রত্যেক ত্রিশটী গরুর জন্য একটী করিয়া বাছুর এবং প্রত্যেক চল্লিশটী গরুর জন্য একটী করিয়া 'মুছিন্না' আদায় করার আদেশ দিয়াছিলেন। গরু এবং ছাগলের মুখে সম্মুখের দাঁত (কর্তন দন্ত,—Cutting teeth) উদ্‌গত হইলে তাহাকে 'মুছিন্নাহ্‌' বলা হইয়া থাকে। সম্মুখের দুগ্ধ-দন্ত পতিত হইলেই পশুকে বলা হইবে—আছান্নাত। মানুষ ভারী বয়সের হইলে যেমন তাহাকে 'মুছিন্ন' বলা হয়, পশুদের—বেলায় আছন্নানের সে অর্থ গৃহীত হয় না, তখন উহার অর্থ হইবে কর্তন দন্তের উদ্‌গম। হয্‌রত ইবনেউমরের হাদীছের অন্তর্গত উক্তি 'লম্‌ তুছনিন' বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কুরবানীর যে পশুর দন্তোদগম হয় নাই। لم تنبت اسنانها — "ছান্নাতিল বুদন" বাক্যের অর্থ হইল উষ্ট্রীর — দন্তোদ্‌গম হইয়াছে। اذا اثنت فقد اسنت — পশুর মুখে যখন সম্মুখের দাঁত উদগত হইল তখন সে "মুছিন্না" হইল—১৭শ খণ্ড, ৮৫ পৃঃ।

'মুগরব' নামক অভিধানে কথিত হইয়াছে,—প্রথমে 'মুছিন্না' শব্দ শুধু উষ্ট্রের জন্য ব্যবহৃত হইত, পরে অন্যান্য পশুর জন্যও ইহার প্রয়োগ হইতে থাকে। পশুর দন্তোদ্‌গমের ফলে যখন উহা (বাছুরের পর্যায় হইতে উন্নত হইয়া) পরিণত পশুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন উহাকে মুছিন্না বলা হইবে। সর্বনিম্নে সম্মুখ-ভাগের দন্ত উদ্‌গত হওয়ার সময় হইতে সর্বাধিক ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত ছাগল ও গরুকে মুছিন্না বলা হয়,—২৬৬ পৃঃ।

হাদীছের অভিধান নিহায়ায় উল্লিখিত আছে, আযহারী বলিয়াছেন, গরু ও ছাগলকে 'মুছিন্ন' বলা হয় সেই সময়ে, যখন উহাদের দন্তোদ্‌গম হয়। "মুছিন্ন" হওয়ার অর্থ وليس معنى اسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها — মানুষের পক্ষে যেমন অধিক বয়স্ক হওয়া বুঝায়, গরু ছাগলের জন্য সে অর্থ বুঝায়না। পশুর বেলায় উহার অর্থ হইবে দন্তোদ্‌গম হওয়া—(২) ২০২ পৃঃ।

'মুন্‌জিদ' নামক প্রচলিত অভিধানে কথিত হইয়াছে, মানুষের — اسن الرجل شاخ اسن الصبي نبتت اسنانه — اسن الله سنه انبته — বেলায় 'আছান্না' প্রযুক্ত হইলে উহার অর্থ হইবে সে বৃদ্ধ হইয়াছে আর শিশুর বেলায় প্রযুক্ত হইলে উহার তাৎপর্য হইবে তাহার দন্ত উদ্‌গত হইয়াছে—যদি কেহ বলে—'আছান্নাল্লাহো ছিন্নাহু' তাহার অর্থ হইবে আল্লাহ তাহার দন্ত উদ্‌গত করুন,—৩৬৫ পৃঃ।

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, উট, গরু ও ছাগল দন্তোদ্‌গমের (সম্মুখ ভাগের) সময় হইতে, তদূর্ধ বয়স্ক হইলে বিদ্বানগণ উহাদেরকে 'মুছিন্না' বলিয়াছেন। 'জযঅ্‌' অপেক্ষা এক বৎসরের অধিক বয়স্ক,—শরহে মুছলিম (২) ১৫৫ পৃঃ।

হাফেয ইবনে হজর লিখিয়াছেন, ইবনুত্‌তীন দাউদীর প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন, নূতন দাঁত (খাদ্য দন্ত) লাভ করার বিনিময়ে যখন পশুর দুধের দাঁত পড়িয়া যায় তখন তাহাকে 'মুছিন্না' বলে—ফত্‌হুলবারী (১০) ১১ পৃঃ।

শয়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখিয়াছেন, পশুকে মুছিন্না বলার কারণ এই যে, তাহার মুখের সম্মুখবর্তী দাঁত দুইটী সে ফেলিয়া দেয়,—আশি'আতুল লমআৎ (১) ৬৪৯ পৃঃ।

মোটের উপর আরাবীভাষার দিক দিয়া 'মুছিন্না'

www.ahlehadeethbd.org

শব্দের অর্থ সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই কিন্তু বৎসর হিসাবে বয়স নির্ণয় করিতে গিয়া বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে।

লিছানে কথিত হইয়াছে, উষ্ট্র ষষ্ঠ বর্ষে আর গরু ছাগল তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিলে 'মুছিন্না' হয়।

'মুগ্‌রবে' উল্লিখিত হইয়াছে, খণ্ডিতখুর الظلف পশু দুই বৎসর শেষ করিয়া তৃতীয় বৎসরে আর অখণ্ডিত খুর (الحافر) তিন বৎসর শেষ করিয়া ৪র্থ বর্ষে প্রবেশ করিলে মুছিন্না হয় এবং তাহার পূর্বে 'জযঅ' থাকে। তহ্‌যীব গ্রন্থে গরু ও ছাগলকে উষ্ট্রের ন্যায় গণ্য করা হইয়াছে। জওহরী বিভক্ত ও অবিভক্ত খুর উভয় শ্রেণীর পশুর জন্য তৃতীয় বৎসরে মুছিন্না হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরোযাবাদী ও ইব্‌নুল-আছীর উষ্ট্রের জন্য ৬ষ্ঠ বৎসরে ও গরু ছাগলের জন্য তৃতীয় বৎসরে প্রবেশকালকে উহাদের মুছিন্না হওয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আযহারী আছমায়ী, আবু-যিয়াদ কিলাবী, আবুযয়েদ আনছারী, সকলেই অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু ইব্‌নুল মালিক বলেন, ভেড়া, দুম্বা ও ছাগল এক বৎসর পূর্ণ হইলেই মুছিন্না হইল। ইব্‌নে ফারিছ বলেন, ছাগলের বাচ্চা তৃতীয় বৎসরে প্রবেশ করা চাই। ইব্‌নে হজরও এই কথা বলিয়াছেন।

হিদায়ায় কথিত হইয়াছে ভেড়া ও ছাগল এক বৎসরের হওয়া চাই। ইব্‌নুলহুমাম বলেন, গরু ও ছাগলের দুই বৎসর শেষ হওয়া আবশ্যক। জামে-উর্‌রমুযে উক্ত হইয়াছে ভেড়া ও ছাগল ইত্যাদি দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিলেও চলিবে। শয়খ আবদুলহক দেহলভী বলেন, উষ্ট্রের ৬ষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করা আবশ্যক কিন্তু খুলাছা গ্রন্থে উষ্ট্রের জন্য চারি বৎসর আর গরুর জন্য দুই বৎসর পূর্ণ হওয়া আর ছাগল ও মেষের জন্য এক বৎসর বয়স্ক হওয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মক্‌দছী হাম্বলী ফিক্‌হ গ্রন্থ 'মুগ্‌নী'তে — লিখিয়াছেন, ছাগলের এক বৎসর পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে আর গরুর দুই বৎসর পূর্ণ হইয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেই চলিবে। হাফেয মন্‌যরী বলেন, গরু ৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৪র্থ বর্ষে পড়া চাই। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ লিখিয়াছেন, গরু ও ছাগলের দুই বৎসর শেষ করিয়া তৃতীয় বৎসরে পড়া আবশ্যক।

ফলকথা বিদ্বানগণের উক্তিগুলি অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে এত মতভেদ ঘটিয়াছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক জন বিদ্বানও জিজ্ঞাসাকারীর বর্ণিত মুছিন্নার ব্যাখ্যা অর্থাৎ গোশ্‌তের ওজনের কথা উচ্চারণ করেন নাই। অবশ্য কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট ও মাংসবহুল হওয়াই শরীআতের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত কৃশ ও অস্থিচর্মসার পশুর কুরবানী নিষিদ্ধও হইয়াছে কিন্তু তজ্জন্য হাদীছে স্বতন্ত্র আদেশও বিদ্যমান রহিয়াছে। 'মুছিন্না'র সহিত গোশ্‌তের ওজন বা পরিমাণের কোনই সম্পর্ক নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) আরব দেশে ও আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং সমুদয় প্রহেলিকা ও দুঃস্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া আরাবী সাহিত্য ও অভিধান অনুসারেই তাঁহার পবিত্র — নির্দেশের তাৎপর্য উদ্ধার করা কর্তব্য। *

والحمدلله اولا و آخرا ظاهرا و باطنا - و صلى الله على سيدنا محمدن النبى الامى العربى وازواجه امهات المؤمنين و آله و صحبه اجمعين -

* বিদ্বানগণের উক্তি যেসকল গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে, সেগুলির উল্লেখ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

লিছানুল আরব (১৭) ৮৫ পৃঃ; (১৮) ১৩৩ পৃঃ; মুগরব ৬৯ পৃঃ; ছিহাহ (২) ৪৫৪ পৃঃ; কামুছ (৪) ৩০৯ পৃঃ; নিহায়া (১) ১৬১ পৃঃ; (২) ২০২ পৃঃ; মুগ্‌নী (১১) ১০০ পৃঃ; আওনুলমাবুদ (৩) ৫৩ পৃঃ; ফত্‌হুলবারী (১০) ১১ পৃঃ; হিদায়া ফত্‌হুলকদীর সহ (৮) ৭৬ পৃঃ; ফত্‌হুলকদীর ইনায়া সহ (১) ৪৯৯ পৃঃ। জামেউররমুয ৫৫৯ পৃঃ; আশিআতুল লমআত (১) ৬০৯ পৃঃ; মুছফ্‌ফা (১) — ১৮১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

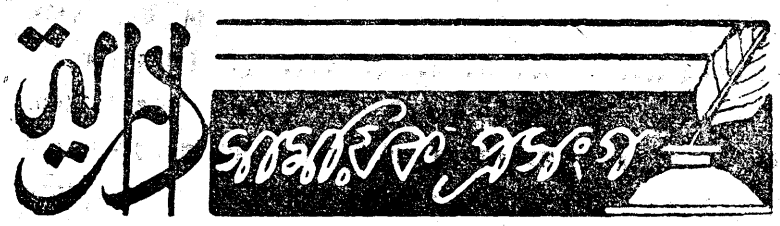

যুগান্তকারী ওফাত,

বিশ্ববরেণ্য মহাবিদ্বান রছুলুল্লাহর (দঃ) বৃহত্তম জীবনী সংকলয়িতা, আলিমে বা আমল, আলহাজ্ব আল্লামা ছৈয়েদ ছুলয়মান নদভী আর ইহজগতে নাই। মৃত্যুর কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত থাকা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নাহইলেও মৃত্যু বাণের এই অবধারিত—আঘাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে কোন বিপর্যয় ঘটাইতে পারেনা, কিন্তু মুষ্টিমেয় এরূপ সৌভাগ্যবান পুরুষও দুনিয়ার বুকে বাস করেন, যাঁহাদের তিরোভাব যুগান্তকারী দুর্ঘটনা রূপে গণনা করা হয়। আল্লামা ছৈয়েদ ছুলয়মান নদ্‌ভী এই মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান পুরুষদেরই একজন ছিলেন। যাঁহাদের কঠোর সাধনায় এবং প্রগাঢ় জ্ঞান গরীমায় পাক-ভারতে শত শত বর্ষের অনৈছলামিক জাহেলী পরিবেশে আজও ইছলাম অমরত্বের হিরন্ময় সিংহাসনে সমারূঢ় রহিয়াছে,—আল্লামা ছৈয়েদ ছুলয়মান নদভী তাঁহাদেরই অন্যতম। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রূপে তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে ইছলাম জগতে অন্য কাহারো পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই, অথচ তাঁহার অভিনবত্ব ছিল এই যে, তাঁহার কর্মতৎপরতা শুধু গ্রন্থাগারের চতুঃসীমার ভিতর আবদ্ধ ছিলনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বহু-গ্রন্থ-প্রণেতাগণের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'নদ্‌ওয়াতুল উলামা'র ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ও আযমগড়ে অবস্থিত শিবলী অ্যাকাডেমী ও প্রণয়নাগারের (দারুল মুছন্নিফীন) ন্যায় ভুবনবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। তিনি আন্‌নদওয়া, মআরিফ ও আলহিলালের ন্যায় অতুলনীয় মাসিক ও সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। পঠন ও পাঠন লিখন ও সম্পাদন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যতীত দেশের শিক্ষা, রাজনীতি ও সংস্কৃতিমূলক সমস্ত আন্দোলনের সংগেই তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি নবীন ও প্রবীন মতবাদের সমন্বয়কারী, তিনি খিলাফত—আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম নেতাদের অন্যতম, তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগণ্য পুরোহিত, তিনি আরব ও বিলাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিপুটেশনসমূহে ইছলাম ও পাক ভারতী মুছলিম সমাজের বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি, ভূপাল রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং পাক গণপরিষদে ইছলামী স্বার্থের যোগ্যতম প্রতিভূ এবং হিন্দু-মুছলিম ঐক্যের সেতুবন্ধন ছিলেন। এহেন সৌভাগ্যবান ও কীর্তিমান মহাবিদ্বানের মহাপ্রয়ান বিশ্বের বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর দুর্ভাগ্য, মানব সমাজের দুর্ভাগ্য এবং পাকিস্তানের মহাদুর্ভাগ্য! পাকিস্তান সরকার এহেন সর্বগুণসম্পন্ন ক্ষণজন্মা পুরুষের ওফাত উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেননাই। জয়ন্তি ও বার্ষিকী প্লাবিত এই পূর্ব বাঙলার তথাকথিত শিক্ষিত দলও এই মহামনীষীর আত্মার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু যাহারা ইছলামী জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পাক-ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, মরহুম ছৈয়েদ ছুলয়মান তাঁহাদের মানসপটে অমরত্বের যে সুবর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অনাগত ভবিষ্যতের ঝড় ঝঞ্ঝা তাহা কোন দিন—অপসারিত করিতে পারিবেনা। আমরা মরহুমের

www.ahlehadeethbd.org

আত্মার জন্য তৃপ্তি ও শান্তি এবং ফিরদওছের উচ্চ-বাগীচায় অবস্থান কামনা করি। পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্লেহাদীছের পক্ষ হইতে মরহুমের জন্য জানাযার গায়েব ও শোকসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

মরহুম মওলানা আবদুল মজীদ,

রাজসাহী টাউনের উপকণ্ঠে অবস্থিত শ্যামপুর নিবাসী মওলানা আবদুলমজীদ ছাহেবের ইন্তিকালের সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি স্বাভাবিক বয়সেই দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ওফাত অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু মরহুম যেসকল সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন, তাঁহার বন্ধুমহলে দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলির উত্তরাধিকারী — আমরা অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিনা।— সংকীর্ণ পরিবেশে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তিনি যে ঔদার্য ও সামাজিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা, তাঁহার দূরবর্তী গুণগ্রাহীরা তাঁহার কথা সহজে ভুলিতে পারিবনা! তাঁহার সমবয়স্ক প্রাচীন আলেম রাজসাহী যিলায় অতঃপর হয়তো খুব অল্পই রহিলেন। আমরা মরহুমের আত্মার মুক্তি ও ঋদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের পক্ষ হইতে তাঁহার জানাযার গায়েব আদা করা হইয়াছে। মরহুমের বিধবা ও পুত্রকন্যা এবং আত্মীয়স্বজনদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

জিজ্ঞাসা ও উত্তর,

তর্জুমানুলহাদীছের "জিজ্ঞাসা ও উত্তর" স্তম্ভে যেসকল প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়, তজ্জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হয়না, অথচ জওয়াবগুলি গতানুগতিক পদ্ধতিতেও দেওয়া হয়না। জওয়াবগুলির জন্য কিরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনুমান করিতে পারেন। সংগে সংগে একথাও সর্বজন বিদিত যে, 'তর্জুমানে'র ন্যায় ক্ষুদ্র কলেবরের মাসিকে জিজ্ঞাসা ও উত্তরের জন্য স্থানের প্রাচুর্য নাই এবং ফত্ওয়া বিভাগের জন্য বিশিষ্ট ও যোগ্য বিদ্বানের খিদ্‌মত লাভকরাও আমাদের পক্ষে এযাবৎ সম্ভবপর হয় নাই। পক্ষান্তরে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা সমূহের — প্রাচুর্য দেখিয়া সম্পাদককে শিহরিত হইতে হয়! পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাকারীগণ— এসকল বিষয়ে অবহিত হইতেছেননা। কেহ কেহ তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর 'তর্জুমানে' দেখিতে না পাইয়া অভিমানও করিয়া থাকেন। কিন্তু 'তর্জুমান' যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে আর আমরা যাহাতে আমাদের সুহৃদবর্গের ফর্‌মায়েশগুলি মিটাইতে পারি, তজ্জন্য তাঁহারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন না। সর্বোপরি একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা "সবজান্তা" নই। সকল প্রশ্নের জওয়াব যে আমরা প্রদান করিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা আমাদের পক্ষে গৌরবজনক হইলেও দুঃখের বিষয় উহা সঠিক নয়! আর তর্জুমানের সম্পাদক যে কিরূপ রোগজীর্ণ ও অসহায় ব্যক্তি, সে কথাও বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নয়। মোটের উপর আমরা জিজ্ঞাসাকারীদের খিদ্‌মতে পুনরায় কয়েকটী কথা আরয করিয়া রাখিতেছি।

(ক) আমরা সমুদয় প্রশ্নের জওয়াব নির্ধারিত সময়ের ভিতর প্রকাশ করিতে সমর্থ নই। যেসকল জিজ্ঞাসার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিব এবং যেগুলির উত্তর প্রদান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইবে এবং এই স্তম্ভের জন্য 'তর্জুমানে' যতটুকু স্থান সংকুলিত হইবে, শুধু সেই সকল জিজ্ঞাসার ততটুকু জওয়াব লেখার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

(খ) জিজ্ঞাসাগুলির জওয়াব তর্জুমানের পৃষ্ঠাতেই প্রকাশলাভ করিবে, স্বতন্ত্রভাবে ফত্ওয়া প্রেরণ করা সম্ভবপর হইবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(গ) কোন "জিজ্ঞাসা" ফেরৎ দেওয়া হইবেনা, সবগুলির অনুলিপি জিজ্ঞাসাকারীদের রক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) জিজ্ঞাসাগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্ন ভাবে লেখিয়া খামের উপর "জিজ্ঞাসা" শব্দটী সন্নিবেশিত করিয়া রেজেস্টারী ডাকে সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। জওয়াবের জন্য টিকিট, খাম বা রিপ্লাই কার্ড কেহ প্রেরণ করিবেননা।

কাগজের দুর্ভিক্ষ,

যে সকল কারণে আমরা নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও "তর্জুমানুলহাদীছ" কে নিয়মিত করিতে পারিতেছিনা, তন্মধ্যে কাগজের দুর্ভিক্ষ অন্যতম প্রধান—কারণ! এতদিন পর্যন্ত আমরা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ এমন কি চতুর্গুণ মূল্যেও কাগজ কিনিয়া হাজার হাজার টাকা নোক্‌ছান সহিয়া "তর্জুমান" প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন হইতে সরকার কর্তৃক কাগজ কণ্ট্রোল হওয়ায় এবং পারমিটের অধিকার মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার আর আংশিকভাবে পূর্বপাক সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করায় আমরা বিলকুল অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছি। বহু অর্থব্যয়, দৌড়াদৌড়ি ও পরিশ্রমের পর আমরা মাত্র ৬ রিম কাগজের পার্মিট লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া যে কাগজ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে তর্জুমানের আকার ও সৌষ্ঠব বিকৃত ও খর্ব হইয়াছে, ইহার জন্য আমাদের মনঃকষ্টের ইয়ত্তা নাই! আবার প্রত্যেক মাসের জন্য নূতন নূতন পার্মিটের আবশ্যক হইবে এবং কাগজ সংগ্রহ করার জন্য ভিন্ন টাউনে ধরা দিয়া বেড়াইতে হইবে। তর্জুমানের উপর আমাদের কর্তৃপক্ষগণের এমনিই যে স্নেহ দৃষ্টি! তাহাতে এই সকল বাধাবিঘ্নের ভিতর পূর্বপাকিস্তানের এই একমাত্র ইছ্‌লামী আদর্শের মাসিক খানা রক্ষা পাইবে কিনা, কে জানে? সহৃদয় গ্রাহকগণ, আশা করি আমাদের জন্য দোআ এবং আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিবেন।

বিদ্রূপ না বিভীষিকা?

পূর্বপাক সরকারের প্রচার বিভাগের অন্যতম সাপ্তাহিক "পাকিস্তানী খবরে" এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক তাঁহার ঔষধালয়ের এক চমৎকার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। ঔষধের বিজ্ঞাপনে পাকিস্তানের জনক মরহুম কায়েদে আযমকে লইয়া যে তামাশা করা হইয়াছে, টাকার বিনিময়ে যাঁহারা এই বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছেন, তাঁহারাই উহার রস-উপভোগ করিবেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনের সর্বাপেক্ষা—আজব চীয হইতেছে কোরআনমজীদের একটী পবিত্র আয়তের ব্লক ও উহার ব্যাখ্যা! ছুরত-আলে ইম্‌রানের সুপ্রসিদ্ধ আয়ত—তোমরা সকলেই সমবেতভাবে واعتصموا بحبل الله جميعا কোরআন কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এই আয়তের সহিত ঔষধ বিক্রয়ের সামঞ্জস্য কোথায়, এবং কোরআনকে অনুসরণ—করার সংগে 'সাধনা ঔষধালয় কর্তৃক আয়ুর্বেদের বাণী ঘরে ঘরে প্রচার করার' সুসংগতি কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়নাই। আমরা যোগেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তিনি কি স্বয়ং কোরআন অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন? না তিনি কোরআনের আয়ত লইয়া পূর্বপাকিস্তানের মুছলিম সমাজকে প্রতারিত করিতে চাহেন মাত্র? শুধু টাকার লোভে কোরআন কে লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও প্রতারণাকে পূর্বপাকিস্তানের মুখপত্রগুলি বিশেষতঃ "পাকিস্তানী খবরের" কর্তৃপক্ষগণ যেভাবে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহা অতিশয় আপত্তিকর এবং ঘৃণাব্যঞ্জক! আমাদের সুরুচিপন্ন সাংবাদিকগণ এবং আমাদের রাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের কর্মচারীগণ ইছ্‌লামী-রাষ্ট্র

www.ahlehadeethbd.org

বলিতে কি বুঝেন এবং ইছলাম ও কোরআনের প্রতি তাঁহাদের দরদের প্রকৃত স্বরূপ কি, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সহজেই হৃদয়ংগম করা যাইতে পারে! এই বিজ্ঞাপনটী অনুরূপ ভাবে ইছলামী কৃষ্টি ও তমদ্দুনের ভারবাহী একখানা সাময়িক পত্রেও প্রকাশ-লাভ করিয়াছে! কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং!

কুফরীর ফতওয়া,

এই প্রসংগে আর একটী প্রচার-পুস্তিকার কথা উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইবার উপায় নাই। কতক-গুলি হস্তিমূর্খ, যাহারা কোরআনের সর্বজনবিদিত আয়তগুলি পর্যন্ত বিশুদ্ধ রূপে লেখিতে সমর্থ নয়, যাহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান-গরীমা বালকদের মধ্যেও কৌতুক জাগ্রত করে, যাহাদের বীরত্ব ও সৎসাহসের যবরদস্ত বাহাদুরী এই যে, এই ফত্‌ওয়ায় তাহারা নিজেদের নাম পর্যন্ত সন্নিবেশিত করিতে পারেনাই, প্রেসের নাম উল্লেখ করার মত সদ্‌বুদ্ধিও ইহাদের মধ্যে উদ্রিক্ত হয় নাই!—অথচ ইহারা এই জাহেলী ফত্‌ওয়ার সাহায্যে—উলামায়-ইছলামের বিলোপ সাধনের হুম্‌কি দিয়াছে! নামধাম ও প্রেসের পরিচয় শূন্য এই বিজ্ঞাপনটী প্রকৃতপক্ষে কাহাদের কীর্তি, ঈমানী প্রজ্ঞার সাহায্যে তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়, কিন্তু এদেশে প্রেস-আইন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কি কেবল—জনসাধারণের জন্যই? সাম্প্রদায়িকতা ও কলহের যে আগুন এই তথাকথিত সত্যসন্ধানীরা জ্বালাইবার অপচেষ্টা করিয়াছে, পাকসরকার তাহাদিগকে পর্দার অন্তরাল হইতে টানিয়া আনিয়া জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইবেন কি? ইন্‌শাআল্লাহ আমরা এই ফত্‌ওয়ার প্রকৃত স্বরূপ অচিরেই উদ্‌ঘাটন করিতে ব্রতী হইব।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب -

পাকিস্তান কোন্ মুখে?

ইছলামী রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের স্বার্থ অভিন্ন,—সুতরাং ইছলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হইবে সে রাষ্ট্রে দলীয় স্বার্থ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের অবকাশ থাকিবেনা। অথচ প্রচলিত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হউক নাকেন, উহার নাগরিকগণের স্বার্থ কখনও অভিন্ন হয় না। আদর্শগত বৈষম্য ছাড়া স্বার্থের দ্বন্দ্বও সর্বত্র বিরাজমান থাকে। তথাপি একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, মতের ও স্বার্থের যতই লড়াই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতি এবং উহার সংরক্ষণ কার্যে—পঞ্চম বাহিনী ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন দল-সমূহের মধ্যে কোন অনুদারতা ও কলহ পরিদৃষ্ট হয়না। রুশে লেনিনের আর আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটনের বার্ষিকী পালনে কি কোন দ্বিমত কেহ কল্পনা করিতে পারে? কিন্তু পাকিস্তানের আকাশ ও মাটি উভয়ই ভিন্ন রূপী! কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লতের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী এবং "ইয়াওমুন্‌নবী"র উৎসব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আচার (State function) রূপে বিঘোষিত হই-য়াছে। আমরা স্বয়ং নীতিগত ভাবে জন্ম ও মৃত্যু—বার্ষিকীর সার্থকতা স্বীকার করিনা, কিন্তু শাসনকর্তৃ-পক্ষদের ঔদাসীন্য বা অতিউদারতা আর অক্ষমতা বা অতিকর্তব্যপরায়ণতার তাড়নায় এই "রাষ্ট্রীয় আচার" গুলির পূর্বপাকিস্তানে দৈনন্দিন যে দুর্দশা ঘটিতেছে তাহা লক্ষ করিয়া আমাদের মস্তকও লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িতেছে।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের সরকার-বিরোধী দলগুলির কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অনেক সময়ে আমাদের মনে এ প্রশ্নও জাগিতেছে যে, এই বিরোধী দলগুলি শুধু বর্তমান গবর্ণমেণ্টকেই পরিবর্তিত করিতে—চাহিতেছেন, না ইহারা মূল পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই রসাতলে দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন? কারণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রত্যেকটী রাষ্ট্রীয় আচারের বিরোধ, এমন কি — "ইয়াওমুন্নবীর" আয়োজন পর্যন্ত পণ্ড করিয়া দিয়া সে দিবস কোন হর্তাল অভাবে কোন খেলাধূলার আয়োজনেই তাঁহাদের অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে দেখা যায়। এই সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত বিরোধী দলগুলি কস্মিনকালেও সহযোগ করেননা, বরং পারতপক্ষে তাঁহারা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ান। হিন্দুস্থানের কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকরা পাকিস্তানী আদর্শের যতবড় শত্রুই হউননা কেন, তাঁহাদের— বার্ষিকী ও জয়ন্তি পালনে এই বিরোধী দলগুলির যেরূপ অত্যুগ্র উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, পাকিস্তানের এবং পাক আদর্শের কবি, দার্শনিক ও জননায়ক-গণের স্মৃতিপালনে তাহার শতাংশ উৎসাহও তাঁহাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়না। পাকিস্তানের আদর্শ ও — দৃষ্টিভংগী সম্বন্ধেও ঠিক এই একই প্রশ্ন বিরোধী দলগুলির উপর প্রযোজ্য! এই দলগুলি সমবেত-ভাবে "মূলনীতি বিরোধী" দিবস পালন করিয়া— চলিয়াছেন! যে মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া পাকি-স্তানের সংগ্রাম বিঘোষিত হইয়াছিল এবং যাহার সমর্থনে অযুত কণ্ঠের জয়ধ্বনি আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করিয়াছিল, সরকারবিরোধী দলগুলি আজ শাসন বিশৃংখলার পর্দার আড়ালে সেই মূলনীতিরই কি মুণ্ডপাত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? না মূলনীতি-নির্ধারণ কমিটী কর্তৃক উপস্থাপিত ইছলামী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সামান্য যে কয়েকটী বাস্তব ও কার্যকরী ছুফারিশ গণপরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন,— ইছলাম-বিরোধী ফ্যাসিস্ট ও কম্যুনিস্টদের আব্দার রক্ষার জন্য সেই মূলনীতিগুলিরই ইঁহারা বিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? সত্যবটে, "বিরোধী যুক্তফ্রন্ট" তাঁহাদের ঘোষণাপত্রে বলিয়াছেন, তাঁহা-রাও কোরআন ও ছুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করিবেননা, কিন্তু কোরআন ও ছুন্নাহর মৌলিক নীতি যে কি চীয, তাহা— নির্ণয় করার জন্য আমাদিগকে সোভিয়েট রুশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে, না ইংগ-মার্কিন ভাডিক্টের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে? ভারতীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ফর্মান মানিতে হইবে, না— অন্ততঃ ভারতরাষ্ট্রে অবস্থিত কাদীয়ান শরীফের নূতন নবীর ওয়াহী অনুসরণ করিতে হইবে? এ-সকল নির্দেশ তাঁহারা প্রদান করেন নাই। ঠিক খোলাখুলিভাবে কোরআন ও ছুন্নাহর মৌলিক নীতির পর্দা অপসারিত না হইলেও পূর্বপাকিস্তানে "মযহুর আন্দোলনে"র যে ঝড় প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ পক্ষে ইহা প্রতিপন্ন— হইতেছে যে, বিরোধী দলগুলি কোরআন ও ছুন্নাহর যে মৌলিক নীতি অনুসরণ করিয়া আইন রচনা করিবেন, সেই মৌলিক নীতির ভিতর "শ্রেণী-সংগ্রাম" একটী অপরিহার্য অংগ!

জ্বলন্ত খোলা, না জ্বলন্ত চুলা?

কিন্তু কোরআন ও ছুন্নাহর এই অপরূপ মৌলিক ব্যাখ্যার জন্য শুধু বিরোধীদলের কথায় হাহুতাশ করিয়াই বা কি হইবে? পাকিস্তান গণ-পরিষদ স্থির করিয়াছেন, পাকরাষ্ট্র সরকারীভাবে মুছলমানদিগকে তাহাদের সামাজিক জীবন কোরআন ও ছুন্নাহ অনু-সারে নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ প্রদান করিবে আর এই রাষ্ট্রের গভর্ণর-জেনারেল আলী জনাব — গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব তুরস্কের আংগোরায় — উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, পাকিস্তান আতা-তুর্ক মুছ্তফা কামালের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিবে! গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের শাসননীতি সম্বন্ধে এরূপ দায়িত্বহীন উক্তি ঘোষণা করার অধিকার লাভ করিলেন কেমন করিয়া, সে কথা কে বলিবে? মুছ্তফা কামালের পরিগৃহীত নীতি তুরস্ক ও বীর তুর্কীজাতিকে আজ কোন্ পর্যায়ে নামাইয়া দিয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের তাহা আলোচ্য নয়, আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, পাকিস্তানের জনক যদি মুছ্‌তফা কামালের পদাংক অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা পাকিস্তানের সংগ্রাম জিতিতে সক্ষম হইতেন কিংবা পাকপার্লামেণ্ট এই "পদাংক অনুসরণের" নীতি গ্রহণ করিতেন, আমাদের ক্ষোভ ও লজ্জার যতই কারণ হউকনা কেন, একথা ঘোষণা করার অধিকার আমরা গভর্ণর জেনারেল বা অন্যান্য রাষ্ট্রাধিনায়কদের জন্য অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতাম, কিন্তু বর্তমান পাক-গভর্ণর-জেনারেল যতদিন হইতে অধিনায়কত্বের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছেন ততদিন হইতে কায়েদে আযম ও কায়েদে-মিল্লতের চার্টারগুলি এবং অ্যাসেমব্লী ও পার্লামেণ্ট প্রভৃতি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের কাছে একান্ত অর্থহীন বোধ হইতেছে! তারপর মুছ্‌তফা-কামাল যাহাই করিয়া থাকুননা কেন, অন্ততঃ তিনি কুসংস্কারসম্পন্ন কবরপরস্তদের পর্যায়ভুক্ত ছিলেননা, কিন্তু আমাদের সংস্কারমুক্ত আলী জনাব গভর্ণর জেনারেল এক নিশ্বাসে মুছ্‌তফা কামালের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া সংগে সংগে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্ণৌর সন্নিহিত দেওয়া শরীফে তাঁহার পীরের কবরে হাযের হইয়া তাঁহার সিকিউলারিষ্‌মের যে স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন তাহার ফলে পাকিস্তানের নীতি সম্বন্ধে পৃথিবী কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে? পাকরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের কোন্‌টা সত্য? তাঁহার উক্তি না তাঁহার আচরণ? পাকিস্তানের নাগরিকরা আজ কোন্ পথে থাকিবে? জলন্ত কটাহে, না জলন্ত উনানে? আমাদের মাননীয় গভর্ণর জেনারেল—মোল্লাদের কোরআন ব্যাখ্যা করার দাবীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন, তিনি মেহেরবানী করিয়া স্বয়ং কোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়তটী বাহির করিয়া ইহার অর্থ অনুধাবন করিবেন কি?

يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟

كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون !

আসন্ন নির্বাচন, (পরিপ্রেক্ষণ)

পূর্বপাক আইন-পরিষদের নির্বাচন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, নির্বাচনী তোড়জোড়ও ততই প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। লীগ বিরোধী যুক্ত ফ্রণ্টে জনাব শহীদ ছুহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগ ও জনাব এ, কে ফযলুল হক ছাহেবের কৃষক শ্রমিক দল হাত মিলাইয়াছেন। রব্বানী পার্টিও যুক্ত ফ্রণ্টকে তাঁহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহারা দশটী আসনে তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী দাঁড় করাইবেন। নির্বাচনী তোড়জোড়ের নিষ্পেষণে জম্‌ঈয়তে উলামায় ইছলাম দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। একদল সরকারি মওলানাদের নেতৃত্বে হিয্‌বুল্লাহ পার্টি সহ মুছলিম লীগকে আর অন্য দলটী যুক্ত ফ্রণ্টকে সমর্থন জানাইয়াছেন। জম্‌ঈয়তে-উলামার সভাপতি জনাব মওলানা আতহার আলী ছাহেব একবার মুছলিম লীগের বিরুদ্ধে আর একবার স্বপক্ষে এবং পুনরায় বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন! তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনি অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন এবং দলের শক্তিমানদের হস্তে ক্রীড়নকে পর্যবসিত হইয়াছেন! কম্যুনিস্ট ও ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট, যুবলীগ, প্রগতিশীল লেখক সংঘ এবং বৃহত্তর ছাত্রদল যুক্ত-ফ্রণ্টকে সমর্থন করার আওতায় নির্বাচনী প্রোপাগাণ্ডার ভিতর দিয়া প্রকাশ্যে ও গোপনে পূর্বপাকিস্তানে কম্যুনিষ্‌মের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কার্যে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন! হিন্দুরাও এই সুযোগে হিন্দুস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিবার জন্য "যুক্তফ্রণ্ট" কে তাঁহাদের সমর্থন ও সহায়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মুছ্‌লিমলীগ,

মুছলিমলীগের নির্বাচনী ইশতিহার আমাদের এ যাবৎ দেখার সুযোগ ঘটে নাই। লীগের নেতৃ-

www.ahlehadeethbd.org

মণ্ডলী সকলেই সংহত ও সমস্বার্থ-বোধ-সম্পন্ন নহেন। কারণ এমন বহু নেতা ও উপনেতা লীগের ভিতর প্রবেশলাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের পাকিস্তান সংগ্রামে অতীত ও বর্তমানে কোনই অংশ নাই। কায়েদে-আযম মরহুম মুছলিম জাতীয়তা ও ইছলামী জীবনাদর্শের যে হিলালী পতাকা সমুন্নত করিয়াছিলেন, তাহার মূলে তাঁহারা কোন দিন সমবেত হননাই। পাকিস্তানের আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর সহিত তাঁহারা কখনও একমত হইতে পারেন নাই। অথচ ইহারা নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্তরবর্তীকালীন হৈ হাংগামার ফাঁকে আকস্মিক ভাবে লীগে প্রবেশ করিয়া "আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইয়াছেন। আজ মুছলিম লীগে হিলালী পতাকার উপহাসকারী, খোলাখুলি নাস্তিক, কম্যুনিস্ট, পুঁজিবাদী, উলামা বিদ্বেষী এবং স্বার্থসর্বস্ব লোকের—অভাব নাই। প্রকাশ্যে মুছলিম লীগ অভিন্ন ও অবিভক্ত পরিদৃষ্ট হইলেও আদর্শের বৈচিত্র এবং প্রধানতঃ স্বার্থের বৈষম্যের দরুণ ভিতরে ভিতরে এবং কৌশলে কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি যিলায় তঁহোদের এক দল অপর দলকে পরাভূত করার ষড়যন্ত্র করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেননা। বস্তুতঃ পাকিস্তান লাভ করার পর ক্ষমতার আসন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার উদ্দেশ্য ছাড়া মুছলিমলীগের সম্মুখে কোনই আদর্শ ও কর্মসূচি নাই। মুছলিম লীগের উকীল মুখ্তারদের মুখ হইতে কতকগুলি বাস্তব ও অবাস্তব দাবীর বুলি ছাড়া সুস্পষ্ট আদর্শের পটভূমিকায় সুনির্দিষ্ট ভাবী কর্মপন্থার সন্ধান শ্রবণ করার উপায় নাই। সমস্ত দাবীর সারৎসার এই যে, মুছলিমলীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সুতরাং নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের ইজারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তেই রাখিতে হইবে। অথচ মুছলিমলীগের বর্তমান কর্তৃপক্ষদলের সকলেই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কার্যে শরীক ছিলেননা এবং যাঁহারা শরীক ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই যে, আজ মুছলিম লীগ হইতে বিদূরিত, বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন, একথা ভুলিয়া যাওয়া সংগত নয়।

অধিকন্তু ইহাও বিস্মৃত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় যে, মুছলিমলীগ বৃক্ষ বা ফল বিশেষের নাম নয়, সম আদর্শ ও বোধ সম্পন্ন কতকগুলি মানুষের সমষ্টিকেই 'মুছলিম লীগ' বলা হইয়াছিল। চক্ষুকর্ণ বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করার জন্য পাকিস্তানের লড়াইয়ে সৈন্য দলের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বাহিনীতে পদাতিক ও অশ্বারোহী সব রকম সৈন্যই ছিলেন। নেতাদের নির্দেশক্রমে তখন হয়তো কলা গাছকেও ভোট দেওয়া অনুচিত হয় নাই, তাই অনেক বাস্তব কলাগাছও তখন পাক পার্লামেন্টে প্রবেশ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পাকিস্তানের লড়াই জিতিয়া লইবার পর এখন শুধু সৈন্য দলের সাহায্যে পাকিস্তান কায়েম রাখা সম্ভবপর নয় আর কলা গাছগুলির প্রয়োজন তো বহু পূর্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে! এরূপ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গগণস্পর্শী সৌধ রচনা করার এবং উহাকে জীবন্ত ও বলবন্ত রাখার জন্য নূতন নক্শা ও প্ল্যান এবং যোগ্য—ইন্‌জিনিয়ার দলের প্রয়োজন। তাই আদর্শ ও প্রেরণা বঞ্চিত এবং কর্মসূচি বিবর্জিত মুছলিমলীগ "পাকিস্তান লাভ করিয়াছি" বলিয়া শুধু গলাবাযী করিলেই কি তাঁহাদের শাসনকর্তৃত্বের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইবে? সত্যবটে, দীর্ঘ ছয়বৎসরকাল পর মুছলিম লীগ সরকার ইছলামী আইন প্রণয়ন করার একটা অপরিস্ফুট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মুছলিমলীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী আচরণ ও উক্তি এবং উদ্দেশ্য প্রস্তাব পরিগৃহীত হওয়ার পরও গণপরিষদের দীর্ঘকালীন কার্যকলাপ যদি ইছলামী আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে আমাদের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া না—তুলিত, তাহা হইলে ইছলামী আইন প্রণয়ন ব্যাপারে মুছলিম লীগের এই অতি সামান্য ও অস্পষ্ট আয়োজ-

www.ahlehadeethbd.org

নের বিনিময়েই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাঁহাদের নির্বাচন অভিযানকে অভিনন্দন জানাইতাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, মুছলিম লীগ তাহার অভিযানে জয়লাভ করার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র তুরস্কের লাদিনী-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, না মার্কিণ উপনিবেশ রূপে উহার পরিণতি ঘটিবে, আমরা তাহা ঠাহর—করিতে পারিতেছিনা! মুছলিম লীগের বিরুদ্ধ দলের প্রচারণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমরা যে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছি, ইহা ধারণা করা ভুল হইবে। মুছলিম লীগের নিঃস্বার্থ শুভানুধ্যায়ী রূপেই আমরা যে—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, আমাদের উপরিউক্ত অভিমত তাহারই তিক্ত ফল মাত্র!

যুক্তফ্রন্ট,

মুছলিমলীগের নিকট হইতে গদ্‌দী কাড়িয়া লইয়া শক্তি ও স্বার্থ আপোষে ভাগ বাঁটোয়ারা—করিয়া লওয়া ছাড়া যুক্তফ্রন্টের কোন নীতি বা আদর্শ নাই। ইহাদের একুশদফা কর্মসূচির ভিতর ছাত্র ও দারিদ্রপীড়িত সমাজ দুইটীকে সম্মোহিত করার অপচেষ্টা ছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও—শিক্ষামূলক কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নাই। মুছলিমলীগ কি কি সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া যুক্তফ্রন্টের নেতারা নিজেদের সাধুতা প্রতিপন্ন করিবেন কেমন করিয়া? তাঁহারা ক্ষমতার গদ্‌দীতে সমাসীন হইলেই চক্ষের নিমিষে সমুদয় দুঃখ দারিদ্রের অবসান ঘটিবে, "খোল্ ছুমছুমের" এই কাহিনীর আংশিক সত্যতাও কি যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাঁহাদের অতীত আচরণ দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন? মুছলিমলীগের শাসকগোষ্ঠিকে তাঁহারা কেমন করিয়া কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, এই দলের একুশদফা কর্মসূচির ভিতর তাহাও স্থানলাভ করিয়াছে! এরূপ কথা "গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেলের" মত শুনায়না কি? দৈবাৎ যদি যুক্তফ্রন্টের ঈপ্সিত চাকা অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়,—তাহাহইলে এই জিঘাংসাবৃত্তির জন্য দায়ী হইবে কে? কোরআন ও ছুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ আইন প্রণয়ন করা হইবেনা বলিয়া যুক্তফ্রন্টও মুছলমানদিগকে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই মৌলিকনীতির তাৎপর্য কি, তাহার কোন ইংগীত ইঁহাদের ইশ্‌তিহারে নাই। ভূমিহীন মজুরদের মধ্যে জমি বণ্টন এবং পূর্ববাঙলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই কি কোরআন ও ছুন্নাহর একমাত্র মৌলিক নীতি? কোরআন ও ছুন্নাহর কোন্ কোন্ মৌলিক নীতি অবলম্বন করিয়া যুক্তফ্রন্ট নিরীশ্বরবাদ ও—সমূহবাদের সহিত আপোষ ঘটাইয়াছেন এবং কোন্ প্রকার আপোষ সূত্রে কতিপয় উলামাও নেজামে-ইছ্‌লাম কায়েম করার পবিত্র জিহাদে কম্যুনিজ্‌মের পুচ্ছগ্রাহিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা অবগত হইতে পারিলে খুশী হইতাম। যুক্তফ্রন্টের গোটা কর্মসূচির ভিতর পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার উপায়, কেন্দ্রের সহিত এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা, কাশ্‌মীর সমস্যার সমাধানের উপায়, ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও ইছলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির হেফাযত ইত্যাদি বিষয়ে একটী বর্ণও স্থানলাভ করেনাই!

উলামায়ে ইছ্‌লামের ভবিষ্যৎ,

আমাদের উলামা সমাজ, যে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হউননা কেন, তাঁহাদের বিলোপসাধনের প্রচেষ্টায় বর্তমান রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে যে কোন মতভেদ নাই, একথা তাঁহারা অবগত আছেন কিনা জানিনা। কিন্তু "উলামা নিধন" আন্দোলনকে স্বয়ং তাঁহারাই এই নির্বাচন সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে খুব আগাইয়া আনিতে পারিবেন, তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা স্বীয় অপরিণাম দর্শিতার ফলে শুধু যে নিজেদের মধ্যেই—

www.ahlehadeethbd.org

ছাংগন ধরাইয়াছেন, তাহাই নয়, অধিকন্তু তাঁহারা কোন না কোন দলের পুচ্ছগ্রাহিতাকেই গৌরবজনক ভূমিকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। রাজনৈতিক—স্বার্থসেবী দল ইঁহাদিগকে পকেট রুমাল রূপে নাক মুখ ছাফ করার কার্যে ব্যবহার করিতেছেন এবং ইঁহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া যাওয়ার সংগে সংগে ইহারা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইবেন! নেতৃত্বের ক্ষমতা নাই বলিয়াই কি স্বার্থপরায়ণদের ভারবাহীতে পরিণত হওয়া আলেম-সমাজের জন্য ফরয হইয়াছে? এক শ্রেণীর আলেমদের অতি-লোভের পাপে যদি গোটা সমাজকে তাহার কাফ্ফারা দিতে হয়, তজ্জন্য দায়ী কাহারা?

لمثل هذا فليذوب القلب من كمد

ان كان فى القلب اسلام وايمان !

কর্তব্য কি?

আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি, পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ মুছ্লিম জাতীয়তা ও ইছ্লামী-জীবনাদর্শের প্রতি যাঁহারা আস্থা-সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত, অথচ যাঁহারা স্বার্থসর্বস্ব নহেন, সংগে সংগে যাঁহারা পার্লামেণ্টারি দায়িত্ব নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম, এইরূপ লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ভোট দেওয়া কর্তব্য। এরূপ ব্যক্তি যে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত—হউননা কেন, তাঁহাকেই ভোট দেওয়া কর্তব্য! আমাদের জনৈক মাননীয় বন্ধু আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, যুক্তফ্রণ্ট নিরীশ্বরবাদ ও সমূহবাদের সহিত আপোষ করিয়াছে সুতরাং আমরা কি করিয়া তাহাদের মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করিব? তাঁহার প্রশ্নের জওয়াবে আমরা বলিব, মুছ্লিমলীগের ভিতর খোলাখুলি নাস্তিক ও লীগের নেতাগণ কর্তৃক কম্যুনিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়াও আমরা লীগের অন্তরভুক্ত আমাদের মনঃপুত প্রার্থীকে যেভাবে সমর্থন করিব, ঠিক সেই ভাবেই যুক্ত ফ্রণ্টের অন্তরভুক্ত আমাদের মনঃপুত—প্রার্থীদিগকেও বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে সমর্থন করার জন্য আমরা নির্বাচকমণ্ডলীকে পরামর্শ দিব। আমরা একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি যে, যতগুলি ফেরেশ্তা, সমস্তই এক ক্যাম্পে আর যতগুলি শয়তান, সমস্তই প্রতিপক্ষ দলে যোগদান করিয়াছে! আমাদের সেরূপ ক্ষমতা থাকিলে আমরা পার্টি নির্বিশেষে শুধু উপযুক্ত লোকদিগকে আইনসভায় বহুল পরিমাণে প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হইতাম, ইহার ফলে শুধু যে যোগ্য ব্যক্তিদের পার্লামেণ্টে সংখাধিক্য ঘটিত, তা নয়, ইহার ফলে প্রচলিত রাজনৈতিক ফের্কাবন্দী, যাহা ইছ্লামী আদর্শের রাষ্ট্রে বরদাশ্ত করা যাইতে পারেনা, তাহারও চির অবসান ঘটিত এবং সংগে সংগে পলিটিক্যাল নেতৃত্বের ইজারাদারীও অবলুপ্ত হইত!

প্রোপাগাণ্ডা না বিপর্যয়?

পূর্ববাঙলা সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, নির্বাচন সম্পর্কিত সভাসমিতিগুলিতে গুণ্ডামি ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবেনা। যাহারা গোলযোগ করিবে বা গোলযোগের উশ্কানি প্রদান করিবে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হইবে। পূর্ববংগ সরকার আসন্ন নির্বাচনের মুখে এই সতর্কবাণী দ্বারা লীগ-প্রতিপক্ষদের শায়েস্তা করার মত্লব আঁটিয়াছেন কিনা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ সরকার যদি নাগরিক স্বাধীনতার একান্ত প্রাথমিক দাবীগুলি অর্থাৎ অভিমত ও বাক্যের স্বাধীনতার দাবী রক্ষা করিতে গোড়াগুড়ি হইতে সততার সহিত অগ্রসর হইতেন, তাহাহইলে বহু মান্যগণ্য বয়োবৃদ্ধ নেতা ও মেহ্মানকে পূর্বপাকিস্তানে জুতা খাইতে, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে এবং উলংগ যুবকের নাচ দর্শন করিতে হইতনা। মুশ্কিল এই যে, জনমতের একদল ওছী সরকারের নিকট হইতে তারস্বরে ভদ্র ব্যবহার ও বাক-স্বাধীনতা দাবী করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিজেদের বেলায় তাঁহারা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে একটী কথাও বরদাশ্ত করিতে পারেন-

www.ahlehadeethbd.org